দুনিয়ার মজুর এক হও!

ভ. ই. লেনিন

ধর্ম প্রসঙ্গে

প্রবন্ধ-সঙ্কলন

২৩শে ডিসেম্বর, ১৯২২—২রা মার্চ, ১৯২৩

প্রগতি প্রকাশন ১৯৮২

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

সমাজতন্ত্র ও ধর্ম

বর্তমান সমাজের ভিত্তি বিপুলসংখ্যক শ্রমিক শ্রেণীর শোষণের উপর স্থাপিত। জনসমষ্টির অতিক্ষুদ্র এক অংশ — জমিদার ও পুঁজিপতি শ্রেণীর দ্বারা তারা শোষিত। এ সমাজ দাসসমাজ। কারণ মুক্ত শ্রমিকেরা সারা জীবন পুঁজিরজন্য কাজ করে জীবিকানির্বাহের যেটুকু উপকরণের অধিকার লাভ করে তা শুধু দাসপালনের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য এবং এরাই পুঁজিতান্ত্রিক দাসত্বের নিরাপত্তা ও চিরন্তনতার জন্য মুনাফা উৎপাদন করছে।

শ্রমিকদের অর্থনৈতিক পীড়নের অনিবার্য পরিণতি অজস্র প্রকার রাজনৈতিক পীড়ন ও সামাজিক অবমাননা, জনগণের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনের কার্কশ্য ও অন্ধকার। অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সংগ্রামার্থে শ্রমিকদের পক্ষে অল্পবিস্তর রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ সম্ভব, কিন্তু পুঁজিকে ক্ষমতাচ্যুত না করে কোন স্বাধীনতায়ই দারিদ্র্য, বেকারি এবং পীড়ন থেকে তাদের মুক্তিলাভ অসম্ভব। ধর্ম আধ্যাত্মিক পীড়নের অন্যতম প্রকার বিশেষ। চিরকাল অন্যের জন্য খাটুনি, অভাব ও নিঃসঙ্গতায় পীড়িত জনগণের উপর সর্বত্রই তা চেপে বসে। শোষকদের বিরুদ্ধে শোষিত শ্রেণীর সংগ্রামের অক্ষমতা থেকেই অনিবার্যভাবে উদ্ভূত হয় মৃত্যু-পরবর্তী উত্তর জীবনের প্রত্যয়, যেমন প্রকৃতিরবিরুদ্ধে সংগ্রামে আদিম মানুষের অক্ষমতা থেকে উদ্ভূত হয় ঈশ্বর, শয়তান, অলৌকিকত্ব, ইত্যাদিতে বিশ্বাস। যারা সারা জীবন খাটে আর অভাবে নিমজ্জিত থাকে, ধর্ম এ পৃথিবীতে তাদের নম্রতা ও সহিষ্ণুতার শিক্ষাদান করে স্বর্গীয় পুরস্কারের সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু যারা অন্যের শ্রমশোষক, ধর্ম তাদের পার্থিব জীবনে বদান্যতা অনুশীলনের নির্দেশ দেয়। এভাবেই শোষক হিসেবে নিজেদের অস্তিত্বের ন্যায্যতা সপ্রমাণের জন্য ধর্ম খুবই সস্তা সুযোগ দেয় ও পরিমিত মূল্যের টিকিটে স্বর্গবাসে তাদের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের ব্যবস্থা করে। ধর্ম জনগণের পক্ষে আফিমস্বরূপ। ধর্ম এক প্রকার আধ্যাত্মিক সুরা-বিশেষ এবং এরই মধ্যে পুঁজিদাসদের মনুষ্য-ভাবমূর্তি এবং অল্পবিস্তর মানুষ হিবে বেঁচে থাকার দাবী নিমজ্জিত।

কিন্তু যে-দাস নিজের দাসত্ব সম্পর্কে সচেতন এবং নিজের মুক্তির জন্য সংগ্রামে উদ্যোগী তার অর্ধেক দাসত্ব ইতিমধ্যেই অবলুপ্ত। বৃহদায়তন শিল্পকরখানায় পালিত এবং নাগরিক জীবনের আলোকপ্রাপ্ত আধুনিক সচেতন শ্রমিক ঘৃণাভরেধর্মীয় কুসংস্কারকে প্রত্যাখ্যান করেছে। পুরোহিত ও বুর্জোয়া ভণ্ডদের জন্য স্বর্গ ছেড়ে দিয়ে তারা নিজেরা এ পৃথিবীতে উন্নততর জীবন জয়ে উদ্যোগী। আজকের প্রলেতারিয়েত সমাজতন্ত্রের পক্ষে আসছে। ধর্মের কুহেলিকার বিরুদ্ধে সংগ্রামে সমাজতন্ত্র বিজ্ঞানকে টেনে আনছে এবং এ পৃথিবীতে উন্নততর জীবনের জন্য সত্যকার সংঘ্রামে শ্রমিকদের একত্রীভূত করে মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের প্রত্যয় থেকে তাদের মুক্ত করছে।

ধর্মকে ব্যক্তির নিজস্ব ব্যাপার বলে ঘোষণা করা উচিত। এ উক্তিতেই সাধারণথ ধর্ম সম্পর্কে সমাজতন্ত্রীদের মনোভঙ্গি অভিব্যক্ত। কিন্তু কোনরূপ বিভ্রান্তির সম্ভাবনা পরিহারের জন্য এসব শব্দাবলীর

অর্থ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত হওয়া দরকার। রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের প্রেক্ষিতেই আমরা ধর্মকে ব্যক্তির নিজস্ব ব্যাপার বলে বিবেচনার দাবী করছি। কিন্তু আমাদেরই পার্টির ক্ষেত্রে আমরা ধর্মকে ব্যক্তির নিজস্ব ব্যাপার বলে বিচার করতে পারি না। ধর্ম নিয়ে রাষ্ট্রের কোন গরজ থাকা চলবে না এবং ধর্মীয় সংস্থাসমূহের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সঙ্গে জড়িত হওয়া চলবে না। যেকোন ধর্মে বিশ্বাস অথবা কোন ধর্মই না মানায় (অর্থাৎ নাস্তিক হওয়া — যেমন প্রতিটি সমাজতন্ত্রী) সকলেই থাকবে সম্পূর্ণ স্বাধীন। ধর্মবিশ্বাসের জন্য নাগরিকদের অধিকারে কোন প্রকার বৈষম্য কোনক্রমেই সহ্য করা হবে না। এমনকি সরকারী নথিপত্রে যেকোন নাগরিকের ধর্মের উল্লেখমাত্রও প্রশ্নাতীতভাবে বর্জিত হবে। রাষ্ট্রানুমোদিত গির্জাকে কোন অর্থ-মঞ্জুরী অথবা ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক সংস্থাকে কোন প্রকার সরকারী বৃত্তিদান করা চলবে না। এগুলোকে হতে হবে সমমনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের সম্পূর্ণ স্বাধীন, সরকারী সংশ্রব-বর্জিত প্রতিষ্ঠান। এসব দাবীর সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই শুধু লজ্জাকর ও অভিশপ্ত সেই অতীতের অবসান সম্ভব — যখন গির্জা ছিল রাষ্ট্রের সামন্ততান্ত্রিক অধীনতায় এবং রুশ নাগরিক ছিল রাষ্ট্রীয় গির্জার সামন্ততান্ত্রিক অধীনতায়, যখন মধ্যযুগীয় যাজকী বিচার আইন (আজও যা আমাদের ফৌজদারী আইন ও সংবিধি গ্রন্থে বর্তমান) প্রচলিত ও প্রযুক্ত হত, বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের জন্য যা নিগ্রহ করত লোককে, বিবেক দলিত হত, আরামদায়ক সরকারী পদ ও সরকারী আয়ের সঙ্গে যোগ করত রাষ্ট্রানুমোদিত গির্জার কোন-না-কোন কারণবারি বিতরণ। গির্জা ও রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ — এই হল আধুনিক রাষ্ট্র ও আধুনিক গির্জার কাছে সমাজতান্ত্রিক প্রলেতারিয়েতের দাবী।

রাজনৈতিক স্বাধীনতার অপরিহার্য অঙ্গ রূপে এটা বাস্তবায়িত করতে হবে রুশ বিপ্লবকে (১)। এ দিক থেকে রুশ বিপ্লব বিশেষ সুবিধাজনক অবস্থায় স্থিত, কেননা পুলিশনির্ভর সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরশাসনের জঘন্য আমলাতন্ত্রের জন্য এমনকি যাজক সম্প্রদায়ের মধ্যেও অসন্তোষ, বিক্ষোভ ও ক্রোধের সৃষ্টি হয়েছে। রুশ সনাতনী যাজক সম্প্রদায় যত দুর্দশাগ্রস্ত আর অজ্ঞই হোক, এমনকি তারাও এখন রাশিয়ার মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থার পতন শব্দে জাগরিত। এখন তারাও মুক্তির দাবীতে যোগ দিচ্ছে, আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও আধিকারিকতার স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে, 'ঈশ্বরের সেবাদাসদের' উপর চাপিয়ে দেওয়া পুলিশী গুপ্তচর বৃত্তির বিরুদ্ধে তারা আজ প্রতিবাদমুখর। আমরা, সমাজতন্ত্রীরা অবশ্যই এ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানাব, যাজকদের সত্যনিষ্ঠ ও অকপট অংশের দাবীকে শেষ অবধি এগিয়ে নিয়ে যাব, স্বাধীনতা সম্পর্কিত দাবীতে অনড় থাকতে তাদের সাহায্য করব এবং দাবী জানাব, যাতে ধর্ম ও পুলিশের সক যোগাযোগ তারা ছিন্ন করে। হয় আপনারা সত্যনিষ্ঠ, সেক্ষেত্রে আপনাদেরঅবশ্যই গির্জা ও রাষ্ট্র, স্কুল ও গির্জার সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ এবং ধর্মকে একান্ত ও সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তির বিষয় হিসেবে ঘোষণার দাবী সমর্থন করতে হবে। নয়তো আপনারা এই সঙ্গতিপূর্ণ স্বাধীনতা দাবীর বিরোধী, — এর র্থ আপনারা এখনও স্পষ্টতই ধর্মীয় বিচারসভারঐতিহ্যে বন্দী, আপনারা এখনও স্পষ্টটতই ধর্মীয় বিচারসভার ঐতিহ্যে বন্দী, আপনারা এখনও আরামদায়ক সরকারী পদ ও সরকারী আয়ে প্রলুব্ধ, আপনারা আপনাদের অস্ত্রের আধ্যাত্মিক শক্তির প্রতি অবিশ্বাসী এবং এখনও আপনারা রাষ্ট্রের কাছথেকে উৎকোচ গ্রহণ করে চলছেন, সেক্ষেত্রে সারা রাশিয়ার সচেতন শ্রমিক আপনাদের বিরুদ্ধে নিমর্ম যুদ্ধ ঘোষণা করছে।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক প্রলেতারিয়েতের পার্টি যতখানি সংশ্লিষ্ট তাতে ধর্ম নিজস্ব ব্যাপার নয়। আমাদের পার্টি হল শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য শ্রেণী-সচেতন আগুয়ান যোদ্ধাদের সমিতি। ধর্মবিশ্বাসের আকারে শ্রেণীচেতনার অভাব, অজ্ঞতা কিংবা তমসবাদ সম্বন্ধে এমন সমিতি নির্বিকার থাকতে পারে না, নির্বিকার থাকা চলতে পারে না। আমরা চাই রাষ্ট্রের সঙ্গে গির্জার পূর্ণ কাটান-ছিঁড়েন, যাতে বিশুদ্ধ ভাবাদর্শগত এবং শুধু ভাবাদর্শগত অস্ত্রেরই সাহায্যে, আমাদের প্রকাশন আর মুখের কথা দিয়ে ধর্মীয় কুয়াশার বিরুদ্ধে আমরা লড়তে পারি। শ্রমিকদের উদ্দেশে প্রত্যেকটা ধর্মীয় ধোঁকার বিরুদ্ধে ঠিক এইরকম সংগ্রাম চালাবার জন্য আমরা প্রতিষ্ঠা করি আমাদের সমিতি — রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক

শ্রমিক পার্টি। আর আমাদের পক্ষে ভাবাদর্শগত সংগ্রাম নিজস্ব ব্যাপার নয়, এটা গোটা পার্টির ব্যাপার, সমগ্র প্রলেতারিয়েতের ব্যাপার।

যদি তাই হয়, তবে আমাদের কর্মসূচিতে আমরা নিজেদের নাস্তিক বলে ঘোষণা করছি না কেন? কেন খ্রীষ্টান ও ঈশ্বরবিশ্বাসীদের আমাদের পার্টিতে যোগ দিতে আমরা নিষেধ করছি না?

বুর্জোয়া ডেমোক্রাট ও সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা যেভাবে ধর্ম-প্রসঙ্গকে উপস্থাপিত করে এ প্রশ্নের উত্তর থেকেই তাদের অতি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যের ব্যাখ্যা মিলবে।

আমাদের কর্মসূচি সম্পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক এবং অধিকন্তু, বস্তুবাদী বিশ্ববীক্ষাভিত্তিক। সুতরাং, ধর্মীয় কুহেলিকার সত্যকার ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক মূলের ব্যাখ্যাও আমাদের কর্মসূচি ব্যাখ্যার অন্তর্ভুক্ত। আমাদের প্রচারে নাস্তিক্যবাদের প্রচারও আবশ্যক। তাছাড়া, স্বৈরাচারী-সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রক্ষমতা কর্তৃক এযাবৎ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ও নিগৃহীতযথোপযুক্ত বৈজ্ঞানিক সাহিত্য প্রকাশনা এখন পার্টির অন্যতম কর্মক্ষেত্র হওয়া উচিত। সম্ভবত, একদা জার্মান সমাজতন্ত্রীদের উদ্দেশে প্রদত্ত এঙ্গেলসের উপদেশ এখন আমাদের অনুসরণ করতে হবে, যথা : অষ্টাদশ শতকের ফরাসী জ্ঞানপ্রচারক ও নাস্তিকদের সাহিত্য অনুবাদ ও এর ব্যাপক প্রচার (২)।

ধর্মীয় প্রশ্নকে বিমূর্ত, আদর্শবাদী কায়দায়, শ্রেণী-সংগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কহীন বুদ্ধিবাদী প্রসঙ্গ রূপে উপস্থাপিত করার বিভ্রান্তিতে আমরা কোন অবস্থায়ই পা দেব না — বুর্জোয়াদের রেডিক্যাল ডেমোক্রাটগণ প্রায়ই যা উপস্থাপিত করে থাকে। শ্রমিক জনগণের অন্তহীন শোষণ ও কার্কশ্য যে-সমাজের ভিত্তি, সেখানে বিশুদ্ধ প্রচার মাধ্যমে ধর্মীয় কুসংস্কার দূরীকরণের প্রত্যাশা বুদ্ধিহীনতার নামান্তর। মানুষের উপর চেপে থাকা ধর্মের জোয়াল যে সমাজমধ্যস্থ অর্থনৈতিক জোয়ালেরই প্রতিফলন ও ফল, এটা বিস্মৃত হওয়া বুর্জোয়া সঙ্কীর্ণতারই শামিল। পুঁজিতন্ত্রের তামস শক্তির বিরুদ্ধে স্বীয় সংগ্রামের মাধ্যমে চেতনালাভ ব্যতীত যেকোন সংখ্যক কেতাব, কোন প্রচারে প্রলেতারিয়েতকে আলোকপ্রাপ্ত করা সম্ভব নয়। পরলোকে স্বর্গ সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রলেতারিয়েতের মতৈক্য অপেক্ষা পৃথিবীতে স্বর্গ সৃষ্টির জন্য নির্যাতিত শ্রেণীর এই সত্যকার বৈপ্লবিক সংগ্রামের ঐক্য আমাদের কাছে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

এ কারণেই আমাদের কর্মসূচিতে আমরা আমাদের নাস্তিক্যবাদ ঘোষণা করি নি, করা উচিতও নয়। এ কারণেই যেসব প্রলেতারীয় আজও অতীত কুসংস্কারের কোন-না-কোন জের বজায় রেখেছে তাদের আমাদেরপার্টির কাছাকাছি আসা নিষিদ্ধ করা হয় নি, করা উচিতও নয়। আমরা সব সময়ই বৈজ্ঞানিক বিশ্বীক্ষা প্রচার করব, নানাবিধ খ্রীষ্টানের অসঙ্গতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম আমাদের প্রয়োজন। এর অর্থ মোটেই এই নয় যে ধর্মের প্রশ্নকে আমাদের সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়া উচিত, যা তার প্রাপ্য নয়। এর অর্থ এই নয় যে সত্যকার বৈপ্লবিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের শক্তিসমূহকে আমরা বিভক্ত করব কোন তৃতীয় স্থানের গুরুত্বের মতামত বা প্রলাপের খাতিরে, যার রাজনৈতিক গুরুত্ব দ্রুত ক্ষীয়মাণ, যথাযথ অর্থনৈতিক বিকাশের ধারায় আবর্জনার মতো যা দ্রুত অপসৃতপ্রায়।

সত্যকারের গুরুত্বপূর্ণ ও মূলতগত যেসব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে নিজেদের বিপ্লবী সংগ্রামে কার্যত ঐক্যবদ্ধ সমগ্র রুশ প্রলেতারিয়েত এখন সক্রিয়, তা থেকে ধর্মীয় বিবাদের দিকে জনগণের মন টানার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া সর্বত্রই সচেষ্ট, আমাদের এখানেও তারা এখন সচেষ্ট হতে শুরু করেছে। প্রলেতারীয় শক্তিকে বিভক্ত করার এই প্রতিক্রিয়াশীল নীতির আজকের আত্মপরকাশ প্রধানত কৃষ্ণশতকী দাঙ্গায় (৩), হয়তো আগামীকালই তা আরও সূক্ষ্মতর কৌশল আবিষাকর করবে। যেকোন ক্ষেত্রেই আমরা তার প্রতিরোধ করব প্রলেতারীয় ঐক্য ও বৈজ্ঞানিক বিশ্ববীক্ষার সুস্থির, দৃঢ়, ধৈর্যশীল প্রচর মাধ্যমে, যার কাছে গৌণ মতভেদের যেকোন উসকানিই বিজাতীয়।

বিপ্লবী প্রলেতারিয়েত এইটে আদায় করবে, যাতে রাষ্ট্রের কাছে ধর্ম সত্যি করেই হয় ব্যক্তির বিষয়। মধ্যযুগীয় ছত্রাক-মুক্ত এই রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রলেতারিয়েত এক ব্যাপক ও প্রকাশ্য সংগ্রাম চালাবে অর্থনৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য — যা ছিল এতদিন মানুষের ধর্মীয় ধোঁকাবাজির মৌল উৎস।

নভায়া জিজন, নং ২৮
৩ ডিসেম্বর, ১৯০৫

লেভ তলস্তয় — রুশ বিপ্লবের দর্পণ

মহাশিল্পী যে-বিপ্লবকে স্পষ্টতই বুঝতে পারেন নি, যার থেকে তিনি স্পষ্টতই রয়েছেন ফারাকে, তারই সঙ্গে তাঁকে এক করে দেখানটাকে আপাতদৃষ্টিতে অদ্ভুত এবং কৃত্রিম মনে হতে পারে। যে-দর্পণ সবকিছুকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করে না সেটাকে তো দর্পণ বলা শক্ত। আমাদের বিপ্লবটা* কিন্তু অত্যন্ত জটিল জিনিস। এই বিপ্লব যারা সরাসরি ঘটাচ্ছে, এতে অংশগ্রহণ করছে, সেই জনসমূহের মধ্যেও বহু সামাজিক অঙ্গ-উপাদান আছে যারা স্পষ্টতই বুঝতে পারে নি কী ঘটছে, ঘটনাবলির গতি যেসব বাস্তব ইতিহাস-নির্দিষ্ট কাজ সামনে তুলে ধরেছে সেগুলো থেকে তারাও স্পষ্টতই রয়েছে ফারাকে। কিন্তু, যাঁর কথা বলা হচ্ছে, যথার্থই মহাশিল্পী হলে তিনি নিজ রচনায় বিপ্লবের অন্তত কিছু-কিছু সারবান দিক প্রতিফলিত করেছেন নিশ্চয়ই।

* ১৯০৫-১৯০৭ সালের প্রথম রুশ বিপ্লব। — সম্পাঃ

বৈধ রুশ পত্র-পত্রিকাগুলির পাতায়-পাতায় তলস্তয়ের অশীতিতম জন্মদিবস উপলক্ষে অজস্র প্রবন্ধ চিঠিপত্র আর মন্তব্য ঠাসা থাকলেও, রুশ বিপ্লবের প্রকৃতি আর চালিকাশক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর রচনাবলি বিশ্লেষণ করায় তারা থোড়াই আগ্রহান্বিত। এই গোটা পত্র-পত্রিকাজগৎ থেকে ভণ্ডামি উপচে পড়ছে, তা দেখলে গা ঘিনঘিন করে, আর সেটা ডবল রকমের ভণ্ডামি : সরকারী আর উদারনীতিক। আগেরটা হল কেনা ওঁছা ভাড়াটে লেখকদের স্থূল ভণ্ডামি, — লেভ তলস্তয়কে ঘা মারার জন্যে তাড়া করার হুকুম ছিল তাদের উপর গতকাল, আর আজ হুকুম হয়েছে তলস্তয়কে দেখাও দেশপ্রেমিক হিসেবে, ইউরোপের মানুষের চোখের সামনে শালীনতা মেনে চলার চেষ্টা করো। এইরকমের ওঁছা ভাড়াটে লেখকদের লম্বা-লম্বা বিরক্তিকর বাগাড়ম্বরের জন্যে পয়সা দেওয়া হয়েছে তা সবাই জানে, তারা ঠকাতে পারবে না কাউকে। ঢের বেশি মার্জিত, তাই ঢের বেশি হানিকর এবং বিপজ্জনক হল উদারনীতিক ভণ্ডামি। রেচ্ (৪) পত্রিকার কাদেতী (৫) বালালাইকিন্-দের (৬) কথা শুনলে মনে হতে পারে তলস্তয়ের প্রতি তাদের দরদ বুঝি একেবারে পূর্ণাঙ্গ আর অতি আকুল ধরনের। আসলে, মহান ভগবৎসন্ধায়ী সম্বন্ধে তাদের হিসেব-কষে-বানানো আবেগমুখরতা আর জাঁকাল কথা আগাগোড়াই ভুয়ো, কেননা কোন রুশী উদারনীতিক তলস্তয়ের ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, কিংবা বিদ্যমান সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে তলস্তয়ের সমালোচনার সঙ্গে সমমনোভাবাপন্ন নয়। রুশ উদরনীতিকেরা একটি জনপ্রিয় নামের সঙ্গে নিজেদের সংশ্লিষ্ট করছে নিজেদের রাজনৈতিক পুঁজি বাড়াবার মতলবে, দেশজোড়া প্রতিপক্ষের একটা নেতার ভঙ্গি ধরার মতলবে, ফাঁকা বুলির ঢক্কানিাদ আর উচ্চনাদের মধ্যে তারা একটা প্রশ্নের সোজা স্পষ্ট উত্তরের জন্যে দাবিটাকে ডুবিয়ে দিতে চাইছে, প্রশ্নটা হল — 'তলস্তয়বাদের' দগদগে অসঙ্গাতিগুলো কিসের দরুন, আর তাতে প্রকাশ পাচ্ছে আমাদের বিপ্লবের কোন-কোন ত্রুটিবিচ্যুতি আর দুর্বলতা।

তলস্তয়ের রচনাবলিতে, অভিমতে, মতবাদে, তাঁর মতসম্প্রদায়ে অসঙ্গাতিগুলো বাস্তবিকই দগদগে। একদিকে, আমাদের এই মহাশিল্পী, এই মহাপ্রিতিভাধর, যিনি রুশ জীবনের বিভিন্ন অতুলনীয় চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন শুধু তাই নয়, তাঁর রয়েছে বিশ্ব-সাহিত্যক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রথম শ্রেণীর অবদান। আর, খ্রীষ্টের ভকত জমিদারটিকে আমরা পাচ্ছি অন্যদিকে। একদিকে, সামাজিক মিথ্যাচার আর

ভণ্ডামির বিরুদ্ধে অসাধারণ শক্তিশালী, স্বাভাবিক এবং আন্তরিক প্রতিবাদ, আর অন্যদিকে সেই তলস্তয়ী, অর্থাৎ, থকে যাওয়া বকারগ্রস্ত ঘ্যানঘ্যানকারী, যাকে বলে রুশ বুদ্ধিজীবী, যে প্রকাশ্যে বুক চাপড়ে বিলাপ করে : 'আমি খারাপ দুষ্ট মানুষ, কিন্তু আমি নৈতিক আত্মশুদ্ধিব্রত পালন করছি, আমি মাংস আর খাই নে, এখন খাই ভাতের কাটলেট'। পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের নির্মম সমালোচনা, সরকারী দৌরাত্ম্য অর প্রাড়সনিক বিচার আর রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন, সম্পদবৃদ্ধি আর সভ্যতার সাধনসাফ্য এবং মেহনতী জনগণের দারিদ্র্যবৃদ্ধি, অধঃপাত আর দৈন্যদুর্দশার মধ্যেকার গভীর অসঙ্গতিটাকে খুলে ধরা একদিকে, আর অন্যদিকে বশ মেনে নেবার পাগুলে নীতি-উপদেশ — 'অমঙ্গলের প্রতিরোধ কোরো না' হিংসা দিয়ে। একদিকে অতি সংযত বাস্তববাদ, সমস্ত রকমের মুখোস ছিঁড়ে ফেলা, আর অন্যদিকে জগতের সবচেয়ে জঘন্য একটা জিনিসের উপদেশ — ধর্মপ্রচার : সরকারীভাবে নিযুক্ত যাজকদের জায়গায় নৈতিক প্রত্যয় থেকে করবে এমন যাজক আনবার চেষ্টা, অর্থা অতি মার্জিত এবং সেই কারণে বিশেষ ন্যক্কারজনক যাজকতন্ত্র গড়ে তোলার চেষ্টা। যথার্থ বটেঃ

অভাগিনী তুই শস্যশ্যামলা,
পরাক্রান্তা তবু-যে অবল,
— জননী রাশিয়া ! (৭)

এইসব অসঙ্গতির দরুন তলস্তয়ের পক্ষে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন এবং সমাজতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামে তারভূমিকা, কিংবা রুশ বিপ্লবকে বোঝা সম্ভব হয় নি, তা বলাই বাহুল্য। তবে, তলস্তয়ের অভিমতে আর মতবাদে অসঙ্গতিগুলো আপতিক নয়, উনিশ শতকের শেষ তহাইয়ে রুশ জীবনের অসঙ্গতিপূর্ণ অবস্তা তাতে প্রকাশ পেয়েছে। সবে সম্প্রতি ভূমিদাসপ্রথা* থেকে মুক্ত প্যাটিয়ার্কাল গ্রামাঞ্চলকে একেবারে আক্ষরিক অর্থেই পুঁজিপতি আর কর-আদায়কারীদের হাতে তুলে দেওয়া হল ঠকিয়ে সর্বস্বান্ত করা আর লুটতরাজের জন্যে। কৃষক অর্থনীতি আর কৃষক জীবনের প্রাচীন ভিত্তি, যা যথার্থই টিকে ছিল শতাব্দীর পরে শতাব্দী ধরে, সেঠাকে অসাধারণ দ্রুত ভেঙে জঞ্জালে পরিণত করা হল। তলস্তয়ের অভিমতের অসঙ্গতিগুলোর মূল্যায়ন করতে হবে এখনকার দিনের শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন এবং এখনকার দিনের সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে নয় (এমন মূল্যায়ন নিশ্চয়ই দরকার, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়), অগ্রসরমান পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে, ভূমি থেকে বেদখল হচ্ছে যে-জনগণ তাদের সর্বনাশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করতে হবে — এই প্রতিবাদ প্যাট্রিয়ার্কাল রুশ গ্রামাঞ্চল থেকে ওঠা অবধারিত ছিল। মানবজাতির মোক্ষলাভের নতুন-নতুন দাওয়াইয়ের আবিষ্কারক পয়গম্বর হিসেবে তলস্তয় উদ্ভট হাস্যকর — কাজেই, বৈদেশিক আর রুশী 'তলস্তয়পন্থী' যারা তাঁর মতবাদের সবচেয়ে দুর্বল দিকটাকে ধর্মমতে পরিণত করতে চেষ্টা করেছে তাদের এমন গুরুত্ব নেই যাতে তাদের সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার হতে পারে। রাশিয়ায় যখন বুর্জোয়া বিপ্লব ঘনিয়ে আসছিল সেই সময়ে লক্ষ-লক্ষ রুশ কৃষকদের মধ্যে উদ্ভূত ভাব-ধারণা আর অনুভূতির মুখপাত্র হিসেবে তলস্তয় মহান। তলস্তয়ের মৌলিকত্ব আছে, কেননা সমগ্রভাবে ধরলে তাঁর মতামতের সারসংক্ষেপে আমাদের বিপ্লবের বিশেষক উপাদানগুলো প্রকাশ পেয়েছে কৃষক বুর্জোয়া বিপ্লব হিসেবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, আমাদের বিপ্লবে কৃষককুলকে তার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে হয়েছে যে-অসঙ্গতিপূর্ণ অবস্থার মধ্যে, বাস্তবিকই তার একখানা দর্পণ হল তলস্তয়ের অভিমতের অসঙ্গতিগুলো। একদিকে, বহু শতকের সামন্ততান্ত্রিক উৎপীড়ন এবং সংস্কারের পরবর্তী দশকগুলির ত্বরিত নিঃস্বতা জমিয়ে তুলেছে পাহাড়প্রমাণ ঘৃণা ক্ষোভ আর মরিয়া দৃঢ়সংকল্প। সরকারী যাজকমণ্ডলীকে, জমিদারদের আর জমিদারদের সরকারকে ঝেঁটিয়ে একেবারে বিদেয় করার আকাঙ্ক্ষা, সমস্ত পুরন রূপ আর ধরনের ভূমি-মালিকানা ধ্বংস করার আকাঙ্ক্ষা, ভূমি থেকে জঞ্জাল সাফ করার আকাঙ্ক্ষা, পুলিশী-শ্রেণীগত রাষ্ট্রের জায়গায় মুক্ত আর সমান-সমান ছোট কৃষকদের লোকসমাজ স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা — এই আকাঙ্ক্ষা হল আমাদের বিপ্লবে কৃষককুলের প্রত্যেকটা ঐতিহাসিক পদক্ষেপের মূল উপাদান,

নিঃসন্দেহে বলা যায়, তলস্তয়ের অভিমততন্ত্রকে কখনও কখনও যে-বিমূর্ত খ্রীষ্টীয় নৈরাজ্যবাদ বলে মূল্যায়ন করা হয় তার চেয়ে ঢের বেশি পরিমাণে কৃষকের এই আকাঙ্ক্ষার সঙ্গেই তাঁর রচনাবলির মর্মবাণী মেলে।

*১৮৬১ সালে রাশিয়ায় ভূমিদাসপ্রথা বাতিল হল। — সম্পাঃ

অন্যদিকে, যৌথ জীবনযাত্রার অতুন-নতুন প্রণালীর জন্যে সচেষ্ট কৃষককুলের ধারণা বিভিন্ন বিষয়ে ছিল অত্যন্ত চেতনাহীন প্যাট্রিয়ার্কাল, বাতিকগ্রস্ত — সেইসব বিষয় হল : সেই যৌথ জীবনটা হবে কী রকমের, মুক্তিলাভ করা যেতে পারে কোন্ সংগ্রামে, কোন্ নেতাদের তারা পেতে পারে এই সংগ্রামে, কৃষক বিপ্লবের স্বার্থের প্রতি বুর্জোয়াদের এবং বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবিসমাজের মনোভাব কী, জমিদারিপ্রথা বিলুপ্ত করার জন্যে জারতান্ত্রিক শাসনের বলপূর্বক উচ্ছেদ আবশ্যখ কনে। কৃষকের সমগ্র অতীত জীবন তাকে জমিদার আর আমলাকে ঘৃণা করতে শিখিয়েছে, কিন্তু এই সমস্ত প্রশনের উত্তরটা খুঁজতে হবে কোথায়, তা তাকে শেখায় নি, শেখাতে পারে না। আমাদের বিপ্লবে কৃষককুলের একটা ছোট অংশ এই উদ্দেশ্যে যথার্থ লড়েছিল, কিছু পরিমাণে সংগঠিত হয়েছিল বটে, আর শত্রুদের উন্মূলিত করতে, জারের নোকর এবং জমিদারদের রক্ষাকর্তাদের খতম করতে অস্ত্র-হাতে দাঁড়িয়েছিল খুবই ক্ষুদ্র অংশই বটে। বেশির ভাগ কৃষকই কেঁদেছে আর প্রার্থনা করেছে, নীতিবাদ চালিয়েছে আর স্বপ্ন দেখেছে, দরখাস্ত লিখেছে আর উকিল পাঠিয়েছে — ঠিক লেভ তলস্তয়ের ধরনে! তেমনি, এমনসব ক্ষেত্রে সবসময়েই যা ঘটে থাকে, এই তলস্তয়ী রাজনীতি-থেকে-দূরে-অবস্থান, এই তলস্তয়ী রাজনীতি-বর্জন, রাজনীতি সম্বন্ধে আগ্রহ আর বুঝ-সমঝের এই অভাবের ক্রিয়া হল এই যে, শ্রেণী সচেতন বিপ্লবী প্রলেতারিয়েরে নেতৃত্বকে অনুসরণ করল মাত্র একটা সংখ্যালঘু অংশ, আর সংখ্যাগুরু অংশ শিকার হল সেইসব নীতিবর্জিত দাস-মনোবৃত্তিসম্পন্ন বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের, যাদের নাম কাদেত, যারা ত্রুদোভিক-দের (৮) সভা থেকে তড়িঘড়ি স্তলিপিনের পাশ-কামরায় গিয়ে হাতে-পায়ে ধরে, দরকষাকষি করে, মানিয়ে-বনিয়ে নেয়, মানিয়ে-বনিয়ে নেবার কথা দেয় — শেষে বহিষ্কৃত হয় ফৌজী জ্যাকবুটের লাথি খেয়ে। তলস্তয়ের ভাব-ধারণাগুলি আমাদের কৃষক বিদ্রোহের দুর্বলতার, ত্রুটিবিচ্যুতিগুলোর একখানা দর্পণ, প্যাট্রিয়ার্কাল গ্রামাঞ্চলের শিথিলতা এবং করিতকর্মা মুজিকের সংকীর্ণমনা কাপুরুষতার প্রতিবিম্ব।

১৯০৫-১৯০৬ সালের সৈনিক বিদ্রোহের কথা ধরা যাক। এই যেসব মানুষ আমাদের বিপবে লড়ল, এদের সামাজিক গঠন অংশত কৃষক, অংশত প্রলেতারিয়ান। প্রলোরিয়ানরা ছি সংখ্যালঘু — কাজেই, যে-প্রলেতারিয়েত সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক হল যেন হাতের ইশারায় তারা প্রদর্শন করল যে-দেশব্যাপী সংহতি, যে-পার্টিগত চেতনা, তার কাছাকাছিওতা প্রদর্শন করে নি সশস্ত্র শক্তির ভিতরকার আন্দোলন। তবুও, সশস্ত্র শক্তির ভিতরকার বিদ্রোহ ব্যর্থ হল কোন অফিসারেরা সেটাকে পরিচালনা করে নি বলে, এই মতের চেয়ে ভুল আর কিছুই নয়। বরং তার বিপরীত : ছাইরঙা পালটা যে তাদের উপরওয়ালাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র-হাতে বিদ্রোহ করল, ঠিক এরই থেকে দেখা গেল নরোদ্নায়া ভলিয়া-র (৯) সময়ের পর থেকে বিপ্লবের কী বিপুল অগ্রগতি ঘটেছে, আর উদারপন্থী জমিদার এবং উদারপন্থী অফিসারেরা অত আতঙ্কিত হয়েছিল তাদের ঐ আত্মনিভরশঈলতার দরুনই। কৃষকের স্বার্থের প্রতি সাধারণ সৈনিক ষোলো-আনা সহানুভূতিশীল ছিল, জমির কথা উচ্চারি তহলেই তার চোখ জ্বলজ্বল করত। একাধিক ক্ষেত্রে সৈন্য বাহিনীতে কর্তৃত্ব চলে গিয়েছিল সৈনিকসাধারণের হাতে, কিন্তু এই কর্তৃত্বের বদ্ধপরিকর ব্যবহার আদৌ হয় নি বললেই হয়, সৈনিকেরা অটল থাকে নি, দিন-দুয়ের পরে, কোন-কোন ক্ষেত্রে অল্প কয়েক ঘণ্টা পরে কোন ঘৃণিত অফিসারকে বধ করার পরে গ্রেপ্তার-করা অন্যান্য অফিসারকে তারা ছেড়ে দিয়েছে, আলোচনা করেছে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে, আর তারপরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে বন্দুকধারা জল্লাদের সারির সামনে, কিংবা পিঠ খুলে ধরেছে চাবকানির জন্যে, কিংবা জোয়াল পরেছে আবার — ঠিক লেভ তলস্তয়ের ধরনে!

তলস্তয় প্রতিফতি করেছেন ঠেসে-চাপা ঘৃণা, একটা ভাল বরাতের জন্যে সুপরিণত আকাঙ্ক্ষা, অতীত থেকে নিষ্কৃতি পাবার কামনা — তেমনি আবার, অপরিণত স্বপ্ন-দেখা, রাজনীতিক অনভিজ্ঞতা, বৈপ্লবিক শিথিলতা। ঐতিহাসিক এবং আর্থনীতিক অবস্থা থেকে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এই দুইয়েরই — জনগণের বৈপ্লবিক সংগ্রামের অনিবার্য সূত্রপাত এবং সংগ্রামের জন্যে তাদের অপ্রস্তুতি, অমঙ্গালের প্রতি তাদের তলস্তয়ী না-প্রতিরোধ, যা ছিল প্রথম বৈপ্লবিক অভিযানের পরাজয়ের সবচেয়ে গুরুতর একটা কারণ লোকে বলে, হেরে-যাওয়া বাহিনী ভা শিক্ষালাভ করে। বৈপ্লবিক শ্রেণীগুলিকে অবশ্য ফৌজের সঙ্গে তুলনা করা যায় খুবই সীমাবদ্ধ অর্থে সামন্ততন্ত্রী জমিদার আর তাদের সরকারের প্রতি ঘৃণা দিয়ে সম্মিলিত বহু লক্ষ-লক্ষ কৃষককে বৈপ্লবিকর-গণতান্ত্রিক সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিল যেসব অবস্থা সেগুলি পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের ফলে ঘণ্টায়-ঘণ্টায় বদলে যাচ্ছে, প্রবলতর হচ্ছে। কৃষকদের নিজেদের মধ্যে বিনিময়ের বৃদ্ধি আর বাজারের নিয়মের বৃদ্ধির ফলে এবং টাকার ক্ষমতার দরুন সেকেলে ধরনের প্যাট্রিয়ার্কাল প্রথা আর প্যাট্রিয়ার্কাল তলস্তয়ী মতাদর্শ সমানে উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। তবে, বিপ্লবের প্রথম-প্রথম বছরগুলি এবং বৈপ্লবিক গণসংগ্রামের প্রথম-প্রথম পরাজয় থেকে একটা লাভ হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। লাভটা হল জনগণের আগেকার কোমলতা আর শিথিলতর উপর পড়েছে যে-মারাত্মক আঘাত। সীমানির্দেশক রেখাগুলো আরও স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। শ্রেণীতে-শেণীতে, পার্টিতে-পার্টিতে ভেদ-বিভাগ ঘটে গেছে। স্তলিপিনের শেখানো পাঠের হাতুড়ির আঘাতগুলোর চোটে এবং বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের অবিচ্যুত এবং সঙ্গতিপূর্ণ আলোড়নের ফলে সমাজতান্ত্রিক প্রলেতারিয়েতই শুধু নয়, গণতান্ত্রিক কৃষকসাধারণও অনিবার্যভাবেই তাদের ভিতর থেকে এগিয়ে ধরবে ক্রমাগত বেশি ইস্পাতকঠিন যোদ্ধাদের, যারা আমাদের তলস্তয়বাদের ঐতিহাসিক পাপে পড়তে কম পারক হবে!

৩৫ নং প্রলেতারি,

১১ (২৪) সেপ্টেম্বর, ১৯০৮

ধর্ম প্রসঙ্গে শ্রমিক পার্টির মনোভাব

রাষ্ট্রীয় দুমায় (১০) সিনোদ (১১) এস্টিমেট আলোচনায় প্রতিনিধি সুর্কোভের বক্তৃতা এবং আমাদের দুমা গ্রুপের অভ্যন্তরে সে বক্তৃতার খসড়া নিয়ে বিতর্কে (যা নিচে মুদ্রিত হল) অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং ঠিক বর্তমান মুহূর্তের পক্ষে জরুরী একটা প্রশ্ন উঠেছে। ধর্মের সঙ্গে যা কিছু সম্পর্কিত তা নিয়ে বর্তমানের সমাজের ব্যাপক অংশ আগ্রহান্বিত, শ্রমিক আন্দোলনের সন্নিকটস্থ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও তথা কিছু কিছু শ্রমিক গোষ্ঠীর মধ্যেও সে আগ্রহ প্রবেশ করেছে ধর্ম সম্পর্কে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির মনোভাব কী তা প্রকাশ করতে সে অবশ্যই বাধ্য।

সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির সমস্ত বিশ্বদৃষ্টি গড়ে উঠেছে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র অর্থাৎ মার্কসবাদের ওপর। মার্কস ও এঙ্গেলস একাধিকবার যা ঘোষণা করেছেন, মার্কসবাদের দার্শনিক ভিত্তি হল দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, যা পুরোপুরি গ্রহণ করেছে আঠারো শতকের ফ্রান্সের বস্তুবাদ এবং জার্মানিতে ফয়েরবাখের (১৯ শতকের প্রথমার্ধ) বস্তুবাদের ঐতিহাসিক ঐতিহ্য — এ বস্তুবাদ নিঃসন্দেহেই নিরীশ্বরবাদী, দৃঢ়ভবেই সবকিছু ধর্মের বিরোধী। স্মরণ করিয়ে দিই যে মার্কস যে পাণ্ডুলিপিটি পড়ে দেখেছিলেন, এঙ্গেলসের সেই অ্যান্টি-ড্যুরিং গ্রন্থের সবটাতেই বস্তুবাদী নিরীশ্বরবাদী ড্যুরিং বস্তুবাদে সঙ্গতিহীনতা এবং ধর্ম ও ধর্মীয় দর্শনের জন্যে ফাঁক রেখে যাবার জন্যে সমালোচিত হয়েছেন। স্মরণ করিয়ে দিই যে এঙ্গেলস ল্যুডভিগ ফয়েরবাখ গ্রন্থে (১২) তাঁকে ভর্ৎসনা করে বলেছেন যে তিনি ধর্ম নিশ্চিহ্ন করার জন্যে নয়, ধর্মের নবীকরণ, নতুন একটা উচ্চমার্গীয় ধর্ম প্রণয়নের জন্যেই ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন ইত্যাদি। ধর্ম জনগণের পক্ষে আফিঙস্বরূপ (১৩), মার্কসের এ উক্তিটা ধর্ম প্রসঙ্গে মার্কসবাদের সমস্ত বিশ্বদৃষ্টির মূলকথা। আধুনিক সমস্ত ধর্ম ও গির্জা, সমস্ত ও সর্ববিধ সংগঠনকে

মার্কস সর্বদাই মনে করতেন বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়ার সংস্থা, শ্রমিক শ্রেণীর শোষণ বজায় রাখা ও তাদের ধাপ্পা দেওয়া তার কাজ।

সেই সঙ্গে কিন্তু যারা সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির চেয়েও 'বাম' বা বৈপ্লবিক হতে চায়, ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার অর্থে নিরীশ্বরবাদের সরাসরি স্বীকৃতিকে পার্টি কর্মসূচির অন্তর্ভূত করতে ইচ্ছুক, তাদের প্রচেষ্ট এঙ্গেলস একাধিকবার নিন্দিত করেছেন। ১৮৭৪ সালে কমিউনের পলাতক*, লন্ডনে দেশান্তরী ব্লাঙ্কিপন্থীদের (১৪) বিখ্যাত ইশতেহার প্রসঙ্গে মন্তব্যে এঙ্গেলস ধর্মের বিরুদ্ধে তাদের সকলরকম যুদ্ধ ঘোষণাকে নির্বুদ্ধিতা বলে অভিহিত করেছেন, বলেছেন, এরূপ যুদ্ধ ঘোষণাই হল ধর্মে আগ্রহ জাগিয়ে তোলার সেরা পদ্ধতি, সত্যিকারের ধর্ম লুপ্তি তা কঠিন করে তুলবে। এঙ্গেলস বাঙ্কিপন্থীদের এইজন্যে দোষ দিয়েছেন যে তারা বুঝতে অক্ষম যে কেবল শ্রমিক জনতার শ্রেণী-সংগ্রামই সচেতন ও বৈপ্লবিক সামাজিক কর্মের মধ্যে প্রলেতারিয়েতের ব্যাপকতম স্তরকে সর্বাঙ্গীণ ভাবে টেনে ক্রমেই বাস্তবে ধর্মের নিগড় থেকে উৎপীড়িতদের মুক্তি দিতে পারে, অন্যদিকে ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে শ্রমিক পার্টির রাজনৈতিক কর্তব্য হিসেবে ঘোষণা করা হল নৈরাজ্যবাদী বুলি (১৫)। ১৮৭৭ সালে 'অ্যান্টি-ড্যুরিং' গ্রন্থে ভাববাদ ও ধর্মের প্রতি দার্শনিক ড্যুরিংয়ের ন্যূনতম প্রশ্রয়দানকে নির্মম সমালোচনা করলেও এঙ্গেলস মাজতান্ত্রিক সমাজে ধর্ম নিষিদ্ধ হবে ড্যুরিংয়ের এই তথাকথিত বৈপ্লবিক ভাবনাকেও কম জোরে নিন্দিত করেন নি। ধর্মের বিরুদ্ধে এরূপ যুদ্ধ ঘোষণার অর্থ, এঙ্গেলস বলেন, 'বিসমার্কের চেয়েও বেশি বিসমার্কিপনা', অর্থাৎ যাজকদের বিরুদ্ধে বিসমার্কী সংগ্রামের নির্বুদ্ধিতা করা (কুখ্যাত সংস্কৃতি অভিযান ত্ম্দস্ত্রক্কঁস্ক অর্থাৎ ১৮৭০-এর দশকে ক্যঅথলিকবাদের পুলিশী দমন মারফত জার্মান ক্যাথলিক পার্টি, মধ্যপন্থী পার্টির বিরুদ্ধে বিসমার্কের সংগ্রাম)। এ সংগ্রামে বিসমার্ক কেবল ক্যাথলিকদের জঙ্গী যাজকতন্ত্রকেই জোরদার করেন, সত্যকার সংস্কৃতির স্বার্থকেই ক্ষতিগ্রস্ত করেন, কেননা রাজনৈতিক ভেদের বদলে প্রধান করে তোলেন ধর্ম ভেদটা, শ্রেণীগত ও বৈপ্লবিক সংগ্রামের জরুরী কর্তব্য থেকে শ্রমিক শ্রেণী ও গণতন্ত্রীদের কিছু স্তরের মনোযোগ বিচ্যুত করেন অতি ভাসা ভাসা ও বুর্জোয়াসুলভ মিথ্যা যাজক-বিরোধিতায়। অতি-বিপ্লবী হয়ে ওঠার বাসনায় ড্যুরিং অন্য রূপে বিসমার্কের ওই নির্বুদ্ধিতারই পুনরাবৃত্তি করতে চাইছেন বলে অভিযোগ করে এঙ্গেলস শ্রমিক পার্টির কাছে দাবি করেছেন ধৈর্য ধরে প্রলোতরিয়েতের সংগঠন ও আলোকদানের কাজটা চালাতে পারার নৈপ্যুণ, যাতে পরিণামে ধর্ম লোপ পাবে, ধর্মের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক যুদ্ধ ঘোষণার হঠকারিতায় নামা নয়। এই দৃষ্টভঙ্গিটা জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির অস্থিমজ্জাগত হয়ে গেছে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, তারা জেশুইটদের স্বাধীনতার জন্যে, জার্মানিতে তাদের প্রবেশদানের জন্যে, জার্মানিতে তাদের প্রবেশদানের জন্যে, যে কোনো ধর্মের বিরুদ্ধেই পুলিশী দলন ব্যবস্থা লোপের জন্যে দাবি করে। ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে ঘোষণা — এরফুর্ট কর্মসূচির (১৬) এই বিখ্যাত ধারাটিতে (১৮৯১ সাল) সূত্রবদ্ধ হয়েছে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির উল্লিখিত রাজনৈতিক রণকৌশল।

* ১৮৭১ সালের প্যারিস কমিউনের কথা বলা হচ্ছে। — সম্পাঃ

এ রণকৌশল ইতিমধ্যে গতবাঁধা হয়ে ওঠে, উল্টোদিকে, সুবিধাবাদের দিকে মার্কসবাদের নতুন বিকৃতির জন্ম দিয়ে বসে। এরফুর্ট কর্মসূচির ধারাটার এই অর্থ করা শুরু হয় যে আমরা সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা, আমাদের পার্টি ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে মনে করি, সোশ্যাল-ডেমোক্রাট হিসেবে আমাদের পক্ষে, পাটি হিসেবে আমাদের পক্ষে ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার। এই সুবিধাবাদী মতামতের সঙ্গে সোসুজি বিতর্কে না নেমে এঙ্গেলস ১৮৯০-এর দশকে এ মতের বিরুদ্ধে বিতর্ক মাধ্যমে নয় সদর্থক পদ্ধতিতে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানো প্রয়োজন মনে করেন। যথা : এঙ্গেলস এটা করেন একটা বিবৃতি দিয়ে, তাতে ইচ্ছে করেই জোর দেন যে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপর মনে করে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে, মোটেই নিজের ক্ষেত্রে নয়, মার্কসবাদের ক্ষেত্রে নয়, শ্রমিক পার্টির ক্ষেত্রে নয় (১৭)।

ধর্মের প্রশ্নে মার্কস ও এঙ্গেলসের উক্তিসমূহের বাইরের ইতিহাসটা এই। মার্কসবাদ প্রসঙ্গে যারা ঢিলেঢালা, যারা চিন্তা করতে পারে না বা চায় না, তাদের কাছে এ ইতিহাসটা মার্কসবাদের অর্থহীন স্ববিরোধিতা ও দোলায়মানতার একটা বাণ্ডিল : দেখো-না, সঙ্গতিপরায়ণ নিরীশ্বরবাদ আর ধর্মকে প্রশ্রয়দানের কেমন একটা খিচুড়ি, একদিকে ঈশ্বরের সঙ্গে বি-বি-বিপ্লবী যুদ্ধ আর অন্যদিকে ধর্মপ্রাণ মজুরদের তোষণ, তাদের ভড়কে দেবার ভয়ের মধ্যে নীতিহীন দোল ইত্যাদি। নৈরাজ্যবাদী বুলিবাগীশদের সাহিত্যে এই সুরে মার্কসবাদের ওপর আক্রমণ কম মিলবে না।

কিন্তু যে কিছুটা গুরুত্বসহকারে মার্কসবাদকে নিয়ে পারে, তার দার্শনিক মূলকথা ও আন্তর্জাতিক সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির অভিজ্ঞতা নিয়ে ভাবতে পারে, সে সহজেই দেখবে যে ধর্ম প্রসঙ্গে মার্কসবাদের রণকৌশল অতি সঙ্গতিপরায়ণ, মার্কস ও এঙ্গেলস কর্তৃক সুচিন্তিত। পল্লবগ্রাহী ও অজ্ঞরা যেটা দোলায়মানতা ভাবে সেটা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ থেকে সোজাসুজি টানা অনিবার্য একটা সিদ্ধান্ত। খুবই ভুল হবে যদি ভাবি যে ধর্ম প্রসঙ্গে মার্কসবাদের আপাত নম্রতার কারণ বুদ্ধি ভড়কে না দেওয়া ইত্যাদির তথাকথিত ট্যাকটিকাল বিবেচনা। উল্টে বরং এ প্রশ্নেও মার্কসবাদের, রাজনৈতিক কর্মনীতি তার দার্শনিক মূলকথার সঙ্গে অচ্ছেদ্য জড়িত।

মার্কসবাদ হল বস্তুবাদ। সেই দিক থেকে তা আঠারো শতকের এনসাইক্লোপিডিস্টদের বস্তুবাদের মতোই নির্মম ধর্মবিরোধী। তাতে কোনো সন্দেহই নেই। কিন্তু মার্কস ও এঙ্গেলসের দ্বান্দ্বিক বতসুবাদ এনসাইক্লোপিডিস্ট বা ফয়েরবাখের চেয়ে আরো এগোয়, বস্তুবাদী দর্শনকে প্রয়োগ করে ইতিহাসের ক্ষেত্রে, সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। ধর্মের বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হবে। এটা সমস্ত বস্তুবাদের, সুতরাং মার্কসবাদরেও অ-আ-ক-খ। কিন্তু মার্কসবাদ অ-আ-ক-খ-তেই থেমে যাওয়া বস্তুবাদ নয়। মার্কসবাদ আরো এগোয়। সে বে, ধর্মের সঙ্গে লড়াই করতে জানা চাই, তার জন্যে জনগণের কাছে ঈশ্বর বিশ্বাস ও ধর্মের উৎস বোঝানো দরকার বস্তুবাদী পদ্ধতিতে। ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম একটা বিমূর্ত ভাবাদর্শগত প্রচারে সীমাবদ্ধ রাখা চলে না, প্রচারে পরিণত করা চলে না, সে সংগ্রামকে হাজির করতে হবে ধর্মের সামাজিক মূলোচ্ছেদের লক্ষ্যে চালিত শ্রেণী আন্দোলনের মূর্ত-প্রত্যক্ষ কর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত করে। কেন ধর্ম টিকে থাকছে শহুরে প্রলেতারিয়েতের, পশ্চাৎপদ স্তরগুলোর মধ্যে, আধা-প্রলেতারিয়েতের ব্যাপক স্তরের মধ্যে, কৃষকদের মধ্যে? জনগণের অজ্ঞতাবশে, উত্তর দেয় বুর্জোয়া প্রগতিবাদী, র‍্যাডিক্যাল অথবা বুর্জোয়া বস্তুবাদী। সুতরাং ধ্বংস হোক ধর্ম, নিরীশ্বরতা জিন্দাবাদ, নিরীশ্বরবাদী মতের প্রচারই হল আমাদের প্রধান কর্তব্য। মার্কসবাদী বলে, তা ঠিক নয়। এ মত হল ভাসা-ভাসা, বুর্জোয়া-সীমাবদ্ধ সংস্কৃতিপনা। এ মত ধর্মের মূল ব্যাখ্যা করছে যথেষ্ট গভীরে নয়, বস্তুবাদীর মতো নয়, ভাববাদীর মতো। সমসাময়িক পুঁজিবাদী দেশগুলিতে এ মূল প্রধানত সামাজিক। মেহনতী জনগণের সামাজিক দলিতাবস্থা, পুঁজিবাদের অন্ধ শক্তির সামনে তাদের বাহ্যত পূর্ণ অসহায়তা, — যুদ্ধ ভূমিকম্প ইত্যাদি যত কিছু অসাধারণ ঘটনার চেয়েও এ পুঁজিবাদ সাধারণ মেহনতী মানুষদের ওপর প্রতিদিন প্রতি ঘণ্টায় হাজার গুণ বেশি ভয়ঙ্কর কষ্ট, প্রচণ্ডতম যন্ত্রণা চাপিয়ে দিচ্ছে — এই হ ধর্মের গভীরতম সাম্প্রতিক শিকড়। দেবতাদের জন্ম ভয় থেকে। পুঁজির অন্ধ শক্তির সামনে ভয় — সে শক্তি অন্ধ কারণ জনগণের কাছে তা আগে থেকে গোচরীভূত নয়, প্রলেতারীয় ও ক্ষুদে মালিকদের জীবনের প্রতি পদে তা আচম্বিত অপ্রত্যাশিত আকস্মিক সর্বনাশ, ধ্বংস, নিঃস্বতা, কাঙালবৃত্তি, গণিকাভূতি ও অনশন মৃত্যুর হুমকি দেয় ও তা ঘটায় — এই হল সাম্প্রতিক ধর্মের শিকড়, বস্তুবাদী যদি শিশু পাঠের বস্তুবাদী হয়ে না থাকতে চায়, তাহলে সর্বাগ্রে ও সর্বাপরি এটা তার খেয়াল রাখতে হবে। পুঁজিবাদী কয়েদখাটুনিতে জর্জরিত, পুঁজিবাদের অন্ধ ধ্বংস-শক্তির অধীনস্থ জনগণ যতদিন নিজেরাই সম্মিলিত, সংগঠিত, সুপরিকল্পিত ও সচেতন ভাবে ধর্মের এই শিকড়ের বিরুদ্ধে, পুঁজির সব ধরনের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে লড়াই না করতে শিখছে, ততদিন কোনো জ্ঞানপ্রচারণী পুস্তিকাতেই এই জনগণের মধ্য থেকে ধর্ম মোছা যাবে না।

এ থেকে কি এই দাঁড়ায় যে ধর্মের বিরুদ্ধে জ্ঞানপ্রচারণী পুস্তিকা ক্ষতিকর অথবা অবান্তর? মোটেই তা নয়। এ থেকে দাঁড়ায় যে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির নিরীশ্বরবাদী প্রচারকে হতে হবে তার মূল কর্তব্য, শোষকদের বিরুদ্ধে ঐীষিত জনগণের শ্রেণী-সংগ্রাম বৃদ্ধির অধীনস্থ।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ অর্থাৎ মার্কস ও এঙ্গেলসের দর্শনের মূলকথা নিয়েযে ভাবে না, তেমন লোক হয়ত এ বক্তব্যাট বুঝবে না (অন্তত, সঙ্গে সঙ্গেই বুঝবে না)। সে আবার কী? ভাবাদর্শের প্রচার, নির্দিষ্ট কতকগুলি ধারণার প্রচার, সংস্কৃতি ও প্রগতির যে শতু হাজার হাজার বছর টিকে আছে (অর্থাৎ ধর্ম) তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম হবে শ্রেণী-সংগ্রামের অধীনস্থ, অর্থাৎ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের নির্দিষ্ট কয়েকটি ব্যবহারিক লক্ষ্যার্জন সংগ্রামের অধীন?

এরূপ আপত্তি মার্কসবাদের বিরুদ্ধে চলতি নানা আপত্তির একটি, যাতে মার্কসীয় দ্বন্দ্বতত্ত্ব বোঝার পূর্ণ অক্ষমতাই প্রমাণিত হয়। এরূপ আপত্তিকারীরা যে স্ববিরোধে বিচলিত হয়, সেটা বাস্তব জীবনের বাস্তব স্ববিরোধিতা, অর্থাৎ মৌখিক নয়, স্বকপোলকল্পিত নয়, দ্বান্দ্বিক স্ববিরোধিতা। নিরীশ্বরবাদের তাত্ত্বিক প্রচার অর্থাৎ প্রলেতারিয়েতের কিছু-কিছু স্তরের মধ্যে ধর্মবিশ্বাসের সংহারকে সে সব স্তরের শ্রেণী-সংগ্রামের সাফল্য, গতিধারা ও শর্ত থেকে একটা চূড়ান্ত, অনতিক্রম্য সীমা টেনে ভাগ করার অর্থ অদ্বান্দ্বিকের মতো বিচার, যে সীমাটা চঞ্চল ও আপেক্ষিক তাকে চূড়ান্তে পরিণত করা, বাস্তব জীবনে যেটা অচ্ছেদ্য জড়িত তাকে জোর কের ছেঁড়া। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। নির্দিষ্ট এলাকায় ও শিল্পের নির্দিষ্ট একটি শাখায় প্রলেতারিয়েত, ধরা যাক, যথেষ্ট সচেতন সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের একটা স্তর (যারা বলাই বাহুল্য নিরীশ্বরবাদী) এবং যথেষ্ট পশ্চাৎপদ, এখনো গ্রামাঞ্চল ও কৃষকদের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে বিভক্ত, যারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী, গির্জায় যায়, অথবা এমনকি সরাসরি স্থানীয় পুরোহিতেরই প্রভাবাধীন, যে ধরা যাক খ্রীষ্টীয় শ্রমিক ইক্ষনিয়ন গড়ছে। আরো ধরা যাক এ রকম একটি এলাকায় অথনৈতিক সংগ্রাম ধর্মঘটে পৌঁছেছে। মার্কসবাদীর পক্ষে ধর্মঘট আন্দোলনের সাফল্যটাকেই প্রধান করে ধরা অবশ্যকর্তব্য, এ সংগ্রামের মধ্যে খ্রীষ্টান ও নিরীশ্বরবাদীতে শ্রমিকদের ভাগাভাগির দৃঢ় প্রতিরোধ করা, এ বিভাগের বিরুদ্ধে দৃঢ় লড়াই চালানো অবশ্যকর্তব্য। এরূপ পরিস্থিতিতে নিরীশ্বরবাদী প্রচার হয়ে উঠতে পারে অবান্তর ও ক্ষতিকর — সেটা পশ্চাৎপদ স্তরদেরভড়কে না দেওয়া, নির্বাচনে হেরে যাওয়া ইত্যাদির ছেঁদো যুক্তিতে নয়, শ্রেণী-সংগ্রামের সত্যকার অগ্রগতির দৃষ্টকোণ থেকে, আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজের পরিস্থিতিতে সে সংগ্রাম খ্রীষ্টীয় শ্রমিককে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি ও নিরীশ্বরবাদে পৌঁছে দেবে নগ্ন নিরীশ্বরবাদী প্রচারের চেয়ে শতগুণ ভালো ভাবে। এরূপ মুহূর্তে ওএরূপ পরিস্থিতিতে নিরীশ্বরবাদী প্রচারক কেবল পাদ্রীটি ও পাদ্রীদের হাতই জোরদার করবে, যারা ধর্মঘটে অংশগ্রহণ নিয়ে শ্রমিকদের ভাগাভাগির বদলে ঈশ্বর বিশ্বাস নিয়ে শ্রমিকদের ভাগ করতে পারলে আর কিছুই চায় না। যে করেই হোক ঈশ্বরের বিরোধী যুদ্ধের প্রচার মারফত নৈরাজ্যবাদীরা আসলে পাদ্রী ও বুর্জোয়াদেরই সাহায্য করে বসবে (বাস্তবক্ষেত্রে বরাবরই তারা যেমন বুর্জোয়াদের সাহায্য করে থাকে)। মার্কসবাদীকে হতে হবে বস্তুবাদী, অর্থাৎ ধর্মের শত্রু, কিন্তু বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিক, অর্থাৎ ধর্মের সঙ্গে সংগ্রামটাকে যে বিমূর্ত ভাবে নয়, নিরাকার, বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক, নিত্য একরূপ প্রচারের ভিত্তিতে নয়, হাজির করবে মূর্ত প্রত্যক্ষ ভাবে, শ্রেণী-সংগ্রামের ভিত্তিতে, যা বাস্তবে চলছে জনগণকে যা সবচেয়ে বেশি করে ও ভালো করে শিক্ষিত করে তুলছে। মার্কসবাদীর উচিত সমগ্র প্রত্যক্ষ-নির্দিষ্ট পরিস্থিতিটা হিসাব করতে পারা, সর্বদাই নৈরাজ্যবাদ ও সুবিধাবাদের মধ্যে সীমা টানতে পারা (এ সীমাটা আপেক্ষিক, চঞ্চল, পরিবর্তমান, কিন্তু তা আছে), নৈরাজ্যবাদীর বিমূর্ত, বাক্যসর্বস্ব ও আসলে ফাঁপা বিপ্লবীয়ানাতে সে পা দেবে না, পা দেবে না পেটি বুর্জোয়া বা উদারনীতিক বুদ্ধিজীবীর কুপমণ্ডুকতা ও সুবিধাবাদে, যে ধর্মের সঙ্গে সংগ্রামে ভয় পায়, নিজের এ কর্তব্যটা ভুলে বসে, ঈশ্বর বিশ্বাসকে মেনে নেয়, চালিত হয় শ্রেণীসংগ্রামের স্বার্থে নয়, তুচ্ছ,

শোচনীয় হিসেবিপনায় : কাউকে চটিয়ে না, কাউকে ধাক্কিয়ো না, কাউকে ভড়কিয়ো না, চালিত হয় অতিপ্রাজ্ঞ এই নিয়মে : 'নিজে বাঁচো, অন্যদের বাঁচতে দাও' ইত্যাদি।

ধর্ম প্রসঙ্গে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির মনোভাব সংক্রান্ত সমস্ত গৌণ সমস্যার সমাধান করা উচিত পূর্বোল্লিখিত দৃষ্টিকোণ থেকে। যেমন, প্রায়ই প্রশ্ন ওঠে, যাজক কি সোশ্যাল--ডেমোক্রাটিক পার্টির সব্য হতে পারে, এবং সাধারণত তার উত্তর দেওয়া হয় বিনা শর্তে হ্যাঁ, নজির দেওয়া হয় ইউরোপীয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে। কিন্তু এ অভিজ্ঞতার সৃষ্টি হয়েছে শুধু শ্রমিক আন্দোলনে মার্কসবাদ প্রয়োগের ফলেই নয়, পশ্চিমের বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতির ফলেও, যা রাশিবায় অনুপস্থিত (পরে সে সব পরিস্থিতির কথা আমরা বলব), তাই বিনা শর্তে হ্যাঁ উত্তর দেওয়া এক্ষেত্রে সঠিক নয়। যাজকরা সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির সভ্য হতে পারবে না, বরাবরে মতো সমস্ত পরিস্থিতিতেই এ রায় দেওয়া যায় না, ঠিক, কিন্তু বরাবরের মতো উল্টো নিয়ম জারি করাও চলে না। পাদ্রীটি যদি একত্র রাজনৈতিক কাজের জন্যে আমাদের কাছে আসে এবং সবিবেকে পার্টি কর্তব্য পালন করে, পার্টি কর্মসূচির বিরুদ্ধাচরণ না করে, তাহলে আমরা তাকে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির মধ্যে নিতে পারি, কারণ আমাদের কর্মসূচির সুর ও মূলকথার সঙ্গে পাদ্রীটির ধর্মবিশ্বাসের বৈপরীত্যটা এরূপ পরিস্থিতিতে শুধু তার ব্যাপার, তার ব্যক্তিগত স্ববিরোধ হয়ে থাকবে, আর পার্টি কর্মসূচির সঙ্গে পার্টি সভ্যদের দৃষ্টিভঙ্গির স্ববিরোধ লুপ্ত হয়েছে কিনা তার পরীক্ষা নেওয়া রাজনৈতিক সংগঠনের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু বলাই বাহুল্য, অনুরূপ ঘটনা এমনকি ইউরোপেও কেবল এক একটি বিরল ব্যতিক্রম, আর রাশিবার ক্ষেত্রে তা খুবই অবিশ্বাসয. আর দৃষ্টান্তস্বরূপ পাদ্রীটি যদি সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিতে এসে তার ভেতর নিজের প্রধান ও প্রায় একমাত্র কর্তব্য হিসেবে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির সক্রিয় প্রচার করতে থাকে, তাহলে অবশ্যই স্বপঙক্তি থেকে তাকে বহিষ্কার করা পার্টির উচিত। ঈশ্বরে বিশ্বাস যাদের টিকে আছে এমন সমস্ত মজুরদের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির মধ্যে অনুমোদন করা শুধু নয়, প্রচণ্ড ভাবে তাদের টেনে আনতেই হবে, অবশ্যই আমরা তাদের ধর্মবিশ্বাসের এতটুকু লাঞ্ছনারও বিরুদ্ধে, কিন্তু আমরা তাদের টেনে আনব আমাদের কর্মসূচির প্রেরণায় তাদের গড়ে তোলার জন্যে, সে কর্মসূচির বিরুদ্ধে সক্রিয় সংগ্রামের জন্যে নয়। পার্টির অভ্যন্তরে মতের স্বাধীনতা আমরা মানি, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে, যা নির্ধারিত হয় জোট বন্ধনের স্বাধীনতা দিয়ে : পার্টির অধিকাংশ যে মত বর্জন করেছে তার সক্রিয় প্রচারকদে সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে যেতে আমরা বাধ্য নই।

অন্য আরেকটি দৃষ্টান্ত : 'সমাজতন্ত্রই আমার ধর্ম' বলে ঘোষণা, অথবা সে বিবৃতি অনুসারী মত প্রচার করলে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির সভ্যদের কি সর্ব পরিস্থিতিতেই সমান ভাবে নিন্দা করা চলে? চলে না। মার্কসবাদ থেকে (সুতরাং সমাজতন্ত্র থেকেও) বিচ্যুতি খানে সন্দেহাতীত, কিন্তু এ বিচ্যুতির তাৎপর্য, তার বলা যেতে পারে আপেক্ষিক গুরুত্ব বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রকম হতে পারে। একজন আন্দোলনকারী, অথবা শ্রমিক জনগণের সমক্ষে একজন বক্তা যখন কথাটা বলেন বেশি বোধগম্য হবার জন্যে, বক্তব্য সূত্রপাতের জন্যে, অবিকশিত জনগণের কাছে অভ্যস্ত ভাষায় নিজের মত বাস্তব ভাবে প্রকাশের জন্যে, তখন এক কথা। আর লেখক যখন ভগবান-গঠন (১৮) অথবা ঈশ্বর নির্মাণীসমাজতন্ত্র (দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমাদের লুনাচারস্কি কোম্পানির ঢঙে) পরচার করতে শুরু করে, তখন অন্য ব্যাপার। প্রথম ক্ষেত্রে নিন্দা করলে তা যে পরিমাণে হবে ছিদ্রান্বেষণ, এমনকি বক্তার স্বাধীনতা সঙ্কোচন, মাস্টারী পদ্ধতি মারফৎ প্রভাবিত করার যে স্বাধীনতা দরকার, তার সঙ্কোচন, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ঠিক সেই পরিমাণেই পার্টি নিন্দা আবশ্যক ও বাধ্যতামূলক। সমাজতন্ত্রই ধর্ম, একথাটা এক দলের কাছে ধর্ম থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের এবং অন্যদের ক্ষেতে সমাজতন্ত্র থেকে ধর্মে উৎক্রমণের একটা রূপ।

ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার ঘোষণার থিসিসটির সুবিধাবাদী ব্যাখ্যা দেখা দিয়েছিল পশ্চিমের যে সব পরিস্থিতিতে এবার তাতে আসা যাক। বলাই বাহুল্য, এক্ষেত্রে সাধারণ ভাবে সুবিধাবাদ উদ্ভবের সাধারণ কারণগুলির প্রভাবও আছে, যথা ক্ষণিক সুবিধার যুপকাষ্ঠে শ্রমিক শ্রেণীর মৌলিক স্বার্থ বলিদান। ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে ঘোষণার জন্যে প্রলেতারিয়েতের পার্টি রাষ্ট্রের কাছে দাবি করে, কিন্তু জনগণের আফিমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ইত্যাদিকে মোটেই ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে ভাবে না। সুবিধাবাদীরা ব্যাপারটা এমন ভাবে বিকৃত করে যেন সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিই বুঝি ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে ভেবেছে!

কিন্তু চলতি সুবিধাবাদী বিকৃতি (ধর্ম নিয়ে বক্তৃতাটার আলোচনা কালে আমাদের দুমা গ্রুপ যে বিতর্ক চালায় তাতে তা আদৌ ব্যাখ্যা করা হয় নি) ছাড়াও আছে বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতি যাতে দেখা দিয়েছে ধর্মের প্রশ্নে ইউরোপীয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিগুলির সাম্প্রতিক, বলা যেতে পারে, মাত্রাতিরিক্ত উদাসীনতা। পরিস্থিতিটা দুই ধরনের। প্রথমত, ধর্মের সঙ্গে সংগ্রামটা হল বুর্জোয়া বিপ্লবের ঐতিহাসিক কর্তব্য এবং পশ্চিমে বুর্জোয়া গণতন্ত্র তার বিপ্লবের যুগে অথবা সামন্ততন্ত্র ও মধ্যযুগীয়তার ওপর আক্রমণের যুগে সে কর্তব্য অনেক পরিমাণে পূরণ করেছিল বা পালন করতে নেমেছিল। ফ্রান্স এবং জার্মানি উভয় দেশেই আছে ধর্মের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া সংগ্রামের ঐতিহ্য, যা শুরু হয় সমাজতন্ত্রের অনেক আগেই (এনসাইক্লোপিডিস্টরা, ফয়েরবাখ)। রাশিয়ায় আমাদের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিস্থিতি হেতু এ কর্তব্যটাও বর্তেছে প্রায় পুরোপুরি শ্রমিক শ্রেণীর উপর। পেটি বুর্জোয়া (নারোদনিক) গণতন্ত্র এদিক থেকে আমাদের দেশে কাজ করছে অত্যন্ত বেশি নয় (যা ভাবেন ভেখির (১৯) নবাবির্ভূত কৃষ্ণশতমার্কা কাদেতরা অথবা কাদেতমার্কা কৃষ্ণশতরা) বরং ইউরোপের তুলনায় অত্যন্ত কম।

অন্যদিকে, ধর্মের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া সংগ্রামের ঐতিহ্য থেকে ইউরোপে দেখা দিয়েছে সে সংগ্রামের নৈরাজ্যবাদী বিকৃতি, যে নৈরাজ্যবাদ বুর্জোয়াকে আক্রমণের সমস্ত প্রচণ্ডতা সত্ত্বেও দাঁড়ায় বুর্জোয়া বিশ্বদৃষ্টিরই ওপরে, — মার্কসবাদীরা তা বহুদিন এবং বহুবার দেখিয়েছে। রোমক দেশগুলিতে নৈরাজ্যবাদী ও ব্লাঙ্কিপন্থীরা, জার্মানিতে মস্ট (প্রসঙ্গত ড্যুরিংয়ের চেলা) কোং, অস্ট্রিয়ায় ৮০'র দশকে নৈরাজ্যবাদীরা ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিপ্লবী বুলিকে ঠেলে নিয়ে যায় ঁঞ্প্ত ২দ্রক্ষ্ম_দস্ত্র পর্যন্ত। অবাক হবার কিছু নেই যে ইউরোপীয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা এখন নৈরাজ্যবাদীদের হাতে বাঁকানো লাঠিটাকে উল্টো দিকে বাঁকাচ্ছে। এটা বোঝা যায় এবং কিছুটা পরিমাণে তা সঙ্গত, কিন্তু পশ্চিমের এই বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিটা ভুলে যাওয়া আমাদের রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির সাজে না।

* চূড়ান্ত মাত্রা। — সম্পাঃ

দ্বিতীয়ত, পশ্চিমে জাতীয় বুর্জোয়া বিপ্লব সমাপ্তির পর, ধর্মবিশ্বাসের মোটামুটি পূর্ণ স্বাধীনতা প্রচলনের পর, ধর্মের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক সংগ্রামে প্রশ্নটা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম দ্বারা ঐতিহাসিক ভাবে এতটা গৌণস্থানে পড়ে যায় যে বুর্জোয়া সরকাররা ইচ্ছে করে সমাজতন্ত্র থেকে জনগণের দৃষ্টি সরাবার চেষ্টা করে যাজকতন্ত্রের বিরুদ্ধে মেকি উদারনীতিক অভিযান খাড়া করে। জার্মানিতে ত্মদস্ত্র-ঁঞ্শ এবং ফ্রান্সে যাজকতন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের সংগ্রামটা ছিল এই চরিত্রের। সামজতন্ত্র থেকে জনগণের মনোযোগ বিকর্ষণের উপায়স্বরূপবুর্জোয়া যাজকবিরোধিতা — এইটে দেখা দেয় পশ্চিমে ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতি সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের মধ্যে উদাসীনতা ছড়াবার আগে। এটাও বোধগম্য এবং সঙ্গত, কেননা বুর্জোয়া ও বিসমার্কী যাজকবরোধিতার বিপরীতে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসিকে বলতেই হত যে ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রামটা সমাজতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামের অধীন।

রাশিয়ায় একেবারেই অন্যরকম পরিস্থিতি। প্রলেতারিয়েতই হল আমাদেরবুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতা। সমস্ত মধ্যযুগীয়তার বিরুদ্ধে, সেই সঙ্গে সাবেকী সরকারী ধর্ম ও তার নবায়ন বা নবপ্রতিষ্ঠা বা অন্যবিধ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির সমস্ত প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রলেতারিয়েতের পার্টিকেই

হতে হবে ভাবাদর্শগত নেতা। সেইজন্যেই, রাষ্ট্র ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে ঘোষণা করুক শ্রমিক পার্টির এই দাবির বদলে যারা খোদ সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি ও সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির কাছেই ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার ঘোষণা করতে চেয়েছিল, সেই জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের সুবিধাবাদকে যদি এঙ্গেলস অপেক্ষাকৃত নরম ঢঙে শুধরে দিয়ে থাকেন, তাহলে বোঝাই যায় যে রুশ সুবিধাবাদীগণ কর্তৃক এই জার্মান বিকৃতিটির আমাদানিটা এঙ্গেলসের কাছে শতগুণ তীব্র সমালোচনার যোগ্য হত।

* চূড়ান্ত মাত্রা। — সম্পাঃ

ধর্ম জনগণের পক্ষে আফিমস্বরূপ, দুমা মঞ্চ থেকে আমাদের গ্রুপ এই ঘোষণা করে একান্ত সঠিক কাজই করেছেন এবং এইভাবে ধর্মের প্রশ্ন নিয়ে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের সমস্ত বক্তৃতার পক্ষেই একটি নজির রেখেছেন। আরো বিস্তারিত ভাবে নিরীশ্বরবাদী সব বক্তব্য উপস্থিত করে আরো এগুনো উচিত ছিল কি? আমাদের ধারণা উচিত হত না। তাতে প্রলেতারিয়েতের রাজনৈতিক পার্টির পক্ষ থেকে ধর্মের সংগ্রামে বাড়াবাড়ির আশঙ্কা দেখা দিতে পারত, ধর্মের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া সংগ্রাম ও সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামের সীমা রেখাটা মুছে যেতে পারত। কৃষ্ণশত দুমায় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক গ্রুপের সর্বাগ্রে যেটা করার ছিল তা সসম্মানে করা হয়েছে।

দ্বিতীয়টা — সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের কাছে যা প্রায় প্রধান কাজ — অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে কৃষ্ণশত সরকার ও বুর্জোয়াদের যে গির্জা ও যাজকসম্প্রদায় সমর্থন জানায় তার শ্রেণী চরিত্র ব্যাখ্যা — এটাও সসম্মানে করা হয়েছে। বলাই বাহুল্য এ বিষয়ে অনেক কথাই বলা সম্ভব এবং কমরেড সুর্কোভের বক্তৃতা পরিপূরণ করার মতো অবকাশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের পরবর্তী বক্তৃতাগুলোয় থাকবে, তাহলেও বক্তৃতাটি তাঁর হয়েছে চমৎকার, এবং সমস্ত পার্টি সংগঠনগুলি কর্তৃক তার প্রচার আমাদের পার্টির সরাসরি কর্তব্য।

তৃতীয়ত — 'ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার ঘোষণা' এই যে কথাটাকে জার্মান সুবিধাবাদীরা অত বার বার বিকৃত করেছে তার সঠিক তাৎপর্য সর্বাঙ্গীণরূপে ব্যাখ্যা করা উচিত ছিল। দুঃখের বিষয় কমরেড সুর্কোভ সেটা করেন নি। এটা আরো আক্ষেপের কথা কারণ গ্রুপের বিগত ক্রিয়াকলাপে কমরেড বেলোউসভের ভুল হয়েছিল এই প্রশ্নে এবং প্রলেতারি পত্রিকা (২০) তা যথাসময়ে উল্লেখও করে। দুমা গ্রুপের অভ্যন্তরীণ আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে নিরীশ্বরবাদ নিয়ে তর্কের ফলে ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার ঘোষণা করা হোক এই কুখ্যাত দাবিটিকে সঠিক ভাবে পেশ করার প্রশ্নটা চাপা পড়ে। গোটা গ্রুপের এই ভুলের জন্যে একা কমরেড সুর্কোভকে আমরা দোষ দেব না। শুধু তাই নয়, সোজাসুজি স্বীকার করব যে এখানে গোটা পার্টিরই দোষ আছে, এ প্রশ্নটাকে তা যথেষ্ট ব্যাখ্যা করে নি, জার্মান সুবিধাবাদীদের উদ্দেশে এঙ্গেলসের মন্তব্যটির তাৎপর্য সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের চৈতন্যে পৌঁছে দেবার জন্যে যথেষ্ট তৈরি থাকে নি। গ্রুপের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে সমস্যার উপলব্ধিটাই ঝাপসা, মার্কসের শিক্ষা গ্রহণে অনিচ্ছা মোটেই ব্যাপারটার কারণ নয়, এবং আমাদের স্থির বিশ্বাস যে দুমা গ্রুপের পরবর্তী বক্তৃতাগুলোয় ত্রুটিটা সংশোধিত হবে।

মোটের ওপর, ফের বলি, কমরেড সুর্কোভের বক্তৃতাটি চমৎকার এবং সমস্ত সংগঠন থেকে তার প্রচার হওয়া উচিত। এ বক্তৃতার আলোচনা থেকে প্রমাণ হয় যে গ্রুপ তার সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক দায়িত্ব সবিবেকে পুরোপুরি পালন করছে। গ্রুপকে পার্টির সন্নিকট করার জন্যে, গ্রুপ যে কঠিন অভ্যন্তরীণ কাজ চালাচ্ছে তার সঙ্গে পার্টির পরিচয় সাধনের জন্যে, পার্টি ও গ্রুপের কার্যকলাপে ভাবাদর্শগত ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্যে আশা করা যাক যে গ্রুপের অভ্যন্তরীণ আলোচনার রিপোর্ট পার্টি সংবাদপত্রে ঘন ঘন প্রকাশিত হবে।

৪৫ নং প্রলেতারি,

১৩ (২৬) মে, ১৯০৯

ধর্ম এবং যাজনতন্ত্রের প্রতি মনোভাব অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণী আর পার্টি

সিনোদ্ সংক্রান্ত প্রাক্‌কলন নিয়ে, তারপর যাঁরা যাজকমণ্ডলী ছেড়ে গেছেন তাঁদের অধিকার পুনঃস্থাপন প্রসঙ্গে, আর শেষে সনাতনী-ধর্মবিশ্বাসী (২১) সম্প্রদায়গুলি সম্বন্ধে দুমা-য় বিতর্ক থেকে খুবই তথ্যপূর্ণ মালমশল পাওয়া গেছে, যা ধর্ম আর যাজনতন্ত্রের প্রতি রাশিয়ার রাজনীতিক পার্টিগুলির মনোভাবের বিশেষক। এই মালমশলার একটা সাধারণ সমীক্ষা করা যাক, এতে বিচার-বিবেচনা করা হচ্ছে প্রধানত সিনোদ্ সংক্রান্ত প্রাক্‌কলন নিয়ে বিতর্ক প্রসঙ্গে (উল্লিখিত অন্যান্য প্রশ্নে বিতর্কের হুবহু বিবরণী আমরা এখনও পাই নি)।

দুমা-র বিতর্ক থেকে প্রথম এবং সবচেয়ে স্পষ্টপ্রতীয়মান যে-সিদ্ধান্ত দেখা দিচ্ছে সেটা এই যে, জঙ্গী ক্লেরিকালিজম রাশিয়ায় আছে শুধু তাই নয়, অধিকন্তু সেটা এগচ্ছে, অপেক্ষাকৃত সংগঠিত হয়ে উঠছে। ১৬ এপ্রিল বিশপ মেত্রফানেস বলেন : 'দুমা-য় আমাদের ক্রিয়াকলাপের প্রথম-প্রথম পদক্ষেপগুলির সুস্পষ্ট লক্ষ্য ছিল আমরা যারা জনগণের ভোট পেয়ে সম্মানিত হয়েছি তাদের উচিত এখানে দুমা-য় পার্টিগত ভেদ-বিভেদের ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে পাদরিদের একটামরত্র গ্রুপ গড়া, সেটা তথ্যাদি দিয়ে সমস্ত বিষয় স্পষ্ট করে তুলবে সেটার নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে।... এই আদর্শ অবস্থান হাসিল করতে আমরা অপারক হলাম তার কারণটা কী?... আপনাদের সঙ্গে (অর্থাৎ কাদেত আর বামদের সঙ্গে) যাঁরা আসন ভাগাভাগি করে নিয়েছেন, দোষটা তাঁদের, অর্থাৎ যেসব যাজক ডেপুটি প্রতিপক্ষের অন্তর্ভুক্ত। সর্বপ্রথমে তাঁরাই গলা চড়িয়ে বলেছিলেন সেটা হত, ক্লেরিকাল পার্টির উদ্ভব, তার চেয়ে বেশিও নয়, কমও নয়, আর সেটা অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয়। রাশিয়ার অর্থোডক্স যাজকমণ্ডলীতে ক্লেরিকালিজম বলে কিছু নেই নিশ্চয়ই — অমনতর প্রবণতা আমাদের কখনও ছিল না, একটা পৃথক গ্রুপ গড়তে চেয়ে আমরা চলছিলাম স্রেফ নীতিবিদ্যা আর নৈতিকতার লক্ষ্য অনুসারে। কিন্তু ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের ভাই-ভাই ভাবের মধ্যে বাম ডেপুটিদের আমদানি-করা অমিলের ফলে যখন এল অনৈক্য আর বিভাগ তখন আপনারা (অর্থাৎ কাদেতরা) তার জন্যে দোষ দিচ্ছেন আমাদের।

বিশপ মেত্রফানেস তাঁর অশিক্ষিত বক্তৃতাটায় ফাঁস করে বসেছেন গোপনকথাটা : আরে দেখছ না, এটা বামদের দোষ, তারা দুমা-র কিছু-কিছু পাদরিকে বিশেষ 'নৈতিক' (মানুষকে ভাঁওতা দেবার জন্যে এই অভিধাটা স্পষ্টতই 'ক্লেরিকাল' শব্দটার চেয়ে উপযোগী) গ্রুপ গড়া থেকে বুঝিয়ে বিরত করেছে!

প্রায় একমাস পরে, ১৩ মে বিশক ইউলোগিয়াস দুমা-য় পড়েন দুমা-য় পাদরিদের প্রস্তাব : দুমা-য় অর্থোডক্স পাদরিদের বিপুল সংখ্যাগুরু অংশের বিবেচনায়... 'অর্থোডক্স যাজনতন্ত্রের অগ্রণী এবং প্রাধান্যশালী অবস্থানের স্বার্থে সনাতনী-ধর্মবিশ্বাসীদের ধর্মোপদেশ প্রচারের স্বাধীনতা, কিংবা সনাতনী-ধর্মবিশ্বাসীদের সম্প্রদায়গুলির অননুমত ক্রিয়াকলাপ, কিংবা সনাতনী-ধর্মীবিশ্বাসী পাদরিদের যাজক উপাধি ব্যবহার, এর কোনটাই চলতে দেওয়া যায় না। রাশিয়ার যাজকদের স্রেফ নৈতিক দৃষ্টিকোণ হল নিছক ক্লেরিকালিজম সেটা পুরোপুরি উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল। দুমা-য় যাজকদের যে-বিপুল সংখ্যাগুরু অংশের তরফে বলেছেন বিশপ ইউলোগিয়াস সেটা সম্ভবত তৃতীয় দুমা-র ২৯ জন দক্ষিণপন্থী এবং পরিমিত দক্ষিণপন্থী যাজকদের নিয়ে, আর সম্ববত সেটার মধ্যে আরও পড়েন অক্টোবরিদের দলের (২২) আরও ৮ জন যাজক। প্রগতিবাদী (২৩) আর শান্তিপূর্ণ নবীকরণ (২৪) গ্রুপ-দুটোর ৪ জন যাজক, আর পোলিশ-লিথুয়ানীয় গ্রুপের একজন বোধহয় শামিল হয়েছিলেন প্রতিপক্ষে।

দুমা-য় পাদরিদের বিপুল সংখ্যাগুরু অংশের স্রেফ নৈতিক এবং নীতি বিদ্যাগত দৃষ্টিকোণটা তাহলে কী (আরও বলা দরকার, সেটা হল তেসরা-জুনের দুমা) (২৫)? বিভিন্ন বক্তৃতা থেকে কয়েকটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি : আমার মোদ্দা কথাটা হল এই যে, এইসব (অর্থাৎ যাজনতন্ত্রে) সংস্কারের উদ্যম আসা চাই যাজনতন্ত্রের ভিতর দিয়ে, বাইরে থেকে নয়, রাষ্ট্র থেকে নয়, আর বাজেট কমিশন থেকে নয় নিশ্চয়ই। যা-ই হোক, যাজনতন্ত্র হল স্বর্গীয় এবং চিরন্তন প্রতিষ্ঠান, এর নিয়মাবলি

অপরিবর্তনীয়, যেখানে আমাদের জানা আছে রাষ্ট্রীয় জীবনের আদর্শগুলির অদলবদল হতে পারে অবিরাম (বিশপ ইউলোগিয়াস, ১৪ এপ্রিল)। বাগ্মীটি ইতিহাস থেকে একটা উদ্বেগজনক তুলনা স্মরণ করেন : ২য় ক্যাথারিনের আমালে যাজনতন্ত্রের সম্পত্তি লোকায়তকরণ। কে জোর দিয়ে বলতে পারে যে বাজেট কমিশন এই বছর সেটাকে (যাজনতন্ত্রের সম্পত্তি) রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন করার কামনা প্রকাশ করেছে সেই কমিশন আগামী বছর সেটাকে রাজকোষে জমা করার এবং তারপর সেটার ব্যবস্থাপন যাজকীয় কর্তৃপক্ষর কাছ থেকে পুরোপুরি সাধারণের কিংবা রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষর কাছে হস্তান্তরণের কামনা প্রকাশ করবে না?.. যাজনতন্ত্রের সংবিধিতে বলা হয়েছে যেহেতু খ্রীষ্টানদের আত্মার ভার ন্যস্ত হয়েছে বিশপদের হাতে, সেক্ষেত্রে যাজনতন্ত্রের সম্পত্তির ভার তাদের হাতে ন্যস্ত হবার ন্যায্যতা তো আরও বেশি।... আজ আপনাদের (দুমা-র ডেপুটিদের) সামনে দাঁড়িয়েছেন আপনাদের পারমার্থিক জননী — ঐশ অর্থোডক্স যাজনতন্ত্র — জন-প্রতিনিধি হিসেবে আপনাদের সামনেই শুধু নয়, অধিকন্তু এই যাজনতন্ত্রের পারমার্থিক সন্তান হিসেবেও আপনাদের সামনে' (ঐ)।

এটা বিশুদ্ধ ক্লেরিকালিজম। যাজনতন্ত্র রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বে, যেমন কিনা যা অনাধ্যাত্মিক আর জাগতিক তার ঊর্ধ্বে যা শাশ্বত আর ঐশ সেটার স্থান। যাজনতন্ত্রের সম্পত্তি রাষ্ট্র লোকায়ত করলে সেটা যাজনতন্ত্র ক্ষমা করতে পারে না। যাজনতন্ত্র দাবি করছে একটা নেতৃস্থানীয় এবং প্রাধান্যশালী অবস্থান। সেটার দৃষ্টিতে দুমা-র ডেপুটিরা শুধু নন — কিংবা ততটা নন — জন-প্রতিনিধি, যতটা কিনা পারমার্থিক সন্তান।

সোশ্যাল-ডেমোক্রাট সুর্কোভ যা বলেছেন তা নয়, এঁরা যাজকের আলখাল্লা-পরা কর্মকর্তা নন, এঁরা হলেন যাজকের আলখাল্লা-পরা সামন্ততন্ত্রী। যাজনতন্ত্রের সামন্ততান্ত্রিক বিত্রৈধিকার সমর্থন, মধ্যযুগীয়তার স্পষ্টভাষিত অনুমোদন — এটাই তৃতীয় দুমা-য় বেশির ভাগ পাদরির অনুসৃত কর্মনীতির সারমর্ম। বিশপ ইউলোগিয়াস মোটেই ব্যতিক্রম নন, গেপেৎস্কি-ও গলবাজি করেছেন লোকায়তকরণের বিরুদ্ধে, সেটাকে তিনি বলেন একটা অসহ্য অন্যায় (১৪ এপ্রিল)। যাজক মাশেকভিচ তর্জন-গর্জন করেছেন অক্টোবরি রিপোর্টের বিরুদ্ধে, তাতে চেষ্টা করা হয়েছে আমাদের যাজনতান্ত্রিক জীবনের অবলম্বন রয়েছে এবং নিশ্চয়ই থাকবে যে-ঐতিহাসিক আর ধর্মীয়-অনুশাসনিক ভিত্তি সেটাকে নষ্ট করার... রাশিয়ার অর্থোডক্স যাজনতন্ত্রের জীবন আর ক্রিয়াকলাপকে ধর্মীয়-অনুশাসনিক পথ থেকে এমন পথে ঠেলে দিতে যেখানে... যাজনতন্ত্রের আদত প্রিন্সরা — বিশপরা — অ্যাপসলদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া প্রায় সমস্ত অধিকার ছেড়ে দিতে বাধ্য হবেন লোকায়ত প্রিন্সদের হাতে।... 'এটা আর কিছুই নয়, এটা হল শুধু... অন্য কারও সম্পত্তিতে এবং যাজনতন্ত্রের অধিকর আর সম্পত্তিতে অনধিকারপ্রবেশ।' যাজনতান্ত্রিক জীবনের ধর্মীয়-অনুশাসনিক ব্যবস্থাটাকে ধ্বংস করার দিকে আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন বক্তাটি, তিনি দুমা-র অধীন করতে চাইছেন অর্থোডক্স যাজনতন্ত্র এবং সেটার সমস্ত আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপ — যে-দুমা হল আমাদের দেশের অতি বিবিধ লোক নিয়ে, যা বরদাস্ত করা হয় এবং বরদাস্ত করা হয় না উভয় ধর্মমত নিয়ে গড়া প্রতিষ্ঠান (১৪ এপ্রিল)।

রুশী নারোদনিকরা এবং উদারপন্থীরা দীর্ঘকাল যাবত নিজেদের সান্ত্বনা দিয়ে আসছেন, কিংবা বরং বলা ভাল আত্মপ্রতারণ করে আসছেন এই তত্ত্বটা দিয়ে যে, রাশিয়ায় জঙ্গী ক্লেরিকালিজমের কোন ভিত্তি নেই, অনাধ্যাত্মিক ক্ষমতার সঙ্গে যাজনতন্ত্রের প্রিন্সদের লড়াইয়ের ভিত্তি নেই, ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমাদের বিপ্লব* এই বিভ্রান্তিটাকে দূর করে দিয়েছে, যেমন দূর করেছে আরও কতকগুলো নারোদনিক আর উদারপন্থী বিভ্রান্তি। ক্লেরিকালিজম প্রচ্ছন্ন আকারে ছিল যতকাল স্বৈরতন্ত্র ছিল অক্ষত এবং অলঙ্ঘিত। সাধারণভাবে শ্রেণী-সংগ্রাম এবং ইতর জনতরা বিরুদ্ধে যাজকের আলখাল্লা-পরা সামন্ততন্ত্রীদের চালান সংগ্রাম সমাজ আর জনগণের দৃষ্টি থেকে প্রচ্ছন্ন রেখেছিল সর্বশক্তিমান পুলিশ এবং আমলাতন্ত্রকে। কিন্তু সামন্ততান্ত্রিরক স্বৈরাচারী রাজে প্রথম যে-ফাটলটা ধরাল বৈপ্লবিক প্রলেতারিয়েত আর কৃষককুল সেটা দিয়ে প্রকাশ হয়ে পড়ল যা ছিল প্রচ্ছন্ন। প্রলেতারিয়েত আর

গণতান্ত্রিক বুর্জোয়াদের আগুয়ান লোকেরা ১৯০৫ সালের শেষে জিতে নিয়েছিল যে-রাজনীতিক মুক্তি, জনসাধারণকে সংগঠিত করার স্বাধীনতা সেটা তারা যেই কাজে লাগাতে শুরু করল অমনি স্বতন্ত্র আর প্রকাশ্য সংগঠনের জন্যে হাত বাড়াল প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলিও। নিরঙ্কুশ স্বৈরতন্ত্রের আমলে তারা সংগঠিত হয় নি, বড় বেশি খোলাখুলি বেরিয়ে পড়ে নি, সেটা তারা দুর্বল ছিল বলে নয়, সবল ছিল বলে, সংগঠনে আর রাজনীতিক সংগ্রামে তারা অপারক ছিল বলে নয়, কিন্তু তখনও তারা স্বতন্ত্র শ্রেণী-সংগঠনের সত্যিকার প্রয়োজন বোধ করে নি বলে। রাশিয়ায় স্বৈরতন্ত্র আর সামন্ততন্ত্রীদের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন সম্ভব বলে তারা মনে করে নি। জনতাকে দমিয়ে রাখতে চাবুকই যথেষ্ট বলে তারা পূর্ণ ভরসা রাখত। কিন্তু স্বৈরতন্ত্রের গায়ে প্রথম-প্রথম ক্ষতগুলোর দরুন সেটাকে যারা সমর্থন করত, সেটাকে দিয়ে যাদের প্রয়োজন ছিল, সেইসব সামাজিক উপাদান প্রকাশ্যে আসতে বাধ্য হল। ৯ জানুয়ারির ঘটনাগুলি (২৬), ১৯০৫ সালের ধর্মঘট আন্দোলন এবং অক্টোবর-ডিসেম্বর বিপ্লব (২৭) যারা ঘটাতে পারল সেই জনসাধারণের বিরুদ্ধে লড়তে শুধু পুরন চাবুক ব্যবহার করা আর সম্ভব ছিল না। বিভিন্ন স্বতন্ত্র রাজনীতিক সংগঠন গড়ার প্রয়োজন দেখা দিল, কৃষ্ণশতক সংগঠিত করে সম্মিলিত অভিজাত পরিষদকে (২৮) চূড়ান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তৃতাবাগীশিতে প্রবৃত্ত হবার প্রয়োজন হয়ে পড়ল, প্রতিক্রিয়াশীল যাজকদের একটা স্বতন্ত্র শক্তি হিসেবে সংগঠিত করা প্রয়োজন হয়ে পড়ল যাজনতন্ত্রের প্রিন্স বিশপদের পক্ষে।

* ১৯০৫-১৯০৭ সালের প্রথম রুশ বিপ্লব। — সম্পাঃ

তৃতীয় দুমা-র এবং রুশ প্রতিবিপ্লবের তৃতীয়-দুমা কালপর্যায়ের একটা নমুনাসই উপাদান হল এই যে, বাস্তবিকই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর এই সংগঠনটা প্রকাশ্যে এসে দাঁড়িয়েছে, বাড়তে শুরু করেছে দেশজোড়া পরিসরে, আর দাবি করেছে বিশেষ কৃষ্ণশতক বুর্জোয়া পার্লামেন্ট। জঙ্গী ক্লেরিকালিজম স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্রাসিকে এখন থেকে ক্লেরিকাল এবং ক্লেরিকালবিরোধী বুর্জোয়াদের মধ্যে সংঘাতে বারবার পর্যবেক্ষক এবং অংশগ্রাহী হয়ে দাঁড়াতে হবে। যা বুর্জোয়া গণতন্ত্র থেকে পৃথক হয়ে যেতে সক্ষম এমন একটা বিশেষ শ্রেণীতে সম্মিলিত হতে প্রলেতারিয়েতের আনুকূল্য করাটা যদি হয় আমাদের সাধারণ কাজ, তাহলে সমাজতান্ত্রিক আর বুর্জোয়া ক্লেরিকালিজম-বিরোধিতার মধ্যে পার্থক্যগুলিকে জনসাধারণ্যে বোধগম্য করতে দুমা-র মঞ্চ সমেত প্রচার আর আলোড়নের প্রত্যেকটা উপায় ব্যবহার করাটা হল ঐ কাজের একটা অঙ্গ উপাদান।

অক্টোবরি আর কাদেতরা যারা তৃতীয় দুমা-য় দাঁড়িয়েছে চরম দক্ষিণপন্থী আর ক্লেরিকালদের এবং সরকারের বিরুদ্ধে তারা যাজনতন্ত্র আর ধর্ম সম্বন্ধে বুর্জোয়াদের মনোভাবের বাস্তব প্রয়োগ প্রদর্শন করে আমাদের পক্ষে এই কাজটা বিস্তর সহজ করে দিয়েছে। সনাতনী-ধর্মবিশ্বাসীদের সংক্রান্ত প্রশ্নটা, যেমন কাদেতরা তেমনি অক্টোবরিরাও সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে এই ব্যাপারটা, আর ১৭ অক্টোবর যেটার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় (২৯) তারা সেই সংস্কারের পথ ধরেছে, যদিও অল্পস্বল্প পরিসরে, এই ব্যাপারটার দিকে এখন বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে কাদেত আর তথাকথিত প্রগতিবাদীদের বৈধ প্রচারণায়। আমরা যাতে সবচেয়ে বেশি আগ্রহান্বিত তা হল এই প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত নীতিটা, অর্থাৎ গণতন্ত্রী কাদেত বলে যাঁরা অভিহিত হতে চান তাঁদের সমেত সাধারণভাবে বুর্জোয়াদের ধর্ম আর যাজনতন্ত্র সম্বন্ধে মনোভাব। প্রাধান্যশালী যাজনতন্ত্রের সঙ্গে সনাতন-ধর্মবিশ্বাসীদের সংঘাত, আর সনাতন-ধর্মবিশ্বাসীদের সঙ্গে বাঁধা এবং আর্থিক ব্যাপারে এমনকি তাদের মুখাপেক্ষী অক্টোবরিদের (শোনা যায় গলোস মস্কভি-র টাকা যোগায় সনাতন-ধর্মবিশ্বাসীরা) আচরণ সংক্রান্ত অপেক্ষাকৃত গৌণ প্রশ্নের দরুন আমরা কিছুতেই ভুলে বসতে পারি নে মূল প্রশ্নটাকে — সেটা হল শ্রেণী হিসেবে বুর্জোয়াদের স্বার্থ আর কর্মনীতি সংক্রান্ত প্রশ্নটা।

কাউন্ট উভারভ-এর বক্তৃতাটার দিকে একটু মনোযোগ দেওয়া যাক, সাধারণ অভিমরেত দিক থেকে তিনি অক্টোবরি, কিন্তু তিনি অক্টোবরি গ্রুপ ছেড়ে গেছেন। সোশ্যাল-ডেমোক্রাট সুর্কোভ-এর পরে

বলতে উঠে তিনি শুরুতেই নীতির দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্নটা নিয়ে বিবেচনা করতে অস্বীকার করেন, যেভাবে বিবেচনা করেছিলেন শ্রমিকদের ডেপুটিটি। যাজনতন্ত্রের কোন-কোন আয় এবং যাজক-পল্লীর তহবিলের খরচ-খরচা সম্বন্ধে দুমা-কে তথ্য দিতে সিনোদ আর মহা-অভিশংসক (৩০) নারাজ বলে উভারভ তাঁদের শুধু সমালোচনা করেন। অক্টোবরিদের অফিশিয়াল মুখপাত্র কামেন্স্কি প্রশ্নটাকে একই দৃষ্টিকোণ থেকে ধরে (১৬ এপ্রিল) দাবি করেন অর্থোডক্স ধর্মবিশ্বাসের তাকত বাড়াবার উদ্দেশ্যে যাজকপল্লীগুলিকে জিইয়ে তোলা চাই। তথাকথিত বাম তরফের অক্টোবরি কাপুস্তিন এই ধারণাটাকে বিস্তারিত করেন। জনজীবনের দিকে — তিনি চড়া গলায় বলে ওঠেন, গ্রামীণ জনসমষ্টির জীবনের দিকে তাকালে আমরা আজ, এখনই দেখতে পাই একটা শোচনীয় তথ্য : ধর্মীয় জীবন টলমল করছে, মানুষের নৈতিক মূলসূত্রগুলির সবচেয়ে বড় এবং একমাত্র ভিত্তি টলছে।... পাপ সংক্রান্ত ধারণার জায়গায় আসতে পারে কী, কী আসতে পারে বিবেকের নির্দেশের স্থলে? সেসবের জায়গায় নিশ্চয়ই আসতে পারে না শ্রেণী-সংগ্রাম এবং অমূলক কিংবা অমুক শ্রেণীর অধিকার সংক্রান্ত ধারণা। ঐ মর্মান্তিক ধারণাটা বদ্ধমূল হয়েছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে। কাজেই নৈতিকতার ভিত্তি হিসেবে ধর্মের টিকে থাকতে হলে, সেটাকে সমগ্র জনসমষ্টির নাগালের মধ্যে থাকতে হলে এই ধর্মের বাহকদের থাকা চাই উপযুক্ত কর্তৃত্ব।...

ধর্মের প্রভাব পর্যাপ্ত নয়, সেটা সেকেলে হয়ে পড়েছে, এটা বুঝে, যাজকীয় আলখাল্লা-পরা কর্মকর্তারা যাজনতন্ত্রের কর্তৃত্ব নামিয়ে দিচ্ছে, তারা শাসক শ্রেণীগুলির ক্ষতি পর্যন্ত করছে এটা উপলব্ধি করে প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়াদের মুখপাত্রটি ধর্মের তাকত বাড়াতে চাইছেন, জনসাধারণের উপর ধর্মের প্রভাব প্রবল করতে চাইছেন তিনি। জনসাধারণের উপর যাজনতন্ত্রের প্রভাব জোরদার করাবার জন্যে, জনসাধারণের বুদ্ধি ঘুলিয়ে দেবার যেসব উপায় এতই স্থূল, এতই সেকেলে, এতই বস্তাপচা যাতে সেগুলো দিয়ে আর মতলব হাসিল করা যায় না তার অন্তত কোন-কোনটার জায়গায় অপেক্ষাকৃত মার্জিত এবং উন্নত ধরনের উপায় চালু করার জন্যে অক্টোবরিটি লড়ছেন ক্লেরিকালিজমের বাড়াবাড়ি এবং পুলিশী গার্জেনির বিরুদ্ধে। জনসাধারণের মাথা ঘুলিয়ে দেবার জন্যে পুলিশী ধর্ম আর যথেষ্ট নয়, আমাদের চাই অপেক্ষাকৃত মার্জিত, অপেক্ষাকৃত হালফিল, অপেক্ষাকৃত কুশলী ধরনের ধর্ম, যেটা ফলপ্রদ হবে স্বশাসিত যাজকপল্লীতে — এটাই পুঁজি দাবি করছে স্বৈরতন্ত্রের কাছে।

এই বিবেচনাধারার একেবারে সমান-সমান শরিক হলেন কাদেত কারাউলভ। এই উদারপন্থী বেইমানটি (যিনি নারোদনায়া ভলিয়া* থেকে ক্রমে অভিব্যক্ত হয়ে যান দক্ষিণ তরফের কাদেতদের মাঝে) চেঁচিয়ে প্রতিবাদ করেন যাজনতন্ত্রের জাতীয়করণভঙ্গের বিরুদ্ধে, তাতে অর্থ বুঝি গির্জা-ভবন থেকে মানুষের বিপুল অংশটাকে, জনসাধারণকে বাদ দেওয়া। জনসাধারণ আস্থা হারাচ্ছে, এটা তাঁর পক্ষে অভিঘাত (আক্ষরিক অর্থেই তাই!)। একেবারেই মেনশিকভের কায়দায় তিনি সোরগোল তুলেছেন, কেননা ক্ষয়ে যাচ্ছে যাজনতন্ত্রের বিপুল অন্তর্নিহিত মূল্য... তাতে ক্ষতি হচ্ছে যাজনতন্ত্রের কর্মব্রতেরই শুদু নয়, রাষ্ট্রীয় কর্মব্রতেরও। যাজনতন্ত্রের কাজ চিরন্তন, অপরিবর্তনীয়, তই রাজনীতির সঙ্গে যাজনতন্ত্রকে সংযুক্ত করা সম্ভব নয়, এই প্রসঙ্গে ধর্মান্ধ ইউলেগিয়াস-এর জঘন্য ভণ্ডামিকে তিনি কথাগুলি টুকরো-টুকরো সোনা বলে অভিহিত করেন। যাজনতন্ত্র হয়ত আজকের চেয়ে বেশি ক্ষমতা অর মাহাত্ম্যের সঙ্গে নির্দিষ্ট মহৎ আর ঐশ কাজ সমাধা করবে প্রেম আর মুক্তির খ্রীষ্টীয় ভাব অনুসারে, শুধু এই কারণে তিনি কৃষ্ণশতকের সঙ্গে যাজনতন্ত্রের জোটের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন।

* ৯ নং টীকা দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

কারাউলভের এইসব গীতল কথা নিয়ে দুমা-র মঞ্চ থেকে হাসাহাসি করে কমরেড বেলোউসভ বেশ করেছেন। তবে এমন উপহাস পর্যাপ্ত নয়, মোটেই পর্যাপ্ত নয়। কাদেতদের দৃষ্টিভঙ্গিটা অক্টোবরিদের দৃষ্টিভঙ্গির মতো একেবারে একই, সাধারণ রুশী যাজকেরা এখনও বাস করে অতীতের মাঝে, তারা এখন যাজনতান্ত্রিক ভাঁওতাবাজি যেভাবে চালায় তার চেয়ে মার্জিত প্রণালীতে মানুষকে

ধর্মীয় মাদক দিয়ে বিভ্রান্ত করার জন্যে সভ্যভব্য পুঁজির চেষ্টাই তাতে শুধু প্রকাশ পায় : এটা স্পষ্ট করে দেওয়া দরকার ছিল — আর প্রথম উপযোগী সুযোগেই তা করা দরকার দুমা-র মঞ্চ থেকে।

মানুষকে মানসিক দাসদশায় রাখার জন্যে চাই যাজনতন্ত্র আর কৃষ্ণশতকের মধ্যে যথাসম্ভব ঘনিষ্ঠ জোট — এটা হন্যে জমিদার আর বৃদ্ধ দের্জিমোর্দা বললেন তাঁদের মুখপাত্র পুরিশকেভিচের জবানি। ভুল করছেন, মশাইরা — প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়ারা পালটা জবাবে বলে তাঁদের মুখপাত্র কারাউলভ-এর জবানি : এই প্রণালী ধরলে জনসাধারণকে চিরকালের মতো ধর্ম থেকে ভিন্নমুখী করেই দেবেন শুধু। এখন আমাদের চলা দরকার অরও চালাক-চতুর উপায়ে, আরও কায়দা করে, অরও বুদ্ধিকৌশল খাটিয়ে : কৃষ্ণশতকের বড় বেশি বোকা আর স্থূল এজেন্টটিকে সরিয়ে দেওয়া যাক, যুদ্ধ ঘোষণা করা যাক গির্জার জাতীয়করণভঙ্গের বিরুদ্ধে, আর যাজনতন্ত্র রাজনীতির ঊর্ধ্বে এই মর্মে বিশপ ইউলোগিয়াস-এর টুকরো-টুকরো সোনার কথাগুলিকে লিখে দেওয়া যাক আমাদের পতাকায়। একমাত্র এই উপায়েই শ্রমিকদের অন্তত কাউকে-কাউকে, বিশেষত পেটি বুর্জোয়া আর কৃষকদের কাউকে-কাউকে আমরা বোকা বানাতে পারব, জনসাধারণের বিরাট অংশকে মানসিক দাসদশায় রাখার জন্যে নির্দিষ্ট মহৎ এবং ঐশ কাজ হাসিল করতে নবীকৃত যাজনতন্ত্রকে সাহায্য করতে পারব।

আমাদের উদারপন্থী পত্র-পত্রিকাগুলি, তার মধ্যে রেচ্ পত্রিকাও, ইদানীং মনোযোগ নিবদ্ধ করে স্ত্রুভে অ্যান্ড কোং-কে নিন্দা করছে তাঁরা ভেখি নামে সংকলনটির সংগঠক বলে। কিন্তু এই সমস্ত আপত্তির যাবতীয় জঘন্য ভণ্ডামি এবং স্ত্রুভে অ্যান্ড কোং-কে প্রত্যাখ্যান করার এই সমস্ত ব্যাপারের স্বরূপ খুলে ধরে একটা অত্যুৎকৃষ্ট কাজ করেছেন দুমা-য় কাদেতদের অফিশিয়াল মুখপাত্র কারাউলভ। কারাউলভ আর মিলিউকভ যা গোপন করে ন তা স্ত্রুভে ফাঁস করে দেন। স্ত্রুভে অবিবেচক হয়ে সত্যি কথা বলে ফেলেছেন বলে, বড় বেশি খোলাখুলি অভিপ্রায় প্রকাশ করে দিয়েছেন বলে, শুধু এই কারণে উদারপন্থীরা তাঁর উপর দোষারোপ করছেন। ভেখি-র নিন্দা করে এবং কাদেত পার্টিকে সমর্থন করতে থেকে উদারপন্থীরা জনসাধারণকে ভাঁওতা দিচ্ছেন অতি নির্লজ্জভাবে : অবিবেচনাপ্রসূত-স্পষ্টভাষিত কথার নিন্দা করছেন, আর করে চলছেন ঠিক তাই যা ঐসব কথার সঙ্গে মানানসই।

আলোচ্য বিষয়গুলি নিয়ে বিতর্কের সময়ে দুমা-য় ত্রুদোভিক-দের আচরণ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলার নেই। যেমন সবসময়ে, একটা লক্ষণীয় পার্থক্য প্রকাশ পেয়েছিল কৃষক ত্রুদোভিক আর বুদ্ধিজীবী ত্রুদোভিক-দের মধ্যে, তাতে শেষোক্তরা অসুবিধায় পড়েন, সেটা কাদেত-দের পিছন-পিছন চলতে তাঁদের মাত্রাতিরিক্ত ব্যগ্রতার দরুন। রঝ্কোভ নামে একজন কৃষক তাঁর ক্তৃতায় রাজনীতিক চেতনার ষোলআনা অভাবে পরিচয় দেন বটে, তিনিও রুশী জনসংঘ (৩১) সম্বন্ধে কাদেতদের মামুলি কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করে ধর্মবিশ্বাস জোরদার করতে নয়, সেটা ভাঙতে আনুকূল্য করেন। কোন কর্মসূচি বাতলাতে তিনি অপারক হন। পক্ষান্তরে, তিনি যখন সাদামাঠা ধরনে স্পষ্ট, অসজ্জিত সত্যকথা বলতে আরম্ভ করেন যাজকদের আদায়গুলো সম্বন্ধে, পাদরিদের জবরদস্তির সংগ্রহ সম্বন্ধে, বিসয়ের অনুষ্ঠান পরিচালনা বাবত কিভাবে তারা টাকা ছাড়াও আরও চায় এক-বোতল ভদ্কা, জলখাবার এবং একপাউন্ড চা, আর কখনও-কখনও এমনকিছু যে-বিষয়ে এই মঞ্চ থেকে উল্লেখ করতেও আমি ভয় পাচ্ছি (১৬ এপ্রিল, হুবহু বিবরণ, ২২৫৯ পৃঃ) সেই সম্বন্ধে — ততখানি আর সহ্য হল না কৃষ্ণশতক দুমা-র। দক্ষিণের আসনগুলো থেকে উঠল উৎকট গর্জন। জবরদস্তি আদায় সম্বন্ধে এই সাদাসিধে কৃষকটির বক্তৃতা, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের জন্যে ধার্য দেয়ক-শ্রেণীর এই ফিরিস্তি জনসাধারণের মনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে যে কোন পরিমাণ তত্ত্বীয় কিংবা কর্মকৌশলগত ধর্মবিরোধী এবং যাজনতন্ত্রবিরোধী ঘোষণার চেয়ে বেশি, এটা বুঝে কৃষ্ণশতকরা চিল্লাতে থাকল — এ তো মানহানিকর, এতো বরদাস্ত করা যায় না! তৃতীয় দুমা-য় স্বৈরতন্ত্রের কট্টর সমর্থকদের দঙ্গলটা তখন তাদের নোকরকে — দুমা-র সভাপতি মেইয়েনদোর্ফকে ভয় দেখিয়ে রঝ্কোভকে বসিয়ে দেবার

বিনির্দেশ দিতে বাধ্য করে (সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা, আর তাঁদের সঙ্গে কিছু-কিছু ত্রুদোভিক, কাদেত এবং অন্যান্যরা সভাপতির এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ পেশ করেন)।

কৃষক ত্রুদোভিক রঝ্‌কোভ-এর বক্তৃতাটি খুবই আনাড়ি হলেও, ধর্মের সপক্ষে কাদেতদের কপটাচারী, সুপরিকল্পিত প্রতিক্রিয়াশীল সমর্থন এবং কৃষকের আদিম, অজানত, কাটখোট্টা ধরনের ধর্মপরতার মধ্যে বিপুল ব্যবধানটা এতে চমৎকার প্রদর্শিত হল, — কৃষকের জীবনযাত্রার পরিবেশ থেকেই — তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং তার াজনতে দেখা দেয় জবরদস্তির আদায়ের বিরদ্ধে যথার্থ বৈপ্লবিক ক্ষোভ এবং মধ্যযুগীয়তার বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে লড়ার আগ্রহ। জনসাধারণের বিরুদ্ধে ধর্মকে নবীকৃত এবং তাকতদার করতে বদ্ধপরিকর প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি হল কাদেত-রা। রঝ্‌কোভ-রা হলেন বৈপ্লবিক বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রতিনিধি, এই গণতন্ত্র অনুন্নত, রাজনীতিক চেতনায় হীনবল, পদদলিত, ঊন-স্বতন্ত্র, অনৈক্যগ্রস্ত, তবু ভূস্বামী পাদরি আর স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বৈপ্লবিক কর্মশক্তির প্রায় অফুরন্ত ভাণ্ডারে ঠাসা।

রোজানভ নামে বুদ্ধিজীবী ত্রুদোভিক কাদেতদের কাছাকাছি পৌঁছন রঝ্‌কোভ-এর চেয়ে অনেক কম অজানতে। বাম-এর একটা দাবি হিসেবে যাজনতন্ত্রকে সরকারের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত করার কথা রোজানভ উল্লেখ করতে পারলেন, কিন্তু যাজকমণ্ডলী রাজনীতিক সংগ্রাম থেকে বাদ পড়বে এইদিক দিয়ে নির্বাচনী আইন সংশোধন সংক্রান্ত প্রতিক্রিয়াশীল, পেটি-বুর্জোয়া বুলি থেকে বিরত থাকতে পারলেন না। একজন নমুনাসই, মধ্যম ধরনের কৃষক যখন তার জীবনযাত্রা কেমন সে-সম্বন্ধে সত্য কথা বলতে শুরু করে তখন যে-বৈপ্লবিক মেজাজের প্রকাশ ঘটে সেটা মিলিয়ে যায় বুদ্ধিজীবী ত্রুদোভিকের বেলায়, সেটার জায়গায় আসে অস্পষ্ট এবং কখনও-কখনও বাস্তবিকই খারাপ কথাবার্তা। এই শততম বার, সহস্রতম বার দেখা যাচ্ছে এই সত্যটা প্রতিপন্ন হচ্ছে যে, সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন ভূস্বামীদের যাজকের আলখাল্লা-পরা সামন্ততন্ত্রীদের, স্বৈরতন্ত্রের সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন সমর্থকদের উৎপীড়নকর এবং মারক জোয়ালটাকে ছুড়ে ফেলে দিতে রাশিয়ার কৃষকজন সক্ষম হবে একমাত্র যদি তারা চলে প্রলেতারিয়েতের নেতৃত্বে।

শ্রমিক পার্টি এবং শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধি সোশ্যাল-ডেমোক্রাট সুর্কোভ-ই দুমা-য় একমাত্র ব্যক্তি যিনি বিতর্কটাকে যথার্থ উঁচু মূলনীতির স্তরে উন্নীত করেন এবং মূল প্রশ্নটা ছেড়ে অবান্তর কথায় না গিয়ে বলেন যাজনতন্ত্র আর ধর্ম সম্বন্ধে প্রলেতারিয়েতের মনোভাব কি, আর এই বিষয়ে কি হওয়া উচিত সমস্ত অটল এবং তেজী গণতন্ত্রীদের মনোভাব। ধর্ম জনগণের পক্ষে আফিমস্বরূপ... মাদক সেবন করিয়ে মানুষের চেতনানাশ করছে যেসব মারাত্মক জনশত্রু তাদের জন্যে একটি কানা-কপর্দকও নয় সাধারণের অর্থ থেকে — একজন সমাজতন্ত্রীর এই সিধে বলিষ্ঠ স্পষ্টভাষিত রণধ্বনি অনুরণিত হল কৃষ্ণশতক দুমা-র উদ্দেশে চ্যালেঞ্জের মতো, আর তাতে সাড়া দিল লক্ষ-লক্ষ প্রলেতারিয়ান, তারা এটাকে ছড়িয়ে দেবে জনসাধারণের মধ্যে, দিন এসে গেলে কিভাবে এটাকে বৈপ্লবিক কর্মে পরিণত করতে হয় সেটা তারা বুঝবে।

৬ নং সোৎসিয়াল-দেমোক্রাৎ,

৪ (১৭) জুন, ১৯০৯

মাক্সিম গোর্কি-র কাছে

প্রিয় আ. ম.! কী করছেন আপনি? এ-যে একেবারে ভয়ানক ব্যাপার, ঠিক তাইই বটে!

দস্তয়েভ্‌স্কি-কে নিয়ে হাহুতাশে (৩২) আপনার জবাব কাল রেচ্‌-এ পড়ে আমি আনন্দে ভরে উঠতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আজ এল লুপ্তিপন্থীদের কাগজটা, এতে রয়েছে আপনার প্রবন্ধটার একটা অনুচ্ছেদ যা রেচ্‌-এ ছিল না।

অনুচ্ছেদটা এই :

'আর ''ভগবৎসন্ধান'' আপাতত' (শুধু আপাতত?) সরিয়ে রাখা দরকার — ঐ কর্মে কোন ফায়দা হবার নয় : যেখানে কিছুই পাবার নেই সেখানে সন্ধান করে কোন ফায়দা নেই। বীজ না বুনলে ফসল তোলা যায় না। ভগবান নেই, এখনও (এখনও!) সৃষ্টি করা হয় নি। ভগবানদের অনুসন্ধান করতে হয় না — তাদের সৃষ্টি করতে হয়, মানুষে জীবন উদ্ভাবন করে না — জীবন তারা সৃষ্টি করে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে আপনি 'ভগবৎসন্ধানের' বিরুদ্ধে শুধু আপাতত!! দেখা যাচ্ছে আপনি ভগবৎসন্ধানের বিরুদ্ধে শুধু সেটার জায়গায় ভগবান-গঠন আমদানি করার জন্যে!!

আচ্ছা, আপনার প্রবন্ধে এমন জিনিস বেরল এটা ভীষণ ব্যাপার নয় কি?

ভগবান-গঠন কিংব ভগবান-সৃষ্ট কিংবা ভগবান-প্রস্তুতকরণ, ইত্যাদি থেকে ভগবৎসন্ধানের পার্থক্যটা নীল শয়তান থেকে হলদে শয়তানের পার্থক্যের চেয়ে বড় নয়। সমস্ত শয়তান আর দেবতার বিরুদ্ধে, যেকোন ভাবাদর্শগত শবসাধনার বিরুদ্ধে (কোন দেবতা সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন, সবচেয়ে আদর্শস্থানীয়, খুঁজে বের-করা নয় কিন্তু গড়ে-তোলা হোক সেটা একই কথা, কোন দেবতার যেকোন আরাধনাই শবসাধনা) ঘোষণার জন্যে নয়, কিন্তু হলদে শয়তানের চেয়ে নীল শয়তানকে শ্রেয় বলে ধরার জন্যে ভগবৎসন্ধান সম্বন্ধে কথা বলাটা এই বিষয়ে আদৌ কিছুই না বলার চেয়ে শতগুণ নিকৃষ্ট।

সবচেয়ে মুক্ত দেশগুলিতে, যেসব দেশে গণতন্ত্র, জনসাধারণ, জনমত এবং বিজ্ঞানের শরণ লওয়া একেবারেই অবান্তর, এমনসব দেশে (আমেরিকা, সুইজারল্যান্ড, ইত্যাদি) পরিচ্ছন্ন, পারমার্থিক, গড়ে-তোলা ভগবান সংক্রান্ত এই ধারণাটা দিয়েই জনসাধারণ আর শ্রমিকদের ঝিমিয়ে দেবার জন্যে বিশেষ উৎসাহখাটান হয়। যেহেতু যেকোন ধর্মীয় ধ্যানধারণা, আদৌ যেকোন দেবতা সংক্রান্ত যেকোন ধারণা, এনকি কোন দেবতা নিয়ে যেকোন ঢলাঢলিও সবচেয়ে অকথ্য নোংরামি, যা বিশেষ সহিষ্ণুতা সহকারে (অনেক সময়ে আনুকূল্যের সঙ্গেই) গ্রহণীয় গণতান্ত্রিক বুর্জোয়াদের কাছে — ঠিক এই কারণেই সেটা বিপজ্জনক নোংরামি, সবচেয়ে লজ্জাকর সংক্রমণ। লক্ষ-লক্ষ দৈহিক অপরাধ, জঘন্য ফাঁকিবাজি, জবরদস্তি আর সংক্রমণ জনতা ধরে ফেলতে পারে ঢের বেশি সহজে, তাই সেগলো অনেক কম বিপজ্জনক সবচেয়ে মনোহর ভাবাদর্শগত সাজ পরানো ভগবান-সংক্রান্ত সূক্ষ্ম-চতুর পারমার্থিক ধারণার চেয়ে। যে-পাদরি পাদরির পোশাক পরে না, যে-পাদরি চলে স্থূল ধর্ম ছাড়াই, ভাবাদর্শ দিয়ে সজ্জিত এবং গণতন্ত্রী যে-পাদরি কোন ভগবান সৃষ্টি এবং উদ্ভাবনের প্রচার চালায় তার চেয়ে অনেক কম বিপজ্জনক হল — বিশেষত গণতন্ত্রের পক্ষে — তরুণীদের বিপথগামিনী করে যে-ক্যাথলিক পাদরি (তার সম্বন্ধে আমি আপতিকভাবে সবে পড়লামএকটা জার্মান সংবাদপত্রে)। কেননা আগের পাদরির স্বরূপ খুলে ধরে নিন্দা করে তাকে বিতাড়িত করা যয় সহজেই, কিন্তু অত সহজে বিতাড়িত করা যায় না পরেরটাকে, এর স্বরূপ খুলে ধরা ১০০০-গুণ বেশি কঠিন, আর তাকে নিন্দা করতে রাজি হবে না একজনও দুর্বলচিত্ত এবং জঘন্যভাবে দোলায়মান কূপমণ্ডূক।

আর আপনি কিনা (রুশী : রুশী কেন? ইতালীয় কি অপেক্ষাকৃত কিছু ভাল?) কূপমণ্ডূক অন্তরাত্মার দুর্বলচিত্ত এবং জঘন্যভাবে দোলায়মানতার কথা জেনে সেই অন্তরাত্মাকে গুলিয়ে ফেলছেন সবচেয়ে মিষ্টি বিষের সঙ্গে, যা ললিপপ্-এ এবং হরক রকমের রংবেরং মোড়কে লুকন থাকে খুবই কার্যকর উপায়ে!!

এ বাস্তবিকই ভয়ানক ব্যাপার।

ঢের হয়েছে আত্ম-অবমাননা, যা হল আত্মসমালোচনার জন্যে আমাদের প্রতিকল্প।

ভগবান-গড়া নয় কি সবচেয়ে নিকৃষ্ট রকমের আত্ম-অবমাননা?? যে কেউ কোন ভগবান গড়তে লগেন তিনি, কিংবা এমন কাজকর্ম যিনি শুধু বরদাস্ত করেন তিনিও নিজের অবমাননা করেন যারপরনেই নিকৃষ্ট ধরনে, কেননা কৃতির বদলে তিনি প্রকৃতপক্ষে ব্যাপৃত রয়েছেন আত্ম-পরিচিন্তনে,

আত্মশ্লাঘায়, অধিকন্তু, ভগবান-গড়া দিয়ে দেবত্বারোপিত অহম্-এর সবচেয়ে নোংরা, সবচেয়ে নির্বোধ, হীনতম উপাদান বা প্রলক্ষণগুলো নিয়েই এমন ব্যক্তির পরিচিন্তন।

ব্যক্তির নয়, সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্ত রকমের ভগবান-গঠন হল ঠিক মাথামোটা কূপমণ্ডূকের, সাধারণ দুর্বলচিত্তর মানুষের নির্বোধ আত্মপরিচিন্তনই, অর্বাচীন পেটি বুর্জোয়ার স্বপ্নাবিষ্ট আত্ম-অবমাননা, যে পেটি বুর্জোয়া অবসন্ন এবং হতাশাগ্রস্ত (যা আপনি সদয় হয়ে খুব ঠিকই বলেছেন ঐ অন্তরাত্মা সম্বন্ধে : শুধু আপনার বলা দরকার ছিল রুশী নয়, তার বদলে পেটি-বুর্জোয়া, কেননা ইহুদি, ইতালীয়, ইংরেজ রকমরেফগুলো সবই সেই একই অভিন্ন শয়তান, দুর্গন্ধী কূপমণ্ডূকতা সর্বত্র সমানই ন্যক্কারজনক — কিন্তু বিশেষত ন্যক্কারজনক হল ভাবাদর্শগত শবসাধনায় ব্যাপৃত গণতান্ত্রিক কূপমণ্ডূকতা)।

আপনার প্রবন্ধটি বারবার পড়ে এবং কোথা থেকে আসতে পারে আপনার এই মুখ-ফসকানি সেটা বের করার চেষ্টা করতে গিয়ে আমার ধাঁধা লাগছে। কী বোঝাচ্ছে এতে? যা আপনি নিজে অনুমোদন করেন নি সেই স্বীকারোক্তির অবশেষ?? কিংবা সেটার প্রতিধ্বনি??

কিংবা ভিন্ন কিছু : যেমন, প্রলেতারিয়েতের দৃষ্টিভঙ্গির বদলে সাধারণভাবে গণতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে বেঁকে ফিরে যাবার ব্যর্থ চেষ্টা? হয়ত সাধারণভাবে গণতন্ত্র নিয়ে কথা বলার জন্যে আপনি (মাফ করবেন কথাটার জন্যে) সাধ মিটিয়ে খোকা-বুলি বলতে মনস্থ করেছিলেন? কূপমণ্ডূকদের কাছে জনবোধ্য ব্যাখ্যানে জন্যেই হয়ত আপনি তাদের, কূপমণ্ডূকদের বদ্ধধারণাগুলো মুহূর্তের জন্যে মেনে নিতে মনস্থ করেছিলেন?

কিন্তু তাহলে সেটা সমস্ত অর্থে এবং সমস্ত দিক দিয়ে ভ্রান্ত দৃষ্টিপাত!

উপরে আমি লিখেছি, গণতান্ত্রিক দেশে কোন প্রলেতারিয়ান লেখকের পক্ষে গণতন্ত্র, জনসাধারণ, জনমত এবং বিজ্ঞানের শরণ নেওয়াটা একেবারেই অবান্তর। আচ্ছা, কিন্তু রাশিয়ায় আমাদের বেলায় অবস্থাটা কী? অমন শরণ নেওয়াটা উপযোগী নয় সম্পূর্ণত, কেননা সেটা কোন-কোনভাবে কূপমণ্ডূকদের বদ্ধধারণাগুলোকেও তোষণ যোগায়। সাধারণ গোছের আবেদন হলে, এতই সাধারণ যাতে সেটা অস্পষ্টতার কিনারে — তাতে রুস্কায়া মিস্ল-এর (৩৩) ইজগোয়েভ পর্যন্ত সই দেবেন দুহাত দিয়ে। তাহে লকেন বেছে নিলেন এমনসব নীতিবাক্য যেগুলিকে আপনি চমৎকার পৃথক করে বুঝতে পারেন ইজ্গোয়েভ-এর নীতিবাক্য থেকে, কিন্তু পাঠক পৃথক করে বুঝে নিতে পারবেন না?? (যারা শরিফ মেজাজে থাকতে জানে কথায়ই শুধু নয়, যারা নিজেদেরটা থেকে বুর্জোয়াদের বিজ্ঞান আর জনমত, প্রলেতারিয়ান গণতন্ত্র থেকে বুর্জোয়া গণতন্ত্র পৃথক করে বুঝে নিতে পারে সেই) প্রলেতারিয়ানদের থেকে (দুর্বলচিত্ত, জঘন্যভাবে দোলায়মান, অবসন্ন, হতাশাগ্রস্ত, আত্ম-পরিচিন্তনরত, ভগবৎচিন্তারত, ভগবান-গঠনকারী, ভগবৎ-তোষণকারী, আত্ম-অবমাননাকারী, না-বোধগম্যভাবে-নৈরাজ্যবাদী — অতি চমৎকার শব্দ বটে!! — ইত্যাদি, ইত্যাদি) কূপমণ্ডূকদের স্পষ্ট পৃথক করে না ধরে প্রশ্নটার উপর পাঠকদের সামনে একটা গণতান্ত্রিক পরদা টেনে দেওয়াটা কেন?

এমনটা করলেন কেন?

ঘোর হতাশাজনক।

ভবদীয় ভ. ই.

পুনশ্চ : রেজিস্ট্রি-করা বুক-পোস্টে উপন্যাসখানা আমরা আপনার কাছে পাঠিয়েছি। পেয়েছেন?

পুনঃপুনশ্চ : আমদের অনুরোধ, দেখবেন আপনার চিকিৎসাটা যথাসম্ভব ভাল হয় যেন, যাতে শীতকালে ভ্রমণ করতে পারেন কিন্তু ঠাণ্ডা না লাগে (শীতকালে তা বিপজ্জনক)।

ভবদীয় ভ. উলিয়ানভ

লেখা হয় ১৯১৩ সালে ১৩
কিংবা ১৪ নভেম্বর। পাঠান

হয় ক্রাকোভ থেকে ইতালির
কাপ্রি-তে

মাক্সিম গোর্কি-র কাছে

...*ভগবান, ভগবৎপ্রতিম সংক্রান্ত প্রশ্নে এবং সেটার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবকিছুতে আপনার মতাবস্থানে একটা স্ববিরোধ আছে — আমার মনে হয় সেই একই স্ববিরোধ যেটাকে আমি দেখিয়ে দিতাম কাপ্রিতে আমাদের শেষ বার দেখা হবার সময়ে আলাপের মধ্যে। ভ্পেরিওদপন্থা-র (৩৪) ভাবাদর্শগত ভিত্তিটাকে লক্ষ্য না করেই আপনি ভ্পেরিওদ-ওয়ালাদের সঙ্গে কাটান-ছিঁড়েন করেন (কিংবা কাটান-ছিঁড়েন করেন বলে মনে হয়)।

* চিঠিখানার শুরুটা পাওয়া যায় নি। — সম্পাঃ

সেই একই ব্যাপার ঘটেছে এখন। আপনি ত্যক্তবিরক্ত — আপনি এইভাবে লিখেছেন — বুঝতে পারি নে আপাতত কথাটা ঢুকে পড়ল কিভাবে, অথচ তার সঙ্গে সঙ্গে আপনি সমর্থন করছেন ভগবান আর ভগবান-গঠন সংক্রান্ত ধারণা।

ভগবান হল গোষ্ঠীর, জাতির, মানবজাতির গড়ে-তোলা সেইসব ধ্যানধারণার সাকল্য যা জাগিয়ে তুলে সংগঠিত করে এমন সামাজিক অনুভব যার লক্ষ্য হল সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিকে সংযুক্ত করা এবং জান্তব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের রাশ টেনে ধরা।

এই তত্ত্বটা স্পষ্টতই বগদানভ এবং লুনাচার্স্কি-র তত্ত্ব বা তত্ত্বদ্বয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

এটা স্পষ্টতই ভ্রান্ত, স্পষ্টতই প্রতিক্রিয়াশীল। খ্রীষ্টান সমাজতন্ত্রীদের (সবচেয়ে নিকৃষ্ট রকমের সমাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্রের নিকৃষ্টতম বিকৃতি) মতো আপনি এমন একটা প্রণালী ব্যবহার করছেন যাতে (আপনার পরম শুভেচ্ছা সত্ত্বেও) পুনরাবৃত্ত হচ্ছে পাদরিদের ভেলকিবাজি : ভগবান সংক্রান্ত ধারণা থেকে আপনি বাদ দিচ্ছেন এমন সবকিছু যা ঐহিতাসিক এবং বাস্তব জীবন থেকে উদ্ভূত (ময়লা, বদ্ধধারণা, পূত অজ্ঞতা আর হীনতা একদিকে, আর ভূমিদাসপ্রথা এবং রাজতন্ত্র অন্য দিকে), আর ভগবান সংক্রান্ত ধারণায় ইতিহাস আর জীবনের বাস্তবতার বদলী হিসেবে স্থাপন করা হয়েছে একটা মৃদু পেটি-বুর্জোয়া বুলি (ভগবান = যেসব ধ্যানধারণা জাগিয়ে তুলে সংগঠিত করে সামাজিক অনুভব)।

সেটা করতে গিয়ে আপনি শুভ এবং সদয় কিছু বলতে চেয়েছেন, দেখিয়ে দিতে চেয়েছেন সত্য আর ন্যায় এবং এইরকমের অন্যান্য জিনিস। কিন্তু আপনার নিজস্ব ব্যাপার, একটা বিষয়ীগত নিরীহ কামনা হয়েই থেকে গেছে আপনার শুভেচ্ছা। একটাকিছু লিখে দিলে সেটা চলে যায় জনসাধারণ্যে, তখন সেটার তাৎপর্য নির্ধারিত হয় লেখকের শুভেচ্ছা দিয়ে নয়, বিভিন্ন সামাজিক শক্তির পরস্পর-সম্পর্ক দিয়ে, শ্রেণীতে-শ্রেণীতে বিষয়গত সম্পর্ক দিয়ে। সেই সম্পর্কের কারণে দেখা যাচ্ছে (আপনার ইচ্ছা নির্বিশেষে এবং আপনার চৈতন্য থেকে অনপেক্ষভাবে) আপনি একটা খাসা রঙ আর সুমিষ্ট পোঁচ লাগিয়ে দিয়েছেন ক্লেরিকালদের, পুরিশ্কেভিচ-দের, ২য় নিকোলাইদের আর স্ত্রুভেদের ধারণার উপর, কেননা কার্যক্ষেত্রে ভগবান সংক্রান্ত ধারণাটা মানুষকে দাসদশায় রাখতে তাঁদের সহায়ক। ভগবান সংক্রান্ত ধারণাটাকে দেখতে সুন্দর করে তুলে আপনি সুন্দর করে দেখিয়েছেন অজ্ঞ শ্রমিক আর কৃষকদের তারা যেটা দিয়ে বেঁধে রেখেছে সেই শৃঙ্খলটাকে। এই তো — পাদরি অ্যান্ড কোং বলবে — কী খাসা, প্রগাঢ় এই ধারণাটা (ভগবান সংক্রান্ত ধারণা), দেখুন গণতন্ত্রীমশাইরা, যা আপনাদের নেতারা পর্যন্ত মানেন : আর সেই ধারণার সেবক হলাম আমরা (পাদরি অ্যান্ড কোং)।

যা সামাজিক অনুভব জাগিয়ে তুলে সংগঠিত করে সেই সব ধ্যানধারণার সাকল্য হল ভগবান, এটা অসত্য। ওটা হল বগদানভী ভাববাদ যা ধ্যানধারণার বৈষয়িক উদ্ভব সংক্রান্ত সত্যটাকে চাপা দেয়। বহিঃ প্রকৃতি আর শ্রেণীগত জোয়াল এই দুইই মানুষকে পাশবিক উপায়ে দমন করে, এই অধীনতা থেকে পয়দা-হওয়া ধ্যানধারণা, যেসব ধ্যানধারণা সেই অধীনতাটাকে সংহত করে, শ্রেণী-

সংগ্রামকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়, সর্বাগ্রে সেগুলোর সাকল্য হল ভগবান (ইতিহাসে এবং বাস্তব জীবনে)। ভগবান সংক্রান্ত ধারণাটার এমন উদ্ভব এবং এমন সত্যিকারের অর্থ সত্ত্বেও ইতিহাসে একাদ গণতন্ত্রের এবং প্রলেতারিয়েতের সংগ্রাম চলত একটা ধর্মীয় ধারণার বিরুদ্ধে অন্য একটারসংগ্রামের আকারে।

কিন্তু সেই সময়টাও দূর অতীতের বস্তু।

ইউরোপে আর রাশিয়ায় উভয়ত আজকাল ভগবান সংক্রান্ত ধারণার যেকোন, সবচেয়ে মার্জিত এবং সবচেয়ে শুভেচ্ছাপ্রণোদিত সমর্থন কিংবা ন্যায্যতা প্রতিপাদন হল প্রতিক্রিয়াশীলতার ন্যায্যতা প্রতিপাদন।

আপনার গোটা সংজ্ঞার্থটা প্রতিক্রিয়াশীল এবং বুর্জোয়া — সর্বাংশে। ভগবান = যেসব ধ্যানধারণা জাগিয়ে তুলে সংগঠিত করে এমন সামাজিক অনুভব যার লক্ষ্য হল সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিকে সংযক্ত করা এবং জান্তব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের রাশ টেনে ধরা, সেগুলোর সাকল্য।

এটা প্রতিক্রিয়াশীল কেন? কারণটা হল এই যে, পাদরি আর সামন্ত মনিবদের প্রচারি তজান্তবতার রাশ টেনে ধরা সংক্রান্ত ধারণাটাকে এতে কৃত্রিম রঙে ছোপানো হয়। আসলে জান্তব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের রাশ টেনে ধরেছিল ভগবান সংক্রান্ত ধারণা নয়, সেই রাশ টেনেছিল আদিম যূথ এবং আদিম লোকসমাজ উভয়েই। ভগবান সংক্রান্ত ধারণা বরাবর সামাজিক অনুভবকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে, ভোঁতা করে দিয়েছে সেটাকে, বরাবর দাসত্ব (সবচেয়ে নিকৃষ্ট, হতাশাময় দাসত্ব) সংক্রান্ত ধারণা হিসেবে সেটা জীবিতের জায়গায় এনেছে মৃতকে। ভগবান সংক্রান্ত ধারণাটা সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিকে সংযুক্ত করে নি কখনও : উৎপীড়কদের দেবত্বের প্রতি বিশ্বাসের সঙ্গে উৎপীড়িত শ্রেণীগুলিকে অষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে বরাবর।

আপনার সংজ্ঞার্থটা বুর্জোয়া (বিজ্ঞানসম্মত নয়, ইতিহাসভিত্তিক নয়), তার কারণ সেটার ক্রিয়া ঘটে ঢালাও সাধারণ নিয়ে, সাধারণভাবে 'রবিনসন ক্রুসো'-ধাঁচের ধারণা নিয়ে, কিন্তু কোন নির্দিষ্ট ইতিহাসক্রমিক যুগে বিভিন্ন নির্দিষ্ট শ্রেণী নিয়ে নয়।

জিরিয়ানিন অসভ্য, ইত্যাদির (আধা-অসভ্যরা সমেত) মধ্যে ভগবান সংক্রান্ত ধারণা এক জিনিস। স্ত্রুভে অ্যান্ড কোং-এর বেলায় সেটা একেবারেই ভিন্ন ব্যাপার। উভয় ক্ষেত্রে এই ধারণাটাকে সমর্থন করে শ্রেণীগত আধিপত্য (আর এই ধারণাটা সমর্থন করে সেটাকে)। ভগবান আর ঐশ সংক্রান্ত জনসাধারণ্যের ধারণা হল জনসাধারণ্যের অজ্ঞতা, হীনতা, তমস, ঠিক যেমন জার, শয়তান আর চুল ধরে বৌকে টানা সংক্রান্ত জনসাধারণ্যের ধারণা। ভগবান সংক্রান্ত জনসাধারণ্যের ধারণাটাকে আপনি গণতান্ত্রিক বলছেন কেমন করে তা আমি বুঝতে পারছি নে একেবারেই।

দার্শনিক ভাববাদের বিবেচনায় থাকে সর্বদাই শুধু ব্যক্তির স্বার্থ, এটা ঠিক নয়। ব্যক্তির স্বার্থ কি গাসেন্দি-র চেয়ে দেকার্ত-এর মনে ছিল বেশি পরিমাণে? কিংবা ফয়েরবাখ-এর সঙ্গে তুলনায় ফিখ্টে আর হেগেল-এর?

ভগবান-গড়াটা হল ব্যক্তির মাঝে আর সমাজে বিভিন্ন সামাজিক উপাদানের ধিকতর বিকাশ আর সমাহারের প্রক্রিয়া — এটা স্রেফ ভয়াবহ!! রাশিয়ায় স্বাধীনতা থাকলে এমনসব জিনিসের জন্যে, নিছক বুর্জোয়া ধরন আর প্রকৃতির এমন সমাজবিদ্যা আর ঈশ্বরতত্ত্বের জন্যে গোটা বুর্জোয়াকুল আপনাকে প্রশংসা করে আকাশে তুলত।

আচ্ছা এখনকার মতো এটাই যথেষ্ট : এমনিতেই চিঠিখানা খুবই লম্বা। আবার আপনার করমর্দন করে আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

ভবদীয় ভ. ই.

লেখা হয় ১৯১৩ সালে
নভেম্বর মাসের দ্বিতীয়ার্ধে।
পাঠান হয় ক্রাকোভ থেকে

ইতালির কাপ্রি-তে

নারী-শ্রমিকদের প্রথম সারা রুশ কংগ্রেসে বক্তৃতা

১৯ নভেম্বর, ১৯১৮ (৩৫)

(প্রচণ্ড স্বাগতধ্বনি তুলে কংগ্রেসের নারী-শ্রমিকরা লেনিনকে অভিবাদন জানায়।) কমরেডগণ, কতকগুলি দিক থেকে প্রলেতারীয় ফৌজের নারী অংশের কংগ্রেসের বিশেষ জরুরী তাৎপর্য বর্তমান, কারণ সমস্ত দেশেই নারীদের আন্দোলনে আসা কঠিনতর হয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন হতে পারে না যদি মেহনতী নারীদের বৃহৎ অংশটা তাতে ব্যাপকভাবে যোগ না দেয়।

সমস্ত সভ্য দেশে, এমন কি সবচেয়ে অগ্রণী দেশেও মেয়েদের অবস্থা এমনই যে তাদের সাংসারিক বাঁদী বলা হয়, অর সেটা অকারণে নয়। কোনো পুঁজিবাদী রাষ্ট্রেই এমন কি সবচেয়ে মুক্ত প্রজাতন্ত্রেও নারীদের পূর্ণ সমানাধিকার নেই।

সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের কর্তব্য হল সর্বপ্রথমে নারী অধিকারের সমস্ত সীমাবদ্ধতা দূর করা। বুর্জোয়া নোংরামির, দলিতাবস্থা ও লাঞ্ছনার যা উৎস, বিবাহবিচ্ছেদের সেই মামলাবিধি সোভিয়েত রাজ পুরোপুরি বিলুপ্ত করেছে।

পুরোপুরি স্বাধীন বিবাহবিচ্ছেন আইন হয়েছে প্রায় এক বছর। আমরা ডিক্রি জারি করেছি, এতে বিবাহোদ্ভুত ও বিবাহবহির্ভূত সন্তানের অবস্থায় সবকিছু ভেদাভেদ লোপ এবং এক রাশি রাজনৈতিক বাধানিষেধ দূর করা হয়েছে। মেহনতী নারীদের এমন পরিপূর্ণ সমাধিকার ও স্বাধীনতা আর কোথাও নেই।

আমরা জানি যে অচল হয়ে আসা নিয়মের সমস্ত বোঝাটাই পড়ে শ্রমিক শ্রেণীর নারীদের উপর।

যেসব কারণে নারীরা অধিকারহীন হয়ে থাকে, ইতিহাসে এই প্রথম তা সব নাকচ করে দিয়েছে আমাদের আইন। কিন্তু ব্যাপারটা শুধু আইন নিয়ে নয়। আদের শহরও কলকারখানা-এলাকায় বিবাহের পূর্ণ স্বাধীনতার আইনটা ভালোই চলচে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে এটা প্রায়শই থেকে যাচ্ছে কাগজে। সেখানে এখনো পর্যন্ত গির্জা-বিয়ের প্রাধান্য, পুরোহিতদের প্রভাবের জন্য তারা এতে বাধ্য হয় এবং পুরোনো আইনের চেয়ে এই অভিশাপটার সঙ্গে লড়াই করা বেশি কঠিন।

ধর্মীয় কুসংস্কারের সঙ্গে সংগ্রামে অসাধারণ সতর্ক হওয়া চাই। এ সংগ্রামে যারা ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত করে তারা অনেক ক্ষতি করে। প্রচারের মাধ্যমে, জ্ঞানপ্রচারের মাধ্যমে লড়াই চালানো উচিত। সংগ্রামে তিক্ততা সৃষ্টি করে আমরা জনগণকে রুষ্ট করে তুলতে পারি, এ রকম সংগ্রামে ধর্মের ভিত্তিতে জনগণের বিভাগ পাকা হয়ে পড়ে, অথচ আমাদের শক্তিই যে হল একতা। ধর্মীয় কুসংস্কারের গভীরতম উৎস হল দারিদ্র্য ও তমসাচ্ছন্নতা, এই অভিশাপের সঙ্গে আমাদের লড়তে হবেই।

মেয়েদের অবস্থা এখনো পর্যন্ত এমন থেকে গেছে যে তাদের বাঁদী বলা হয়। মেয়েরা নিজেদের সাংসারিক ঘরকন্নার চাপে পীড়িত, এ অবস্থা থেকে তাকে ত্রাণ করতে পারে কেবল সমাজতন্ত্র। যখন আমরা ক্ষুদে জোত থেকে চলে যাব যৌথ জোত ও ভূমির যৌথ কর্ষণে, কেবল তখনই নারীদের পরিপূর্ণ সবাধীনতা ও শৃঙ্খলমোচন সম্ভব হবে। এ কাজটা কঠিন, কিন্তু এখন যখন গরিবদের কমিটি গড়ে উঠছে তখন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পাকা হবার সময় আসন্ন।

কেবল এখনই গ্রামবাসীদের গরিব অংশটা সংগঠিত হচ্ছে এবং তার মধ্যে, গরিবদের সংগঠনের মধ্যে সমাজতন্ত্র পাচ্ছে পাকা বনিয়াদ।

আগে প্রায়ই এমন হয়েছে যে শহরগুলি আগে বিপ্লবী হয়ে উঠেছে, গ্রামাঞ্চল নেমেছে তার পরে।

বর্তমান পরিবর্তন চলেছে গ্রামের উপর ভর করে, আর এইখানেই তার তাৎপর্য ও শক্তি। সমস্ত মুক্তি আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে মেয়েরা তাতে কী পরিমাণ অংশ নিচ্ছে তর উপরে বিপ্লবের সাফল্য নির্ভর করে। মেয়েরা যাতে স্বাধীনভাবে তাদের প্রলেতারীয় সমাজতান্ত্রিক কাজ চালাতে পারে, তার জন্য সোভিয়েত ক্ষমতা সবকিছু করছে।

সোভিয়েত রাজের পরিস্থিতি সেই পরিমাণেই দুরূহ যে পরিমাণে সমস্ত দেশের সাম্রাজ্যবাদীরা সোভিয়েত রাশিয়াকে ঘৃণা করছে ও তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করছে এইজন্য যে সোভিয়েত রাশিয়া বেশ কয়েকটি দেশে বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে তুলেছে ও সমাজতন্ত্রের দিকে দৃঢ় পদক্ষেপ করেছে।

এখন যখন তারা বিপ্লবী রাশিয়াকে চূর্ণ করতে চায় তখন তাদেরই পায়ের তলায় আগুন জ্বলতে শুরু করেছে। আপনারা জানেন কী ভাবে জার্মানিতে বিপ্লবী আন্দোলন ছড়াচ্ছে, ডেনমার্কে সরকারের সঙ্গে সংগ্রাম চলছে শ্রমিকদের। সুইজারল্যান্ড, হল্যান্ড জোরদার হচ্ছে বিপ্লবী আন্দোলন। এই সব ছোটো ছোটো দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের কোনো স্বাধীন গুরুত্ব নেই, কিন্তু তা বিশেষ রকমের অর্থবহ এইজন্য যে এসব দেশে যুদ্ধ হয় নি এবং সবচেয়ে ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই সেখানে বর্তমান ছিল। এ রকম দেশও যখন আন্দোলনে আসে, তখন এই আস্থাই জাগে যে বিপ্লবী আন্দোলন সারা বিশ্বকে গ্রাস করছে।

এ পর্যন্ত কোনো প্রজাতন্ত্রই নারীদের মুক্ত করতে পারে নি। সোভিয়েত রাজ সহায়তা করছে তাদের। আমাদের আদর্শ অপরাজেয় কেননা সব দেশেই উত্থিত হচ্ছে অপরাজেয় শ্রমিক শ্রেণী। অপরাজেয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বৃদ্ধিই সূচিত করছে এ আন্দোলন। (দীর্ঘ করতালি। 'আন্তর্জাতিক' সঙ্গীত।)

রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর খসড়া কর্মসূচি থেকে কর্মসূচিতে ধর্ম প্রসঙ্গে বিভাগ (৩৬)

ধর্ম প্রসঙ্গে, রাষ্ট্র থেকে গির্জা এবং গির্জা থেকে বিদ্যালয়ের বিচ্ছেদের আজ্ঞপ্তি জারি করাতে, অর্থাৎ যেসব ব্যবস্থা সম্বন্ধে বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কিন্তু পৃথিবীর কোথাও কখনও পুরোপুরি কার্যে পরিণত হয় নি পুঁজি আর ধর্মীয় প্রচারের মধ্যে বাস্তবিক বিদ্যমান বহু এবং বিবিধ সংযোগের দরুন সেগুলোতে গণ্ডিবদ্ধ না থাকাটা রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কর্মনীতি।

শোষক শ্রেণীগুলি আর সংগঠিত ধর্মীয় প্রচারের মধ্যে সংযোগ পুরোপুরি নষ্ট করা এবং ধর্মীয় বদ্ধধারণাগুলো থেকে মেহনতী মানুষকে বাস্তবিক মুক্ত করাই পার্টির লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে সবচেয়ে বহুবিস্তৃত বৈজ্ঞানিক শিক্ষা এবং ধর্মবিরোধী প্রচার পার্টিকে সংগঠিত করতে হবে। তবে ধর্মবিশ্বাসীদের ধর্মীয় আবেগে আঘাত পড়াটা সযত্নে এড়িয়ে চলা আবশ্যক, কেননা অমন আঘাত পড়লে অন্ধ ধর্মোন্মাদনা শুধু বাড়াতেই আনুকূল্য হয়।

যুব লীগের কাজ রাশিয়ার যুব কমিউনিস্ট লীগের তৃতীয় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসে বক্তৃতা ২ অক্টোবর, ১৯২০ (৩৭)

(প্রচণ্ড স্বাগতধ্বনি তুলে কংগ্রেস লেনিনকে অভিবাদন জানায়।) কমরেডসব, যুব কমিউনিস্ট লীগের মূল কাগুলি সম্বন্ধে, এবং সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে যুব সংগঠনগুলি সাধারণভাবে কেমন হওয়া উচিত সে-সম্বন্ধে আজ আমি বলতে চাইছি।

প্রশ্নটা নিয়ে সবিস্তারে বলা আরও বেশি প্রয়োজন এই কারণে যে, এক অর্থে বলা যেতে পারে, কমিউনিস্ট সমাজ গড়ার আদত কাজটা পড়বে নওজোয়ানেরই সামনে। কেননা এটা তো স্পষ্টই যে, পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে মানুষ-হওয়া পুরুষ-পর্যায়ের মেহনতী জনগণ শোষণের ভিত্তিতে গড়া সাবেকী, পুঁজিতান্ত্রিক জীবনযাত্রাপ্রণালীর ভিত্তিগুলোকে বিনষ্ট করার কাজটাই বড়জোর সমাধা করতে পারে। ক্ষমতা বজায় রাখতে প্রলেতারিয়েত এবং মেহনতী শ্রেণীগুলির সহায়ক সমাজব্যবস্থা গড়া এবং একটা মজবুত বনিয়াদ গড়ে দেবার কাজই তারা বড়জোর করতে পারবে, এই যে বনিয়াদের উপর নির্মাণকাজ চালাতে পারে শুধু নতুন পুরুষ-পর্যায়, যেটা কাজ শুরু করছে নতুন পরিবেশে, এমন অবস্থায় যেখানে মানুষের উপর মানুষের শোষণের ভিত্তিতে স্থাপিত সম্পর্কতন্ত্র আর নেই।

তাই, যুবসমাজের সামনেকার কাজগুলিকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করতে গেলে আমার এটা বলা চাই যে, সাধারণভাবে সুবসমাজের, আর বিশেষভাবে যুব কমিউনিস্ট লীগ এবং অন্যান্য সমস্ত সংগঠনের কাজগুলিকে চুম্বকে প্রকাশ করা যায় একটামাত্র শব্দ দিয়ে : শেখা।

এটা তো শুধু একটামাত্র শব্দ, তা তো বটেই। শিখতে হবে কী, কিভাবে শিখতে হবে? — এই প্রধান এবং সবচেয়ে সারাল প্রশ্নের উত্তর তাতে নেই। আর এখানে মোদ্দা কথাটা হল এই যে, সাবেকী, পুঁজিতান্ত্রিক সমাজটা বদলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে এখন যেসব নতুন পুরুষ-পর্যায় কমিউনিস্ট সমাজ গড়বে তাদের লালনপালন তালিম অরা শিক্ষাদীক্ষা চালান যায় না সাবেকী ধারায়। নওজোয়ানের শিক্ষণ, তালিম আর শিক্ষাদীক্ষা চালাতে হবে আমাদের কাছে পুরন সমাজের রেখে-যাওয়া মালমশলার সাহায্যে। পুরন সমাজ আমাদের কাছে যা রেখে গেছে জ্ঞান সংগঠন আর প্রতিষ্ঠানাদির শুধু সেই সাকল্যের ভিত্তিতেই, মানব-বল আর উপায়াদির শুধু সেই ভাণ্ডার কাজে লাগিয়েই আমরা কমিউনিজম গড়তে পারি। নওজোয়ানের শিক্ষণ সংগঠন এবং তালিম আমূল নতুন ছাঁচে ঢালতে হবে, একমাত্র এইভাবেই আমরা এটা নিশ্চিত করতে পারব যাতে নতুন পুরুষ-পর্যায়গুলির প্রচেষ্টার ফলে গড়ে উঠবে যা সাবেকী সমাজের মতো নয় এমন সমাজ, অর্থাৎ কমিউনিস্ট সমাজ। এই কারণেই আমাদের সবিস্তারে বিচার-বিবেচনা করতে হবে এই প্রশ্নটা নিয়ে : নওজোয়ানকে আমাদের কী শেখান দরকার, কমিউনিস্ট নওজোয়ান নামটাকে তারা সত্যিই সার্থক করতে চাইলে নওজোয়ানকে শিখতে হবে কিভাবে, আমরা যা শুরু করেছি সেটাকে নিষ্পন্ন এবং পূর্ণাঙগ করতে নওজোয়ান যাতে সক্ষম হয় সেজন্যে তাদের তালিম দিতে হবে কিভাবে।

আমি বলব, প্রথম এবং খুবই স্বাভাবিক উত্তরটা তো যেন এই যে, যুব লীগকে এবং যারা কমিউনিজমে পৌঁছতে চায় সাধারণভাবে সেই যুবসমাজকে শিখতে হবে কমিউনিজম।

কিন্তু কমিউনিজম শিখতে হবে এই উত্তরটা খুবই ব্যপক। কমিউনিজম শিখতে হলে কী দরকার? কমিউনিজম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে হলে সাধারণ জ্ঞানের সাকল্য থেকে বেছে নিতে হবে কী? এতে দেখা দেয় কতকগুলো বিপদ, কমিউনিজম শেখার কাজটাকে যখনই হাজির করা হয় বেঠিকভাবে, কিংবা যখন সেটাকে একপেশে করে বোঝান হয়, তখন প্রায়ই ঘটে এইসব বিপদ।

স্বভাবতই একেবারে প্রথমে মনে হবে, কমিউনিজম শেখা বলতে বোঝায় কমিউনিস্ট সারগ্রন্থ পুস্তিকা এবং বইগুলিতে যা রয়েছে সেই জ্ঞানের সাকল্যটাকে আয়ত্ত করা। কিন্তু কমিউনিজম অধ্যয়নের এমন সংজ্ঞার্থ অতি স্থূল, অপ্রতুল। কমিউনিস্ট সারগ্রন্থ বইপত্র আর পুস্তিকায় যা আছে শুধু তাই আয়ত্ত করলেই কমিউনিজম অধ্যয়ন হয়ে গেল এমনটা হলে আমরা অনায়াসেই পেয়ে যেতে পারি কমিউনিস্ট বয়ান-কপচানেওয়ালা আর হামবড়া বুলিবাগীশদের, তাতে আমাদের ক্ষতি হবে প্রায়ই, কেননা দেখা াবে, কমিউনিস্ট বইপত্র আর পুস্তিকায় যা লিপিবদ্ধ সেগুলোকে মুখস্থ করেও এরা জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সমন্বয় ঘটাতে অপারক, কউিনিজমের যা সত্যিকারের চাহিদা তদনুসারে কাজ করতে তারা অপারক।

সাবেকী, পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের রেখে-যাওয়া সবচেয়ে মস্ত আপদ-বালাই আর নষ্টামির মধ্যে একটা হল বাস্তব জীবন থেকে বইয়ের কথার ষোলআনা বিচ্ছেদ, কেননা এমনসব বই রয়েছে যাতে সবকিছুকে তুলে ধরা হয়েছে যথাসম্ভব চমৎকর ধাঁচে, অথচ এমনসব বেশির ভাগ বইয়েই রয়েছে অতি মারাত্মক এবং কপট মিথ্যা — পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের মেকি চিত্র।

এই কারণেই কমিউনিজম সম্বন্ধে নিছক কেতাবী জ্ঞান আয়ত্ত করাটা হবে মহা ভুল। কমিউনিজম সম্বন্ধে যাকিছু বলা হত সেগুলির নিছক পুনরাবৃত্তিই শুধু আর নয় আমাদের বক্তৃতা আর প্রবন্ধগুলি, কেননা সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের দৈনন্দিন কাজের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট আমাদের বক্তৃতা আর প্রবন্ধগুলি। কাজ না করে, সংগ্রাম না চালিয়ে কমিউনিস্ট বইপত্র আর পুস্তক-পুস্তিকা থেকে কমিউনিজম সম্বন্ধে পাওয়া কেতাবী জ্ঞানের কোন দাম নেই, কেননা তত্ত্ব আর চলিতকর্মের মধ্যে সাবেকী বিচ্ছেদ, সাবেকী বুর্জোয়া সমাজের সবচেয়ে জঘন্য উপাদান এই সাবেকী বিচ্ছেদ তাতে চলতে থাকে।

শুধু কমিউনিস্ট স্লোগানগুলি আয়ত্ত করতে লেগে যাওয়াটা আরও বেশি বিপজ্জনক। এই বিপদটাকে আমরা যথাসময়ে উপলব্ধি না করলে, এই বিপদ ঠেকাতে আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা প্রয়োগ না করলে সে-অবস্থায় ঐভাবে কমিউনিজম শিখে যে পাঁচ কি দশ লাখ তরুণ-তরুণী নিজেদের বলবে কমিউনিস্ট তারা কমিউনিজমের কর্মব্রতের মহা অনিষ্টই শুধু করবে।

এখানে প্রশ্ন ওঠে : কমিউনিজম অধ্যয়নে জন্যে এই সবকিছু মেশাতে হবে কেমন করে? সাবেকী শিক্ষায়তন থেকে, সাবেকী বিজ্ঞান থেকে আমাদের নিতে হবে কী? সর্বতোমুখী শিক্ষা দিয়ে মানুষ গড়ে তোলা, সাধারণভাবে বিভিন্ন বিদ্যা শিক্ষা দেওয়াই ছিল সাবেকী শিক্ষায়তনের ঘোষিত লক্ষ্য। আমরা জানি সেটা ছিল ডাহা মিথ্যে, কেননা বিভিন্ন শ্রেণীতে, শোষকে-শোষিতে মানুষের ভাগ-বিভাগই ছিল গোটা সমাজের ভিত্তি, সেটা দিয়েই ঐ সমাজ বজায় থাকত। সাবেকী শিক্ষায়তন শ্রেণীগত মানসতায় একেবারেই ভরপুর ছিল বলে সেটা স্বভাবতই জ্ঞানদান করত শুধু বুর্জোয়াদের সন্তানদের। প্রত্যেকটা কথাই মিথ্যাকরণ চলত বুর্জোয়াদের স্বার্থে। এই শিক্ষায়তনে নবীন পুরুষ-পর্যায়ের শ্রমিক-কৃষকদের মানুষ করে তোলার চেয়ে বুর্জোয়াদের স্বার্থে তালিম দেওয়াই হত বেশি করে। তাদের শিক্ষাদীক্ষা দেওয়া হত এমনভাবে যাতে তারা বুর্জোয়াদের উপযুক্ত নোকর হতে পারে, বুর্জোয়াদের শান্তি আর আরাম-বিরামে ব্যাঘাত না ঘটিয়ে তাদের জন্যে মুনাফা পয়দা করতে পারে। এই কারণেই সাবেকী শিক্ষায়তন বাতিল করে আমরা সাচ্চা কমিউনিস্ট শিক্ষাদীক্ষার জন্যে যা প্রয়োজন শুধু তাইই সেটা থেকে গ্রহণ করাটাকেই ধরেছি আমাদের কাজ হিসেবে।

এর থেকে আমি এসে পড়ছি সাবেকী শিক্ষালয়ের বিরুদ্ধে অনবরত যেসব অনুযোগ-অভিযোগ শুনি সেই কথায় — সেগুলো থেকে প্রায়ই আসে একেবারেই ভুল সিদ্ধান্ত। বলা হয়, সাবেকী শিক্ষালয় ছিল কেতাবী জ্ঞান, মুখস্থবিদ্যা আর ঠেসে-ঠেসে মাথায় ঢোকাবার শিক্ষালয়। সেটা ঠিক, কিন্তু সাবকৌ শিক্ষালয়ের কোন্‌টা খারাপ, আর কোন্‌টা আমাদের পক্ষে কাজের, তার মধ্যে পার্থক্য ধরতে পারা চাই, কমিউনিজমের জন্যে যা আবশ্যক সেটা তার মধ্য থেকে আমাদের বেছে নিতে পারতে হবে।

সাবেকী শিক্ষালয় দিত নিছক কেতাবী জ্ঞান, একগাদা অনাবশ্যক অবান্তর নিষ্ফলা জ্ঞান আয়ত্ত করতে বাধ্য করা হত শিক্ষার্থীদের, সেই জ্ঞান মাথায় ভরে থাকত এলোমেলোভাবে, আর একই বাঁধা ছক অনুসারে তালিম-পাওয়া আমলায় পরিণত করত নবীন পুরুষ-পর্যায়কে। কিন্তু মানুষের রাশীকৃত জ্ঞান-সম্পদ রপ্ত না করেই কমিউনিস্ট হওয়া যায় এমন সিদ্ধান্ত করার চেষ্টাটা হবে মহা ভুল। কমিউনিজম আপনিই যার একটা ফল সেই জ্ঞানসমষ্টি আয়ত্ত না করে কমিউনিস্ট স্লোগানগুলি এবং কমিউনিজম বিদ্যার সিদ্ধান্তগুলি রপ্ত করাই যথেষ্ট, এমনটা মনে করলে ভুল হয়। মানুষের জ্ঞানসমষ্টি থেকে কিভাবে কমিউনিজমের উদ্ভব ঘটল সেটা দেকিয়ে দেবার একটা দৃষ্টান্ত হল মার্কসবাদ।

আপনারা পড়েছেন এবং শুনেছেন যে, কমিউনিস্ট তত্ত্ব, প্রধানত মার্কসের সৃষ্টি-করা কমিউনিজমের বিজ্ঞান, এই মার্কসবাদের মতধারা, এটা উনিশ শতকের একজনমাত্র সমাজতন্ত্রীর কৃতি হয়ে থেকে যায় নি, যদিও তিনি ছিলেন মহা প্রতিভাধর, এটা হয়ে দাঁড়িয়েছে পৃথিবীর সর্বত্র লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি প্রলেতারিয়ানের মতবাদ, তারা এটাকে প্রয়োগ করছে পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে। যদি প্রশ্ন করেন মার্কসের শিক্ষামালা কী করে সর্বাধিক বিপ্লবী শ্রেণীর লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি মানুষের হৃদয়-মন জয় করল, তাতে উত্তর পাবেন শুধু একটাই : তার কারণ পুঁজিতন্ত্রের আমলে অর্জিত মানবজ্ঞানেরমজবুত ভিত্তিতে মার্কস দাঁড় করিয়েছেন তাঁর কৃতিকে, মানবসমাজ বিকাশের নিয়মাবলি বিচার-বিশ্লেষণ করে মার্কস কমিউনিজম অভিমুখে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের অনিবার্যতা উপলব্ধি করেন, আর — যেটা হল সবচেয়ে বড় কথা — পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ সম্বন্ধে খুবই যথাযথ, বিস্তারিত এবং প্রগাঢ় বিচার-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে, পূর্ববর্তী বিজ্ঞান যা সৃষ্টি করেছিল সেই সবকিছু পুরোপুরি আয়ত্ত করে, শুধু এইভাবেই তিনি সেটা প্রমাণ করেন। মানব-সমাজ যাকিছু সষ্টি করেছে তাকে তিনি নতুন াকার দেন বৈচারিক উপায়ে, তাতে তিনি একটাও দফাকে তুচ্ছ করেন নি। মানুষের চিন্তা যাকিছু সৃষ্টি করেছে সেগুলিকে পুনর্বিবেচনা করে, বিচার-সমালোচনা করে, শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের ক্ষেত্রে যাচাই করে তার থেকে নির্দিষ্ট আকারের এমনসব সিদ্ধান্ত তিনি করেন যা বুর্জোয়া সীমাবদ্ধতায় আটক কিংবা বুর্জোয়া বদ্ধধারণাগ্রস্ত লোকেরা করতে পারে নি।

যেমন কিনা যখন আমরা বলি প্রলেতারীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে তখন এটা আমাদের মনে থাকা চই। মানবজাতির বিকাশের মসগ্র ধারায় সৃষ্ট সংস্কৃতি সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান থাকলে এবং সেটাকে রূপান্তরিত করলে একমাত্র তবেই আমরা প্রলেতারীয় সংস্কৃতি সৃষ্টি করতে সমর্থ হব, এটা স্পষ্ট উপলব্ধি না করলে আমরা সমস্যাটার মীমাংসা করতে অপারক হব। প্রলেতারীয় সংস্কৃতি এমন একটাকিছু নয় যা কোত্থেকে ছিটকে এসেছে তা জানা নেই, যাঁরা নিজেদের বলেন প্রলেতারীয় সংস্কৃতির বিশেষজ্ঞ তাঁদের কপোলকল্পিত বস্তু এটা নয়। ওসব বাজে কথা। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ, জমিদারী সমাজ আর আমলাতন্ত্রিক সমাজের জোয়ালে জোতা থাকা অবস্থায় মানবজাতি যে-জ্ঞানভাণ্ডার সঞ্চিত করেছে তারই সুনিয়মিত বিকাশ হতে হবে প্রলেতারীয় সংস্কৃতিকে। এই সমস্ত পথ আর রাস্তা পৌঁছয়, পৌঁচ্ছছে এবং পৌঁছতে থাকবে প্রলেতারীয় সংস্কৃতিতে, ঠিক যেমন মার্কসের হাতে নতুন আকারে গড়া অর্থশাস্ত্র আমাদের দেখিয়েছে কোথায় পৌঁছতে হবে মানবজাতিকে, নির্দেশ করেছে শ্রেণী-সংগ্রামে উত্তরণ এবং প্রলেতারিয়ান বিপ্লবের সূচনার দিকে।

নওজোয়ানের প্রতিনিধিদের এবং একটা নতুন শিক্ষাব্যবস্থার কোন কোন প্রবক্তাকে যখন আমরা প্রায়ই সাবেকী শিক্ষালয়কে আক্রমণ করতে শুনি, তাতে বলা হয় সেটা ঠেসে মাথা বোঝাই করার বিদ্যালয়, তখন তাঁদের আমরা বলি সাবেকী শিক্ষালয়ে ভাল যা আছে তা আমাদের নিতে হবে। যার নয়-দশমাংশ অনাবশ্যক এবং দশমাংশ বিকৃত এমন বিপুল পরিমাণ জ্ঞান দিয়ে তরুণ-তরুণীদের মন ভারাক্রান্ত করার ব্যবস্থাটা আমরা সাবেকী শিক্ষালয় থেকে কিছুতেই গ্রহণ করব না। তবে তার মানে এই নয় যে, আমরা শুধু কমিউনিস্ট সিদ্ধান্তে এবং কমিউনিস্ট স্লোগান শেখায়ই গণ্ডিবদ্ধ থাকতে পারি। সেভাবে কমিউনিজম গড়া যাবে না। মানবজাতির সৃষ্টি করা সমস্ত সম্পদের জ্ঞান দিয়ে মনটাকে সমৃদ্ধ করা হলে শুধু তখনই কেউ কমিউনিস্ট হতে পারে।

ঠেসে-ঠেসে মাথা বোঝাই করার কোন দরকার আমাদের নেই, কিন্তু মৌলিক তথ্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান দিয়ে-দিয়ে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর মনের বিকাশ এবং উৎকর্ষ আমাদের ঘটাতে হবে বটে, কেননা অর্জিত সমস্ত জ্ঞান মনের মধ্যে হজম করা না হলে কমিউনিজম হয়ে দাঁড়াবে একটা ফাঁকা কথা, একখানা সাইনবোর্ড, আর কমিউনিস্ট হয়ে পড়বে স্রেফ বড়াইওয়ালা। এই জ্ঞানকে শুধু আয়ত্ত করলেই হল না, আয়ত্ত করতে হবে বৈচারিক উপায়ে, যাতে বাজে আবর্জনা ঠেসে মনটা বোঝাই না হয়, আজকের সুশিক্ষিত মানুষের পক্ষে অপরিহার্য তথ্যাদি দিয়ে মনটা যাতে সমৃদ্ধ হয়। বিস্তর গুরুত্বপূর্ণ এবং কঠিন

কাজ না করে, যেগুলোকে বৈচারিক উপায়ে পরীক্ষা করা আবশ্যক সেইসব তথ্য না বুঝে কোন কমিউনিস্ট যদি তার রপ্ত-করা রেডিমেড সিদ্ধান্তগুলির দরুন তার কমিউনিজমের বড়াই করতে পারে বলে ধারণা করে, শোচনীয় কমিউনিস্টই সে হবে। এমন পল্লবগ্রাহিতা নিশ্চিতভাবেই মারাত্মক। জানি অল্পই এটা জানা থাকলে আরও জানার চেষ্টা করব, কিন্তু কেউ যদি বলে সে কমিউনিস্ট, কিছুই সম্যক জানা তার দরকার নেই, সে কমিউনিস্ট হবার ধারে-কাছেও পৌঁছবে না কখনও।

পুঁজিপতিদের আবশ্যক নোকর তৈরি করত সাবেকী শিক্ষালয়, যাতেই পুঁজিপতিরা খুশি হয় তাই লেখা এবং বলার লোকে বিদ্বানদের পরিণত করত সাবেকী শিক্ষালয়। কাজেই সেটাকে আমাদের তুলে দিতে হবে। সেটাকে তুলে দিতে হবে, লোপ করতে হবে, তাই বলে কি এমনটা বোঝায় যে, মানুষের জন্যে অবশ্য প্রয়োজনীয় যা মানবজাতি জমিয়ে তুলেছে এমন সবকিছু আমাদের গ্রহণীয় নয়? তাতে কি এমনটা বোঝায় যে, কোন্‌টা পুঁজিতন্ত্রের পক্ষে আবশ্যক ছিল, আর কোন্‌টা কমিউনিজমের পক্ষে আবশ্যক, তার মধ্যে পার্থক্য আমাদের দেখতে হবে না?

অধিকাংশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বুর্জোয়া সমাজে আচরিত ড্রিল-সার্জেন্ট প্রণালীর জয়াগায় আমরা আনছি শ্রমিক আর কৃষকদের সচেতন শৃঙ্খলা, এরা এই সংগ্রামের জন্যে নিজেদের সমস্ত বল ঐক্যবদ্ধ এবং সংগঠিত করার দৃঢ়সংকল্প সামর্থ্য আর উদ্যমের সঙ্গে সংযুক্ত করে সাবেকী সমাজের প্রতি ঘৃণাটাকে, যাতে করে একটি বিশল দেশের সমস্ত এলাকয় ছড়ান বিচ্ছিন্ন অংসঘবদ্ধ লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোট মানুষের সংকল্পকে মিলিয়ে একক সংকল্প গেড় তোলা যায়, তাছাড়া পরাজয় অনিবার্য। এই সংহতি ছাড়া, শ্রমিক আর কৃষকদেরএই সচেতন শৃঙ্খলা ছাড়া আমাদের কর্মব্রতের কোন আশা-ভরসা নেই। এটা ছাড়া আমরা সারা পৃথিবীর পুঁজিপতি আর ভূস্বামীদের পরাস্ত করতে অপারক হব। ভিত্তিটার উপর নতুন, কমিউনিস্ট সমাজ গড়ার কথা তো ছেড়েই দিলাম, ভিত্তিটাকেও আমরা পোক্ত করতে পারব না। তেমনি, সাবেকী শিক্ষালয় বাতিল করে দিয়ে, সাবেকী শিক্ষালয়ের প্রতি অতি ন্যায্য আবশ্যখ ঘৃণা পোষণ করার সঙ্গে সঙ্গে, সাবেকী শিক্ষালয় লোপ করার তৎপরতাকে মূল্যবান জ্ঞান করেও আমাদের বোঝা চাই সাবেকী শিক্ষাপ্রণালী, ঠেসে-ঠেসে মাথা বোঝাই করার সাবেকী ধারা এবং সাবেী ড্রিলব্যবস্থার জায়গায় আমাদের আনতে হবে মানব-জ্ঞানের সাকল্যটা অর্জনের সামর্থ্য, আর সেট অর্জন করতে হবে এমনভাবে যাতে মুখস্থ করার বস্তু না হয়ে কমিউনিজম হয়ে ওঠে নিজেদের ভেবে দেখে-নেওয়া বস্তু, যাতে স্পষ্ট প্রকাশ পায় এখনকার দিনের শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে অপরিহার্য বিভিন্ন সিদ্ধান্ত।

কমিউনিজম শেখার লক্ষ্যটা নিয়ে বলার সময়ে প্রধান কাজগুলিকে তুলে ধরা চাই এইভাবেই।

এটাকে আপনাদের কাছে স্পষ্ট করে তোলার জন্যে এবং কিভাবে শিখতে হয় এই সমস্যাটাকে কিভাবে ধরতে হয় সেটা দেখাবার জন্যে একটা ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। আপনারা সবাই জানেন, সামরিক সমস্যাবলির পরে, প্রজাতন্ত্রের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সমস্যাবলির পরে এখন আমাদের সামনে পড়েছে বিভিন্ন আর্থনীতিক কাজ। আমাদের জানা আছে, কমিউনিস্ট সমাজ গড়া যায় না শিল্প আর কৃষি পুনঃস্থাপন না করে, অর এই পুনঃস্থাপনা পুরন ধারায় নয়। শিল্প আর কৃষি পুনঃস্থাপন করা চাই আধুনিক ভিত্তিতে, বিজ্ঞানেরসর্বসাম্প্রতিক কৃতি অনুসারে। আপনারা জানেন এই ভিত্তিটা হল বিদ্যুৎ, সারা দেশের, শিল্প আর কৃষির সমস্ত শাখার বিদ্যুৎসজ্জা হয়ে যাবার পরেই শুধু, সেই লক্ষ্যট হাসিল হয়ে গেলে শুধু তখনই আপনারা নিজেদের জন্যে গড়তে পারবেন কমিউনিস্ট সমাজ, যা গড়তে পারবে না আগেকার পুরুষ-পর্যায়। আপনাদের সামনে রয়েছে আর্থনীতিক দিক দিয়ে সমগ্র দেশকে নবজীবন দেবার কাজ, আধুনিক বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির ভিত্তিতে, বিদ্যুতের ভিত্তিতে আধুনিক টেকনিক্যাল ধারায় কৃষি আর শিল্প দুয়েরই পুনঃসংগঠন এবং পুনঃস্থাপনার কাজ। আপনারা বেশ ভালভাবেই বোঝেন নিরক্ষর মানুষ বিদ্যুৎসজ্জার কাজ সামলাতে পারে না, এতে শুধু প্রাথমিক সাক্ষরতাও যথেষ্ট নয়। বিদ্যুৎ কী, তা জানাটাই এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়, শিল্পে আর কৃষিতে, শিল্প আর

কৃষির পৃথক পৃথক শাখায় বিদ্যুতের প্রযুক্তিগত জ্ঞান থাকা চাই। সেটা নিজেদের শিখতে হবে, মেহনতী মানুষের সমগ্রউঠতি পুরুষ-পর্যায়কে সেটা শেখাতে হবে। প্রত্যেকটি শ্রেণী-সচেতন কমিউনিস্টের সামনে, যেসব তরুণ-তরুণী নিজেদের কমিউনিস্ট বলে মনে করেন এবং স্পষ্ট বোঝেন যে কমিউনিস্ট লীগে শামিল হয়ে তাঁরা কমিউনিস্ট নির্মাণকাজে পার্টিকে এবংকমিউনিস্ট সমাজ গড়তে সমগ্র নবীন পুরুষ-পর্যায়কে সাহায্য করার কাজ নিয়েছেন এমন প্রত্যেকের সামনে পড়েছে ঐ কাজটা। তাঁকে বুঝতে হবে, এটা তিনি গড়তে পারেন শুধু আধুনিক শিক্ষার ভিত্তিতে, তিনি এই শিক্ষা অর্জন না করলে নিছক একটা কামনা হয়েই থেকে যাবে কমিউনিজম।

বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ করাই ছিল পূর্ববর্তী পুরুষ-পর্যায়ের কাজ। বুর্জোয়াদের সমালোচনা করা, জনসাধারণের মধ্যে বুর্জোয়াদের প্রতি ঘৃণা তীব্রতর করা, আর শ্রেণী-চেতনা বিকশিত করা এবং জনসাধারণের শক্তি সম্মিলিত করার সামর্থ্য বাড়ানই ছিল তরপর প্রধান কাজ। ঢের বেশি জটিল কাজ পড়েছে নবীন পুরুষ-পর্যায়ের সামনে। পুঁজিপতিদের হামলার বিরুদ্ধে শ্রমিক-কৃষক সরকারটিকে সমর্থন করতে আপনাদের সমস্ত শক্তি একাট্টা করলে শুধু সেটাই যথেষ্ট নয়। সেটা তো আপনারা করবেনই। সেটা আপনারা বেশ স্পষ্টই বোঝেন, সেটা কমিউনিস্টদের দৃষ্টিতে স্পষ্ট নির্দিষ্ট। কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। আপনাদের গড়তে হবে কমিউনিস্ট সমাজ। অনেক দিক থেকে কাজটারপ্রথমটি সমাধা হয়েছে। যা বিধেয় ছিল সেইভাবে সাবেকী ব্যবস্তাটা বিনষ্ট হয়েছে, সেটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে যেমনটা ছিল বিধেয়। জমিন সাফ হয়েছে, এই জমিনে নবীন কমিউনিস্ট পুরুষ-পর্যায়ের গড়তে হবে কমিউনিস্ট সমাজ। আপনাদের সামনে রয়েছে নির্মাণের কাজ, এই কাজ আপনারা হাসিল করতে পারেন সমস্ত আধুনিক জ্ঞান আয়ত্ত করেই শুধু, একমাত্র যদি আপনারা কমিউনিজমকে রেডিমেড মুখস্থ-করা সূত্র উপদেশ বাঁধাগৎ ব্যবস্থাপত্র আর কর্মসূচি থেকে সেই জীবন্ত বাস্তবতায় পরিণত করতে পারেন যেটা আপনাদের আশু কাজে একত্ব সঞ্চারিত করে, আর যদি কমিউনিজমকে করে তুলতে পারেন আপনাদের সমস্ত ব্যবহারিক কাজে দিগদর্শী।

সমগ্র নবীন পুরুষ-পর্যায়কে শিক্ষাদীক্ষা আর তালিম দেওয়া এবং জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে আপনাদের চলতে হবে এই কাজ অনুসারেই। কমিউনিস্ট সমাজ নির্মাতাদের কাতারে থাকতে হবে প্রত্যেকটি তরুণ-তরণীকে, আর এই লক্ষ-লক্ষ নির্মাতাদের মধ্যে আপনাদের হওয়া চাই সবচেয়ে আগুয়ান। কমিউনিজম নির্মাণের কাজে শ্রমিক আর কৃষক নওজোয়ান জনরাশিকে শামিল না করলে আপনারা কমিউনিস্ট সমাজ গড়তে পারবেন না।

এর থেকে আমি স্বভাবতই এসে পড়ছি এই প্রশ্নটায় : আমরা কমিউনজম শেখাব কিভাবে, আর কী হবে আমাদের প্রণালীর বিশেষত্ব।

এখানে আমি আলোচনা করছি সর্বপ্রথমে কমিউনিস্ট নৈকিতা নিয়ে।

আপনাদের কমিউনিস্ট হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। যুব লীগের কাজ হল এমনভাবে সেটার ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপ সংগঠিত করা যাতে এর সদস্যরা অধ্যয়ন সংগঠন সম্মিলন আর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে তোলে নিজেদের এবং যারা সেটার নেতৃত্বপ্রত্যাশী তাদের সাইকে, যাতে সেটা কমিউনিস্টদের গড়ে তোলে। কমিউনিস্ট নৈতিকতা দিয়ে আজকের নওজোয়ানকে মানুষ করাই হওয়া চাই তাদের লালন-পালন করা, শিক্ষাদীক্ষা দেওয়া এবং তালিম দেবার সমগ্র উদ্দেশ্যটা।

তবে কমিউনিস্ট নৈতিকতা বলে কিছু আছে কি? কমিউনিস্ট নীতিজ্ঞান বলে কিছু আছে কি? নিশ্চয়ই আছে। জিনিসটাকে প্রায়ই এমনভাবে হাজির করা হয় যেন আমাদের নিজস্ব কোন নৈতিকতা নেই, আমরা কমিউনিস্টরা যেকোন নৈতিকতা মানতে অস্বীকার করি বেল বুর্জোয়ারা অভিযোগ তোলে খুবই ঘন ঘন। এটা হল বিষয়টাকে তালগোল পাকিয়ে দেবার, শ্রমিক আর কৃষকদের চোখে ধুলো দেবার একটা কায়দা।

আমরা নৈতিকতা মানতে অস্বীকার করি, নীতিজ্ঞান মানতে অস্বীকার করি, সেটা কোন্ অর্থে?

যারা নৈতিকতা উপপাদন করে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ থেকে সেই বুর্জোয়ারা এর যে-উপদেশ বিতরণ করে সেই অর্থে। এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চয়ই বলি আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি নে, আমরা বেশ ভালভাবেই জানি যাজকমণ্ডলী, ভূস্বামীরা আর বুর্জোয়ারা ঈশ্বরের নাম নিয়েছে শেঅষক হিসেবে নিজেদের স্বার্থের গরজে। নইলে, নীতিজ্ঞানের প্রত্যাদেশ থেকে, ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ থেকে নৈতিকতা উপপাদন না করে তারা সেটা করেছে ভাববাদী কিংব আধা-ভাববাদী বুলি থেকে, যা বরাবরই ঈশ্বরের প্রত্যাদেশের খুবই কাছাকাছি একটা কিছুতে পর্যবসিত হয়েছে।

অমানবিক, না-শ্রেণীগত কোন ধারণা থেকে গৃহীত যেকোন নৈতিকতা আমরা প্রত্যাখ্যান করি। আমরা বলি সেটা প্রতারণা, ভূস্বামী আর পুঁজিপতিদের স্বার্থে শ্রমিক এবং কৃষকদের ধোঁকা দেবার ব্যাপার, তাদের বোধশক্তি স্তবথ করে দেবার ব্যাপার।

আমরা বলি আমাদের নৈতিকতা সর্বতোভাবেই প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রামের বশবর্তী। প্রলোতরিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রামের স্বার্থ থেকেই আসছে আমাদের নৈতিকতা।

সমস্ত শ্রমিক আর কৃষকদের উপর ভূস্বামী আর পুঁজিপতিদের শোষণের ভিত্তিতে ছিল সাবেকী সমাজ। সেটাকে আমাদের লোপ করতে হয়েছে, তাদের উচ্ছেদ করা দরকার হয়েছে, কিন্তু সেজন্যে ঐক্য আবশ্যক। সে-ঐক্য সৃষ্টি করেন না ঈশ্বর।

এই ঐক্য যোগাতে পারত শুধু কল-কারখানা, দীর্ঘ সুপ্তি থেকে জেগে-ওঠা শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রলেতারিয়েতেই শুধু। সেই শ্রেণী যখন গড়ে উঠল কেবল তখনই দেখা দিল গণ-আন্দোলন, যেটার পরিণতি হয়েছে যা আমরা এখন দেখছি — সবচেয়ে দুর্বল একটি দেশে প্রলেতারিয়ান বিপ্লবের জয়, যা তিন বছর ধরে সারা পৃথিবীর বুর্জোয়াদের হামলা প্রতিহত করে আসছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি পৃথিবীর সর্বত্র কেমনটা ঘটছে প্রলেতরিয়ান বিপ্লবের বিকাশ। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এখন আমরা বলছি, অসংঘবদ্ধ ইতস্তত ছড়ানো কৃষকেরা যেটার অনুগামী, শোষকদের সমস্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যেটা কোট বজায় রেখেছে, সেই পাকাপোক্ত শক্তিটাকে গড়ে তুলতে পারত শুধু প্রলেতারিয়েতই। মেহনতী জনসাধারণকে একাট্টা হতে, তাদের জড়ো হতে সাহায্য করতে এবং কমিউনিস্ট সমাজ চিরকালের জন্যে রক্ষা করতে, চূড়ান্ত মাত্রায় সংহত করতে, চূড়ান্ত আকারে গড়ে তুলতে পারে কেবল এই শ্রেণীটিই।

তাই আমরা বলি : আমাদের দিক থেকে, মানব-সমাজের বাইরে থেকে নেওয়া নৈতিকতা বলে কিছু হয় না, সেটা ভাঁওতা, আমাদের কাছে নৈতিকতা প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রামের স্বার্থের বশবর্তী।

শ্রেণীসংগ্রাম বস্তুটা কী? জারের উচ্ছেদ, পুঁজিপতিদের উচ্ছেদ, পুঁজিপতি শ্রেণী লোপ — এই নিয়ে শ্রেণীসংগ্রাম।

সাধারণভাবে বলতে বিভিন্ন শ্রেণী কী? এটা হল যাতে করে সমাজের একাংশের শ্রমকে অন্য একাংশের আত্মসাৎ করা চলতে পারে। সমাজের একাংশ সমস্ত ভূমি আত্মসাৎ করলে হল ভূস্বামী শ্রেণী এবং কৃষক শ্রেণী। যদি সমাজের একাংশ হয় কল-কারখানারশেয়ার এবং পুঁজির মালিক, আর অন্য একটা অংশ কাজ করে ঐসব কল-কারখানায়, তাহলে হল পুঁজিপতি শ্রেণী এবং প্রলেতারিয়ান শ্রেণী।

জারকে খেদান কঠিন হয় নি — সেজন্যে লেগেছিল মাত্র অল্প কয়েকটা দিন। ভূস্বামীদের তাড়ান খুব শক্ত হয় নি — অল্প কয়েক মাসের মধ্যে সেটা করে ফেলা হয়। পুঁজিপতিদের ভাগানোও খুব দুকর হয় নি। কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণী লোপ করা এতই বেশি দুঃসাধ্য যার সঙ্গে কিছুর তুলনা চলে না, শ্রমিক-কৃষকে বিভাগটা এখনও আমাদের রয়েছে। কোন কৃষক যদি একটা জমি-বন্দে গেড়ে বসে আত্মসাৎ করে তার উদ্বৃত্ত শস্য, অর্থাৎ যে-শস্য তার নিজের জন্যে কিংবা তার গবাদি পশুর জন্যে দরকার নেই, অথচ বাদবাকি লোকের চালাতে হয় রুটি ছাড়াই, তাহলে সেই কৃষক হয়ে দাঁড়ায় শোষক।

যত বেশি শস্য সে ধরে রাখতে পারে সেটা হয় তার পক্ষে ততই বেশি লাভজনক, বাদবাকি সবাই উপোসী থাকুক : 'তারা যত বেশি ভুখা থাকবে ততই চড়া দামে আমি বেচতে পারব এই শস্য'। সবাইকে কাজ করতে হবে একই সাধারণী পরিকল্পনা অনুসারে, এজমালি জমিতে, সাধারণের কল-কারখানায়, একই নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে। এটা করা কি সহজ? দেখছেন তো, জার ভূস্বামী আর পুঁজিপতিদের খেদিয়ে দেবার মতো সহজ নয় এটা। কৃষকদের একাংশকে প্রলেতারিয়েতের নতুন করে শিক্ষাদীক্ষা দেওয়া চাই, যারা ধনী, এবং বাদবাকি মানুষের গরিবি আর অভাব-অনটন থেকে মুনাফা করছে সেই সব কৃষকের প্রতিরোধ দমন করার জন্যে প্রলেতারিয়েতের নিজের পক্ষে আনা চাই মেহনতী কৃষকদের। তাহলে, জারকে উচ্ছেদ করায় এবং ভূস্বামী আর পুঁজিপতিদের তাড়িয়ে দেওয়াতেই প্রলেতারিয়ান সংগ্রামের কাজ সমাধা হয়ে যায় নি, তা হল আমরা যেটাকে বলি প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব সেই ব্যবস্থাটার কাজ।

শ্রেণী-সংগ্রাম চলছে, শুধু সেটার রূপ বদলেছে। এটা হল সাবেকী শোষকদের প্রত্যাবর্তন ঠেকাবার জন্যে, ইতস্তত ছড়িয়ে-থাকা অজ্ঞ কৃষক জনরাশিকে একই সমিতিতে সম্মিলিত করার জন্যে প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রাম। শ্রেণী-সংগ্রাম চলছে, সমস্ত স্বার্থকে এই সংগ্রামের বশবর্তী করাই আমাদের কাজ, আমরা এই কাজের বশবর্তী করেছি কমিউনিস্ট নৈতিকতাকেও। আমরা বলছি : সাবেকী শোষক সমাজকে ধ্বংস করতে যা সাহায্য করে, নতুন, কমিউনিস্ট সমাজ গড়তে ব্যাপৃত প্রলেতারিয়েতের চারপাশে সমস্ত মেহনতী মানুষকে একাট্টা করতে যা আনুকূল্য করে সেটাই নৈতিকতা।

যে-নৈতিকতা এই সংগ্রামের আনুকূল্য করে, সমস্ত শোষণের বিরুদ্ধে, সমস্ত খুদে ব্যক্তিগত মালিকানার বিরুদ্ধে মেহনতী মানুষকে একাট্টা করে সেটাই কমিউনিস্ট নৈতিকতা, কেননা গোটা সমাজের শ্রমে যা পয়দা হয় সেটাকে একজনের হাতে তুলে দেয় খুদে মালিকানা। ভূমি আমাদের দেশে সাধারণের সম্পত্তি।

এখন ধরুন এই সাধারণের সম্পত্তি থেকে একটা টুকরো নিয়ে তাতে আমার যা প্রয়োজন তার দ্বিগুণ শস্য ফলিয়ে উদ্বৃত্তটা দিয়ে যদি মুনাফাখোরি করি? ধরুন, যত বেশি লোক উপোসী থাকবে তারা তত বেশি দাম দেবে, এইভাবে আমি যেন যুক্তি দেখালাম? আমার তেমন আচরণটা কি কমিউনিস্টের মতো হবে? না, আমার আচরণটা হবে শোষকের মতো, মালিকের মতো। তার বিরুদ্ধে লড়তে হবে। সেটা চলতে দেওয়া হলে সবকিছু পিছিয়ে গিয়ে পড়বে পুঁজিপতিদের শাসনের মধ্যে, বুর্জোয়াদের শাসনের মধ্যে, যা একাধিক বার ঘটেছে পূর্ববর্তী কোন কোন বিপ্লবে। পুঁজিপতি আর বুর্জোয়াদের কর্তৃত্বের পুনঃস্থাপনা রোধ করতে হলে আমরা মুনাফাখোরি চলতে দিতে পারি নে, বাদবাকি মানুষের ঘাড় ভেঙে কোন কোন ব্যক্তির শ্রীবৃদ্ধি হতে দেওয়া চলবে না, মেহনতী জনগণকে প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে সমবেত হয়ে গড়ে তুলতে হবে কমিউনিস্ট সমাজ। এটাই লীগের এবং মকমিউনিস্ট নওজোয়ানদের সংগঠনের মূল কাজের প্রধান বিশেষত্ব।

সাবেকী সমাজের ভিত্তি-নীতি ছিল এই : লুণ্ঠন করো নইলে লুণ্ঠিত হও, অন্যের জন্যে কাজ করো নইলে অন্যান্যকে কাজ করাও নিজের জন্যে, হও দাস-মালিক নইলে দাস। স্বভাবতই এমন সমাজে গড়ে-ওঠা ানুষ বলা যেতে পারে মায়ের দুধের সঙ্গে মেশান অবস্থায় হজম করে এই মানসতা, এই অভ্যাস, এই ধারণা : তুমি হয় দাস-মালিক নইলে দাস, আর নইলে খুদে মালিক, সামান্য কর্মচারী, খুদে কর্মকর্তা, কিংবা বুদ্ধিজীবী, এককথায়, এমন মানুষ যার গরজ শুধু নিজের জন্যে, অন্য কারও ব্যাপর নিয়ে একটুও মাথাব্যথা নেই।

এই জমি-বন্দটা নিয়ে আমি কাজকর্ম চালালেই হল, অন্য কারও ব্যাপার নিয়ে আমার একটুও মাথাব্যথা নেই, অন্যান্যেরা উপোসী থাকলে সেটা তো বরং আরও ভাল, শস্য বাবত পয়সা পাব আরও বেশি। ডাক্তার ইঞ্জিনিয়র শিক্ষক কিংবা কেরানি হিসেবে চাকরিটা থাকলে অন্য কাউকে নিয়ে

আমার একটুও মাথাব্যথা নইে। কর্তৃপক্ষের মোসাহেবি করলে, মনোরঞ্জন করলে আমার কাজটা থেকে যেতে পারে, উন্নতিও হয়ে যেতে পারে, এমনকি বনে যেতে পারি বুর্জোয়া। এমন মানসতা, এমন ভাব-ভাবনা কোন কমিউনিস্টের পোষণ করা চলে না। শ্রমিক আর কৃষকেরা যখন প্রমাণ করল তারা নিজেদেরই চেষ্টায় আত্মরক্ষা করতে এবং নতুন সমাজ গড়তে সক্ষম, সেটা হল নতুন, কমিউনিস্ট শিক্ষাদীক্ষার সূচনা, সেটা হল শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষা, স্বার্থন্বেষী আর খুদে মালিকদের বিরুদ্ধে, যাতে বলা হয় আমি নিজের লাভের খোঁজে আছি, অন্য কিছুর জন্যে আমার একটুও মাথাব্যথা নেই সেই মানসতা আর অভ্যাসের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে মৈত্রীজোটের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষা।

নবীন উঠতি পুরুষ-পর্যায় কিভাবে কমিউনিজম শিখবে সেই প্রশ্নের উত্তরটা হল এই।

শোষকদের সাবেকী সমাজের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়ানদের এবং সমস্ত মেহনতী মানুষের চালান অবিরাম সংগ্রামের সঙ্গে নিজেদের অধ্যয়ন, তালিম আর শিক্ষাদীক্ষার প্রত্যেকটা পদক্ষেপকে গ্রন্থিবদ্ধ করেই শুধু নবীন পুরুষ-পর্যায় কমিউনিজম শিখতে পারে। কেউ আমাদের কাছে নৈতিকতার কথা তুললে আমরা বলি : কমিউনিস্টদের বিবেচনায়, শোষকদের বিরুদ্ধে এই সম্মিলিত শৃঙ্খলা আর সচেতন গণ-সংগ্রামের মাঝেই রয়েছে সমগ্র নৈতিকতা। কোন শাশ্বত নৈতিকতায় আমাদের বিশ্বাস নেই, নৈতিকতা নিয়ে সমস্ত গালগল্প ভুয়ো, সেটা আমরা খুলে দেখিয়ে দিই। মানবসমাজকে আরও উঁচু স্তরে উন্নীত করা এবং শ্রম শোষণ থেকে সেটার অব্যাহতি পাবার উদ্দেশ্যসাধনে নৈতিকতা সহায়ক।

বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সুশৃঙ্খল এবং প্রচণ্ড সংগ্রামের মধ্যে যারা সচেতনভাবে পরিণত হয়ে উঠতে শুরু করেছে সেই নওজোয়ানের পুরুষ-পর্যায়টিকেই আবশ্যক সেটা হাসিল করার জন্যে। এই সংগ্রামে সেই পুরুষ-পর্যায় গড়ে তুলছে সাচ্চা কমিউনিস্টদের, তাদের অধ্যয়ন শিক্ষাদীক্ষা আর তালিমের প্রত্যেকটা ধাপকে এই সংগ্রামের বশবর্তী করা চাই, এই সংগ্রামের সঙ্গে সংযুক্ত করা চাই। তাদের মার্জিত-প্রীতিকর বক্তৃতা এবং নীতিবচন শোনানোটাই কমিউনিস্ট নওজোয়ানের শিক্ষাদীক্ষা বলে গণ্য হওয়া চলবে না। শিক্ষাদীক্ষা বলতে তা বোঝায় না। লোকে যখন দেখেছে কিভাবে তাদের মা-বাপেরা জীবনযাপন করত ভূস্বামী আর পুঁজিপতিদের গোলামির দশায়, শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করলে যে-দুর্ভোগ ঘটে সেটাতে তারা যখন নিজরাই ভুক্তভোগী, তারা যখন দেখেছে অর্জিত সামান্য সাফল্য রক্ষার জন্যে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হলে কি ক্ষতিস্বীকার করতে হয়, দেখেছে কী ভয়ঙ্কর শত্রু ঐ ভূস্বামীরা আর পুঁজিপতিরা — তখন এই পরিবেশই তাদের কমিউনিস্ট হবার শিক্ষা দিয়েছে। কমিউনিজমকে সংহত-সুস্থিত এবং পূর্ণাঙ্গ করে তোলার সংগ্রামই কমিউনিস্ট নৈতিকতার ভিত্তি। কমিউনিস্ট তালিম, শিক্ষাদীক্ষা আর শিক্ষণের ভিত্তিও তাইই। কমিউনিজম কিভাবে শিখতে হবে সে-প্রশ্নের উত্তরটা ঐ।

শিক্ষরণ তালিম আর শিক্ষাদীক্ষা শুধু বিদ্যালয়ে গণ্ডিবদ্ধ থাকলে এবং জীবনের ঝড়-ঝাপটা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলে তাতে আমাদের আস্থা নেই। শ্রমিক আর কৃষকদের উপর ভূস্বামী আর পুঁজিপতিদের উৎপীড়ন চলে যতকাল, আর যতকাল শিক্ষালয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে ভূস্বামী এবং পুঁজিপতিরা, তখন নবীন পুরুষ-পর্যায় থেকে যায় অন্ধ অজ্ঞ। নওজোয়ানকে আমাদের শিক্ষালয়গুলির যোগতে হবে জ্ঞানের মূল উপাদানগুলি কমিউনিস্ট বিবেচনাধারা স্বাধীনভাবে গড়ে তোলার সামর্থ্য, তরুণ-তরুণীদের করে তুলতে হবে শিক্ষিত মানুষ। শিক্ষালয়ে পড়ার সময়েই শোষকদের হাত থেকে মুক্তির সংগ্রামে অংশভাগী হয়ে উঠতে শিখতে হবে তাদের। শিক্ষণ তালিম আর শিক্ষাদীক্ষার প্রত্যেকটা ধাপই যখন শোষকদের বিরুদ্ধে সমস্ত মেহনতী মানুষের সাধারণ সংগ্রামে এবং অংশ গ্রহণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবে কেবল তখনই যুব কমিউনিস্ট লীগের নবীন কমিউনিস্ট পুরুষ-পর্যায়ের সংঘ হিসেবে নামটা সার্থক হবে। কেননা আপনারা বেশ ভালভাবেই জানেন, যতকাল রাশিয়া থাকছে একমাত্র শ্রমিক প্রজাতন্ত্র,

আর বাদবাকি দুনিয়ায় থেকে যাচ্ছে সাবেকী, বুর্জোয়া ব্যবস্থা, সেই সময়ে আমরা তাদের চেয়ে দুর্বল থাকব, আমাদের উপর নতুন আক্রমণের বিপদ থাকবে সর্বক্ষণ, আর আমরা যদি পোক্ত-একাট্টা হতে শিখি শুধু তবেই আমরা আগামী সংগ্রামে জিতব এবং আরও শক্তিলাভ করে হয়ে উঠব যথার্থই অজেয়। এইভাবে, কমিউনিস্ট হওয়া বলতে বোঝায় সমগ্র উঠতি পুরুষ-পর্যায়কে সংগঠিত এবং সম্মিলিত করতে পারা চাই, এই সংগ্রামে শিক্ষাদীক্ষা আর শৃঙ্খলার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারা চাই। তাহলে আপনারা কমিউনিস্ট সমাজসৌধ গড়া শুরু করে সে-কাজ হাসিল করতে পারবেন।

এটা আপনাদের কাছে স্পষ্ট করে তোলার জন্যে একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। আমরা নিজেদের বলি কমিউনিস্ট। কমিউনিস্ট বলতে কী বোঝায়? কমিউনিস্ট ওৰ্ঁক্ষস্ফ একটা ল্যাটিন শব্দ। াৰ্ঁক্ষ হল৬=ঁ=ঁ (সাধারণ)-এর ল্যাটিন রূপ। কমিউনিস্ট সমাজ মানে সবকিছু সাধারণের — ভূমি, কল-কারখানা, শ্রম সাধারণী — এই হল যাবে বলে কমিউনিজম।

প্রত্যেকে নিজ জমি-বন্দে পৃথক-পৃথক কাজ করলে সেটা কি সাধারণী শ্রম হতে পারে? সাধারণী শ্রম মুহূর্তে ঘটানো যায় না। অসম্ভব। সেটা আকাশ থেকে পড়ে না। খাটা-খাটনি দিয়ে, কষ্ট করে সেটাকে গড়ে তুলতে হয়। সেটা গড়ে ওঠে সংগ্রামের ধারায়। এতে সাবেকী বই কোন কাজের নয় — সে-কেতাব কেউ বিশ্বাস করবে না। এতে চাই নিজস্ব জীবনের অভিজ্ঞতা। কলচাক আর দেনিকিন সাইবেরিয়া এবং দক্ষিণ থেকে এগবার সময়ে কৃষকেরা ছিল তাদের পক্ষে। বলশেভিকরা তাদের মুনাসিব হয় নি। কিন্তু সাইবেরিয়ায় আর ইউক্রেনে কৃষকেরা যখন কলচাক আর দেনিকিনের কর্তৃত্ব সইল তখন তারা বুঝল — হয় যেতে হবে পুঁজিপতিদের কাছে, আর অমনি তারা কৃষকদের সমর্পণ করবে ভূস্বামীদের দাসত্বের মাঝে, নইলে চলতে হবে শ্রমিকদের পিছনে, তারা দুধের নদীর ক্ষীরের পাড়ের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে না বটে, তারা দাবি করছে দুঃসাধ্য সংগ্রামে কঠোরতম শৃঙ্খলা আর দৃঢ়তা, কিন্তু কৃষকদের মুক্ত করবে পুঁজিপতি আর ভূস্বামীদের দাসত্ব থেকে — গত্যন্তর নেই। অজ্ঞ কৃষকেরাও যখন দেখে-শুনে এটা উপলব্ধি করল তখন তারা হয়ে উঠল কমিউনিজমের সচেতন অনুগামী, যারা কঠোর শিক্ষালাভ করেছে। এমন অভিজ্ঞতাই হওয়া চাই যুব কমিউনিস্ট লীগের সমস্ত ক্রিয়াকলাপের ভিত্তি।

সাবেকী শিক্ষালয় থেকে এবং সাবেকী জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে কী শিখতে হবে, কী আমাদের নিতে হবে, এসব প্রশ্নের উত্তর আমি দিলাম। এটা শিখতে হবে কীভাবে, এই প্রশ্নটারও উত্তর দিতে আমি চেষ্টা করছি এখন, সেটা এই : শিক্ষালয়গুলির ক্রিয়াকলাপের প্রত্যেকটা ধাপকে, তালিম শিক্ষাদীক্ষাদান আর শিক্ষণের প্রত্যেকটা ধাপকে শোষকদের বিরুদ্ধে সমস্ত মেহনতী মানুষের সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত করেই শুধু।

কমিউনিজমের এই শিক্ষাদীক্ষা কিভাবে চলা চাই সেটা বিশদ করে তোলার জন্যে আমি কোন কোন যুব সংগঠনের কাজের অভিজ্ঞতা থেকে কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। নিরক্ষরতা উচ্ছেদ করার কথা সবাই বলে। আপনারা জানেন, নিরক্ষর দেশে কমিউনিস্ট সমাজ গড়া যায় না। সোভিয়েত সরকার নির্দেশ জারি করে দিল, কিংবা পার্টি তুলল একটা বিশেষ স্লোগান কংবা কিছুসংখ্যক সেরা কর্মীর উপর দিল কাজটার ভার — এসব যথেষ্ট নয়। কাজটা হাতে নিতে হবে নবীন পুরুষ-পর্যায়ের নিজেকেই। যুবসমাজ, যুব লীগে শামিল তরু-তরুণীরা বলল : কাজটা আমাদের, নিরক্ষরতা দূর করার জন্যে আমরা এক হয়ে যাব গ্রামাঞ্চলে, যাতে একজনও নিরক্ষর না থাকে আমাদের উঠতি পুরুষ-পর্যায়ে, সেই হল কমিউনিজম। উঠতি পুরুষ-পর্যায়ের স্বতঃপ্রণোদিত ক্রিয়াকলাপ যাতে এই কাজে নিয়োজিত হয় সেজন্যে আমরা চেষ্টা করছি। আপনারা জানেন, অজ্ঞ নিরক্ষর রাশিয়াকে ঝট করে সাক্ষর দেশে পরিণত করা যায় না, তবে যুব লীগ এই কাজে লেগে গেলে, সমস্ত নওজোয়ান যদি কাজ করে সবার কল্যাণের জন্যে, তাহলে চার লক্ষ তরুণ-তরুণীর সম্মিলনী এই লীগ যুব কমিউনিস্ট লীগ বলে অভিহিত হবার হকদার হবে। যেসব তরুণ-তরুণী নিজে-নিজেই নিরক্ষরতার তমসা থেকে

উদ্ধার পেতে পারছে না তাদের সাহায্য করাটা হল কোন-না-কোন জ্ঞান অর্জন করার সঙ্গে সঙ্গে লীগের সদস্যদের আর-একটা কাজ। যুব লীগের সদস্য হবার অর্থ হল নিজের শ্রম আর প্রচেষ্টা নিয়োগ করা সাধারণী কর্মব্রতে। কমিউনিস্ট শিক্ষাদীক্ষা বলতে তাইই বোঝায়। তরুণ-তরুণীরা সাচ্চা কমিউনিস্ট হয়ে ওঠে কেবল এই রকমের কাজের মধ্যেই। এই কজে ব্যবহারিক সাফল্য লাভ করলে শুধু সেক্ষেত্রেই তারা হয়ে উঠবে কমিউনিস্ট।

শহরতলিতে সবজিখেতের কথা ধরা যাক দৃষ্টান্ত হিসেবে। একটা সত্যিকারের কাজ নয় কি এটা। এটা যুব কমিউনিস্ট লীগের একটা কাজ। লোকে ভুখা রয়েছে, মনুষ উপোসী রয়েছে কলে-কারখানায়। অনশন থেকে নিস্তার পেতে হলে সবজিখেতের প্রসার ঘটাতে হবে। কিন্তু খেতি চলছে সাবেকী ধরনে। কাজেই যারা অধিকতর সচেতন তাদের হাতে নেওয়া দরকার কাজটা, তাহলে দেখবেন সবজিখেতের সংখ্যা বেড়ে যাবে, সেগুলির আয়তন বেড়ে যাবে, ফল পাওয়া যাবে আরও ভাল। যুব কমিউনিস্ট লীগকে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে এ কাজে। কাজটাকে কর্তব্য জ্ঞান করতে হবে প্রত্যেকটা লীগকে, লীগের প্রত্যেকটা সেল্-কে।

যুব কমিউনিস্ট লীগকে হতে হবে ভীমকর্মা বাহিনী, তারা মদত দেবে সমস্ত কাজে, উদ্যমের পরিচয় দেবে, হবে কর্মিষ্ঠ। লীগকে হতে হবে এমনটা যাতে যেকোন শ্রমিক দেখতে পায় এর মানুষগুলির উপদেশ সে হয়ত বোঝ না, তাদের উপদেশ সে সম্ভবত সঙ্গেসঙ্গেই বিশ্বাসও করে না, কিন্তু তাদের তাজা কাজকর্ম থেকে, তাদের ক্রিয়াকলাপ থেকে সে বুঝতে পারে সত্যিসত্যিই তারা তাকে দেখাচ্ছে সঠিক পথটা।

যুব কমিউনিস্ট লীগ সমস্ত ক্ষেত্রে এইভাবে কাজ সংগঠিত করতে অপরাক হলে সেটা হবে সবেকী, বুর্জোয়া ধারায় বিপথগমন। শোষকদের বিরুদ্ধে মেহনতী জনগণের সংগ্রামের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে আমাদের শিক্ষাদীক্ষা, যাতে কমিউনিজমের শিক্ষা অনুসারে নির্দেশ-করা কাজগুলি হাসিল করতে তাদের আনুকূল্য করা হয়।

সবিজখেত উন্নয়ন, কিংবা কোন কলে-কারখানায় নওজোয়ানের শিক্ষাদীক্ষা সংগঠিত করা, ইত্যাদি কাজে লাগান চাই লীগের সদস্যদের অবসরকালের প্রত্যেকটা ঘণ্টা। রাশিয়াকে আমরা দীনদরিদ্র দুর্দশাগ্রস্ত দেশ থেকে সমৃদ্ধ দেশে রূপান্তরিত করতে চাই। যুব কমিউনিস্ট লীগের শিক্ষাদীক্ষা পড়াশুনা আর তালিমকে সংযুক্ত করতে হবে শ্রমিক আর কৃষকদের শ্রমের সঙ্গে, যাতে সেটা শিক্ষালয়ে কিংবা কমিউনিস্ট পুস্তক-পুস্তিকা পাঠে গণ্ডিবদ্ধ না থাকে। শ্রমিক আর কৃষকদের পাশাপাশি কাজ করেই শুধু সাচ্চা কমিউনিস্ট হওয়া যায়। সবাই যেন লক্ষ্য করে যুব লীগের সমস্ত সদস্যই লেখাপড়া-জানা মানুষ, আর তার সঙ্গে সঙ্গে কাজেও দড়। সবাই যখন দেখবে সাবেকী শিক্ষালয় থেকে সাবেকী মেঠো ড্রিলের ধরনধারণ আমরা দূর করে দিয়েছি, সেগুলোর জায়গায় স্থাপন করেছি সচেতন শৃঙ্খলা, সমস্ত তরুণ-তরুণী সুব্বোৎনিকে (৩৮) শামি হয়, বাসিন্দাদের সাহায্য করতে কাজে লাগায় শহরতলির প্রত্যেকটা খামার, তখন লোকে শ্রমকে আগের মতো চোখে অর দেখবে না।

ছোট্ট দৃষ্টান্ত হিসেবে বলছি, পরিষাকর-পরিচ্ছন্নতা বাজয় রাখা কিংবা খাদ্য পরিবেশন, এমনসব ব্যাপারে গ্রামে কিংবা শহরের মহল্লায়, সর্বত্র সাহায্য সংগঠিত করা যুব কমিউনিস্ট লীগের কাজ। সাবেকী, পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে এসব করা হত কীভাবে? প্রত্যেকে কাজ করত শুধু নিজের জন্যে, কেউ ভ্রূপেক্ষ করত না কারা রইল বুড়ো-বুড়ি কিংবা অসুস্থ, ঘরের কাজ সবই পড়ল কিংবা মেয়েদের উপর, যার ফলে তারা পড়ে উৎপীড়ন আর দাসত্বের দশায়। এর বিরুদ্ধে লড়ার কাজটা কার? কাজ যুব লীগের, সেটা বলা চাই : আমরা বদলে দেব এই সবকিছু, আমরা গড়ব নওজোয়ানের দলগুলো, পরিষাকর-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে কিংবা খাদ্য পরিবেশনে তারা সাহায্য করবে, নিয়মিতভাবে বাড়ি-বাড়ি গিয়ে তারা পরিদর্শন করবে, সমগ্র সমাজের মঙ্গলের জন্যে কাজ করবে সংগঠিতভাবে, তাতে তারা শক্তি ছড়িয়ে দেবে ঠিকভাবে, আর শ্রম হওয়া চাই সংগঠিত সেটা প্রদর্শন করবে।

এখন যাদের বয়স বছর-পঞ্চাশেক তাদের পুরুষ-পর্যায় কমিউনিস্ট সমাজ দেখে যেতে পারবে বলে আশা করতে পারে না। তার আগে গত হয়ে যাবে এই পুরুষ-পর্যায়। কিন্তু বয়েস এখন যাদের নর তাদের পুরুষ-পর্যায় দেখবে কমিউনিস্ট সমাজ, এ সমাজ তারা গড়বে নিজেরাই। এই পুরুষের মানুষের জানা চাইকমিউনিস্ট সমাজ গড়াই তাদের জীবনের সমগ্র উদ্দেশ্য। সাবেকী সমাজে প্রত্যেকটি পরিবার কাজ করত আলাদা-আলাদা, শ্রম সংগঠিত করত না জনগণের উৎপীড়ক ভূস্বামী আর পুঁজিপতিরা ছাড়া আর কেউ। কোন কাজ যতই নোংরা কিংবা কষ্টসাধ্য হোক, সমস্ত শ্রম আমাদের এমনভাবে সংগঠিত করতে হবে যাতে প্রত্যেকটি শ্রমিক এবং কৃষক উপলব্ধি করে এইভাবে : আমি হলাম মুক্ত শ্রমের মহতী বাহিনীর একটা অংশ, আমি নিজ জীবন গড়ে তুলতে পারব ভূস্বামী আর পুঁজিপতিদের ছাড়াই, কমিউনিস্ট ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় আনুকূল্য করতে পারব। যুব কমিউনিস্ট লীগ সবাইকে তরুণ-বয়স থেকেই সচেতন এবং সুশৃঙ্খল শ্রমের শিক্ষা দেবে, এটা আবশ্যক। এইভাবেই আমরা ভরসা করতে পারি আমাদের সামনেকার সমস্যাগুলোর নিষ্পত্তি হবে। আমাদের ধরে নিতে হচ্ছে অন্তত দশ বছর লাগবে দেহের বিদ্যুৎসজ্জার জন্যে, যার ফলে আমাদের নিঃস্ব দেশটি প্রযুক্তিবিদ্যার সর্বসাম্প্রতিক সাধনসাফল্যগুলি দিয়ে উপকৃত হতে পারবে। তাই এখন যাদের বয়েস পনর, যারা দশ কি বিশ বছরের মধ্যে হবে কমিউনিস্ট সমাজের মানুষ, তাদের পুরুষ-পর্যায়ের সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা এমনভাবে ব্যবস্থিত হওয়া চাই যাতে প্রতিদিন যেকোন গ্রামে, যেকোন শহরে তরুণ-তরুণীরা সমবেত শ্রমের কোন-না-কোন কাজ হাসিল করে ব্যবহারিক ধারায় — হোক সে-কাজটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, অতি সহজ-সরল। প্রত্যেকটা গ্রামে সেটা যতখানি ঘটবে, কমিউনিস্ট প্রতিযোগিতার প্রসার ঘটবে যে-পরিমাণে, নওজোয়ান তাদের শ্রম সম্মিলিত করতে পারে বলে প্রতিপন্ন হবে যে-মাত্রায়, সেই পরিমাণে নিশ্চিত হবে কমিউনিজম গড়ার সাফল্য। নিজেদের প্রত্যেকটি পদক্ষেপকে শুধু এই নির্মাণকাজে সাফল্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেই, সম্মিলিত এবং সচেতন মেহনতী মানুষ হবার জন্যে সাধ্যায়ত্ত সবকিছু করেছি কিনা এই জিজ্ঞাসাটা নিজেদের কাছে তুলেই শুধু যুব কমিউনিস্ট লীগ সেটার পাঁচ লক্ষ সদস্যকে মিলিয়ে একই শ্রমবাহিনী গড়ে তুলতে পারবে, সর্বসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হতে পারবে। (তুমুল করতালি।)

সংগ্রামী বস্তুবাদের তাৎপর্য

'পদ্ জ্নামেনেম্ মার্কসিজ্মা' (মার্কসবাদের পতাকাতলে) (৩৯) পত্রিকার সাধারণ কর্তব্য সম্পর্কে তার ১ ও ২ নং সংখ্যায় ত্রৎস্কি মূলকথাগুলো সবই বলেছেন এবং চমৎকার বলেছেন। পত্রিকার ১ম-২য় সংখ্যায় উদ্বোধনী বিবৃতিতে সম্পাদকমণ্ডলী যে কর্মধারা ঘোষণা করেছেন তার সারাংশ ও কর্মসূচিকে আরো প্রত্যক্ষভাবে নির্দিষ্ট করার মতো কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই।

এই বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, 'পদ্ জ্নামেনেম্ মার্কসিজ্মা' পত্রিকার চারপাশে যাঁরা সম্মিলিত হয়েছেন তাঁরা সবাই কমিউনিস্ট নন, তবে সবাই সঙ্গতিনিষ্ঠ বস্তুবাদী। আমার ধারণা, কমিউনিস্ট ও অ-কমিউনিস্টদের এই জোট নিঃসন্দেহেই আবশ্যখ, এবং পত্রিকাটির কর্তব্য তাতে সঠিকভাবেই নির্ধারিত হচ্ছে। বিপ্লব যেন-বা একলা বিপ্লবীরাই সাধন করতে পারে, এই ধারণাটা হল কমিউনিস্টদের(সাধারণভাবে বিপ্লবীদেরও, যাঁরা মহা বিপ্লবের সূত্রপাত করেছেন সফলভাবেই) একটি অন্যতম বৃহৎ ও বিপজ্জনক ভুল। বরং যে-কোনো গুতবপূর্ণ বৈপ্লবিক কাজের সাফল্যের জন্য এই কথাটা বুঝে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারা দরকার যে, বিপ্লবীরা তাঁদের ভূমিকা পালন করতে পারে কেবল সত্যসতই প্রাণবান ও অগ্রণী একটি শ্রেণীর অগ্রবাহিনী হিসেবে। অগ্রবাহিনী তার অগ্রবাহিনীর ভূমিকা পালন করতে পারে কেবল তখন, যখন সে তার পরিচালিত জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে সত্যি করেই সমগ্র জনগণকে সামনে চালাতে পারে। ক্রিয়াকলাপের অতি বিইবন্ন সব ক্ষেত্রে অ-কমিউনিস্টদের সঙ্গে জোট না বাঁধলে কমিউনিস্ট নির্মাণে কোনো সাফল্যের কথাই উঠতে পারে না।

'পদ্ জ্নামেনেম্ মার্কসিজ্মা' পত্রিকা যাতে নেমেছে, বস্তুবাদ ও মার্কসবাদ সমর্থনের সে কাজেও এ কথা প্রযোজ্য। রাশিবার অগ্রণী সমাজচিন্তার প্রধান-প্রধান ধারায় সৌভাগ্যবশত পাকা বস্তুবাদী ঐতিহ্য বর্তমান। গ.ভ. প্লেখানভের কথা ছেড়ে দিলেও শুধু চের্নিশেভ্স্কির নাম উল্লেখ করাই যথেষ্ট — ফ্যাশনচল প্রতিক্রিয়াশীল দার্শনিক মতবাদের সন্ধানে, ইউরোপীয় বিদ্যার তথাকথিত শেষ কথার যে চুমকিতে মজে আধুনিক নারোদনিকরা (জনবাদী সমাজতন্ত্রী, সোশ্যালিস্ট রেভলিউশানারি ইত্যাদি) তাঁর কাছ থেকে পেছু হটেছে, সে চুমকির তলে তারা বুর্জোয়ার দাস্যবৃত্তি, বুর্জোয়া কুসংস্কার ও বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীলতার কোনো রকম দাস্যবৃত্তির রকমফেরটা ধরতে পারে নি।

অন্তত রাশিয়ায় অ-কমিউনিস্টদের শিবিরে এখনো বস্তুবাদীরা আছেন ও নিঃসন্দেহে আরো দীর্ঘদিন থাকবেন, এবং দার্শনিক প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে, তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের দার্শনিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সুসঙ্গত ও সংগ্রামী বস্তুবাদের সমস্ত অনুগামীদের সম্মিলিত কাজের মধ্যে টেনে আনা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। আধুনিক সমাজে দর্শনের অধ্যাপকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আসলে 'পাদ্রীতন্ত্রের ডিপ্লোমা-পাওয়া চাপরাশী' ছাড়া কিছু নয়, এই যে উক্তি করেছিলেন দিৎস্গেন-পিতা (যেমন হামবড়াতেমনি অসার্থক তাঁর সাহিত্যিক পুত্রের সঙ্গে তাঁকে গুলানোর দরকার নেই), তাতে তিনি বুর্জোয়া দেশগুলিতে প্রচলিত তাদের পণ্ডিত ও প্রাবন্ধিকদের মনোযোগধন্য দার্শনিক ধারাগুলি সম্পর্কে মার্কসবাদের মূল দৃষ্টিভঙ্গিটা প্রকাশ করেন বেশ সঠিক, যুতসই, পরিষ্কার করে।

আমাদের রুশী যে বুদ্ধিজীবী অন্যান্য দেশে তাদের সহভ্রাতাদের মতোই নিজেদের প্রাগ্রসর লোক বলে ভাবতে ভালোবাসে, তারা কিন্তু দিৎস্গেনের ভাষায় প্রকাশিত ওই মূল্যায়নের পটে সমস্যাটা টেনে আনতে মোটেই ভালোবাসে না। তবে, এটা তারা ভালোবাসে না কারণ সত্যটা তাতে চেখে বেঁধে। শাসক বুর্জোয়ার কাছে আধুনিক শিক্ষিত লোকেদের রাষ্ট্রিক, তৎপর সাধারণ-অর্থনৈতিক, তারপর সামাজিক ও অন্যান্য সমস্ত নির্ভরশীলতার কথা কিছুটা ভাবলেই বোঝা যাবে দিৎস্গেনের কঠোর মন্তব্যটা একান্ত সঠিক। রেডিয়ম আবিষ্কারের সঙ্গে জড়িত দার্শনিক ধারাগুলো থেকে শুরু করে আজ যেগুলো আইনস্টাইনকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে, ইউরোপীয় দেশগুলোয় ঘন ঘন মাথা চাড়া দেওয়া এই সব বিপুল পরিমাণ ফ্যাশনচল দার্শনিক ধারার কথা মনে করলেই একটা ধারণা পাওয়া যাবে বুর্জোয়ার শ্রেণীস্বার্থ ও শ্রেণীঅবস্থান এবং ধর্মের নানা রূপভেদের প্রতি তার সমর্থনের সঙ্গে ফ্যাশনচল দার্শনিক ধারাগুলোর সারার্থের সম্পর্কটা কী।

যা বলা হল তা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সংগ্রামী বস্তুবাদের মুখপত্র হতে চায় যে পত্রিকা, তাকে জঙ্গী মুখপত্র হতে হবে প্রথমত, সমস্ত আধুনিক পাদ্রীতন্ত্রের ডিপ্লোমা-পাওয়া চাপরাশীদের অটল স্বরূপমোচন ও সমালোচনার দিক থেকে, তা তারা সরকারী বিদ্যার প্রতিনিধি হিসেবেই কথা বলুন, অথবা নিজেদের বাম গণতন্ত্রী বা ভাবাদর্শে সমাজতন্ত্রী প্রাবন্ধিক ঘোষণা করে স্বাধীন লেখক হিসেবেই দেখা দিন।

দ্বিতীয়ত, এরূপ পত্রিকাকে হতে হবে সংগ্রামী নিরীশ্বরবাদের মুখপত্র। এ কাজ চালাবার মতো সংস্থা অন্তত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান আমাদের আছে। কিন্তু কাজটা চলছে চূড়ান্ত রকম শৈথিল্যে, চূড়ান্ত রকম অসন্তোষজনকভাবে, বোঝা যায় আমাদের খাঁটি রুশী (সোভিয়েত হলেও) আমলাতান্ত্রিকতার সাধারণ পরিস্থিতির চাপ সয়ে। সেইজন্যেই আমাদের ওই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির কাজের পরিপূরণে, তার সংশোধনে এবং তার সঞ্জীবনে, সংগ্রামী বস্তুবাদের মুখপত্র হবার কর্তব্যধারী পত্রিকাটির অক্লান্ত নিরীশ্বরবাদী প্রচার ও সংগ্রাম চালানো অত্যন্ত জরুরী। এদিক থেকে সমস্ত ভাষায় প্রকাশিত সমস্ত সাহিত্য মন দিয়ে অনুসরণ করা উচিত এবং এ ক্ষেত্রে যা কিছুটা মূল্যবান এমন সবকিছুরই অনুবাদ অন্তত সারার্থ প্রকাশ করা দরকার।

এঙ্গেলস অনেক আগেই জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রচারের জন্য আঠারো শতকের শেষের সংগ্রামী নিরীশ্বরবাদী সাহিত্য অনুবাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন আধুনিক প্রলেতারিয়েতের নেতাদের। আমাদের

পক্ষে লজ্জার কথা, এতদিন পর্যন্তও আমরা সেটা করি নি (বিপ্লবী যুগে ক্ষমতা দখল করা যে সে ক্ষমতার সঠিক সদ্ব্যবহারের চেয়ে অনেক সহজ তার অসংখ্য সাক্ষ্যের একটি এটা)। মাঝে মাঝে আমাদের এই শৈথিল্য, আলস্য ও অকর্মণ্যতার কৈফিয়ৎ দেওয়া গালভরা সব যুক্তিতে, যেমন, আরে বাপু, আঠারে শতকের সাবেকী নিরীশ্বরবাদী সাহিত্য যে অচল, অবৈজ্ঞানিক, নাবালকোচিত ইত্যাদি। হয় পুঁতিবাগীশি নয় মার্কসবাদ বোঝার পূর্ণ অক্ষমতা চাপা দেওয়া এই ধরনের পণ্ডিতম্মন্য কূটতর্কের চেয়ে খারাপ আর কিছু হতে পারে না। অবশ্যই অঅঠারো শতকী বিপ্লবীদের নিরীশ্বরবাদী রচনায় অবৈজ্ঞানিক ও নাবালকোচিত জিনিস কম মিলবে না। কিন্তু সেসব রচনাকে সংক্ষিপ্ত করত, আঠারো শতকের শেষ থেকে ধর্মের বৈজ্ঞানিক সমালোচনায় মানবজাতিরযে প্রগতি হয়েছে তার উল্লেখ করে, এ বিষয়ে সাম্প্রতিকতম বইয়ের উল্লেখ করে সংক্ষিপ্ত পরিশিষ্ট যোগ করতে প্রকাশকদের বাধা কোথায়? লক্ষ লক্ষ যে জনগণকে (বিশেষ করে কৃষক ও কারুজীবী) আধুনিক সমাজ তমসা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে নিপতিত করেছে তারা কেবল বিশুদ্ধ মার্কসবাদী জ্ঞানালোকের সোজাসুজি পথে এ তমসা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে, এ কথা ভাবা হবে মার্কসবাদীর পক্ষে সম্ভবপর সবচেয়ে মহা ভুল ও জঘন্য ভুল। এই জনগণকে দেওয়া উচিত নিরীশ্বরীবাদী প্রচারের সব মাল-মসলা, পরিচয় করিয়ে দেওয়া উচিত জীবনের নানা ক্ষেত্রের তথ্যের সঙ্গে, নানাভবে এগুতে হবে তাদের দিকে যাতে তাদের আকৃষ্ট করা যায়, জাগিয়ে তোলা যায় ধর্মের ঘুম থেকে, নানা দিক দিয়ে বিচিত্রতম উপায়াদি মারফত ঝাঁকুনি দিতে হবে তাদের।

আঠারো শতকের সাবেকী নিরীশ্বরবাদীদের উদ্দাম, জীবন্ত, প্রতিভাদীপ্ত যে লেখাগুলোয় প্রচলিত পাদ্রীতন্ত্রের ওপর সরস প্রকাশ্য আক্রমণ চালানোহত সেগুলো ধর্মের ঘুম থেকে লোককে জাগিয়ে তোলার পক্ষে আমাদের সাহিত্যে প্রচলিত একঘেয়ে, নীরস, সুনির্বাচিত তথ্যাভাবে প্রায় অভ্যাখ্যাত মার্কসবাদের যে পুনঃকথনে (পাপ ঢেকে লাভ কী) প্রায়ই মার্কসবাদকে বিকৃত করা হয়, তার চেয়ে হাজার-গুণ উপযোগী। মার্কস ও এঙ্গেলসের বড়ো বড়ো সমস্ত রচনাই আমাদের দেশে অনূদিত হয়েছে। মার্কস এঙ্গেলসের করা সংশোধনে আমাদের দেশে সাবেকী নিরীশ্বরবাদ ও সাবেকী বস্তুবাদের পরিপূরণ হবে না, এ আশঙ্কা একেবারেই অমূলক। সবচেয়ে জরুরী কথা, আমাদের তথাকথিত মার্কসবাদী কিন্তু আসলে মার্কসবাদ বিকৃতিকারী কমিউনিস্টরা ঠিক যে কথাটি প্রায়ই ভোলে, সেটা হল ধর্মের প্রশ্নে সচেতন মনোভাব গ্রহণ ও ধর্মের সচেতন সমালোচনায় এখনো খুবই অপরিণত জনগণকে আকৃষ্ট করতে পারা।

অন্যদিকে, ধর্মের আধুনিক বৈজ্ঞানিক সমালোচকদের দিকে চেয়ে দেখুন। প্রায় সর্বদাই এই শিক্ষিত বুর্জোয়া প্রতিনিধিরা ধর্মীয় কুসতস্কার খণ্ডকে সম্পূরণ করে নেন এমন সব যুক্তি দিয়ে যাতে সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা বুর্জোয়ায় ভাবদাস, পাদ্রীতন্ত্রের ডিপ্লোমা-পাওয়া চাপরাশী হিসেবে উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়েন।

দুটি দৃষ্টান্ত। অধ্যাপক র. ইউ. বিপ্‌পার ১৯১৮ সালে একটি বই প্রকাশ করেন 'খ্রীষ্টধর্মের উদ্ভব' (ফারস প্রকাশ ভবন, মস্কো)। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রধান প্রধান ফলাফলের পুনর্বিবরণ দিয়েছেন লেখক কিন্তু রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে গির্জার যা হাতিয়ার সেই কুসংস্কার ও বুজরুকির সঙ্গে তিনি লড়ছেন না তাই নয়, এ সব প্রশ্ন এগিয়ে গেছেন তাই নয়, ভাববাদী ও বস্তুবাদী উভয় চূড়ান্তপনার ঊর্ধ্বে ওঠার একেবারে হাস্যকর ও প্রতিক্রিয়াশীল এক বড়াই করেছেন। এটা হল প্রভু বুর্জোয়ার দাস্যবৃত্তি, যারা সারা দুনিয়ায় মজুর নিঙড়ানো মুনাফা থেকে কোটি কোটি টাকা ঢালে ধর্মের সমর্থনে।

খ্যাতনামা জার্মান পণ্ডিত আর্টুর ড্রেভস তাঁর 'খ্রীষ্টের অতিকথা' গ্রন্থে ধর্মীয় কুসংস্কার ও গল্পগুলিকে খণ্ডন করে প্রমাণ করেছেন যে, আদৌ কোনো খ্রীষ্ট ছিলেন না, তাহলেও গ্রন্থের শেষে ধর্মের পক্ষেই মত দিয়েছেন, শুধু সেটা নবায়িত, পরিশুদ্ধ, সূক্ষ্ম ধর্ম যা 'দিন-দিন বেড়ে ওঠা প্রকৃতিবাদী বন্যাকে' প্রতিহত করতে পারবে (২৩৮ পৃঃ, ৪র্থ জার্মান সংস্করণ, ১৯১০)। ইনি

খোলাখুলি সজ্ঞান প্রতিক্রিয়াশীল, সাবেকী ক্ষীয়মাণ ধর্ম কুসংস্কারের বদলে নতুন আরো বিষাক্ত ও বিশ্রী কুসংস্কার আমদানির জন্য ইনি শোষকদের প্রকাশ্যে সাহায্য করছেন।

এর অর্থ, ড্রেভসকে অনুবাদ করার প্রয়োজন ছিল না, তা নয়। এর অর্থ, কমিউনিস্ট ও সঙ্গতিশীল সমস্ত বস্তুবাদীর উচিত বুর্জোয়ার প্রগতিশীল অংশের সঙ্গে কিছুটা পরিমাণ ঐক্য স্থাপন করা ও তারা প্রতিক্রিয়ায় নেমে গেলে অক্লান্তভাবে তাদের স্বরূপমোচন করা। এর অর্থ, যে যুগে বুর্জোয়ারা ছিল বিপ্লবী সেই আঠারো শতকের বুর্জোয়া প্রতিনিধিদের সঙ্গে ঐক্য স্থাপন না করা হল মার্কসবাদ ও বস্তুবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, করা, কারণ আধিপত্যকারী ধর্মীয় তমসাবাদীদের সঙ্গে সংগ্রামে কোনো না কোন মাত্রায়, কোনো না কোনো রূপে ড্রেভসদের সঙ্গে ঐক্য স্থাপন আমাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক।

পদ্ জনামেনেম্ মার্কসিজ্মা নামে যে পত্রিকাটি সংগ্রামী বস্তুবাদের মুখপত্র হতে চায় তার উচিত নিরীশ্বরবাদী প্রচারের জন্য, তদ্বিয়ষক সাহিত্যের পরিক্রমার জন্য, এবং এক্ষেত্রে আমাদের রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপের বিপুল ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের জন্য অনেক জায়গা দেওয়া। বিশেষ করে যেসব বইয়ে অনেক প্রত্যক্ষ তথ্য ও প্রতিতুলনা আছে, যাতে ধর্মপ্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রচার ব্যবস্থার সঙ্গে আধুনিক বুর্জোয়ার শ্রেণী-স্বার্থ ও শ্রেণী সংগঠনের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে সেসব বই ও পুস্তিকাকে কাজে লাগানো বিশেষ জরুরী।

উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কিত মালমসলা বিশেষ জরুরী, সেখানে ধর্ম ও পুঁজির আনুষ্ঠানিক, সরকারী, রাষ্ট্রীয় যোগাযোগটা কম দেখা যায়। কিন্তু অন্যদিকে তাতে আমাদের কাছে আরো পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, তথাকথিত 'আধুনিক গণতন্ত্র' (যার পায়ে মেনশেভিক, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি এবং অংশত নৈরাজ্যবাদী প্রভৃতিরা এত বোকার মতো মাথা ঠোকে) আর কিছুই নয় বুর্জোয়ার কাছে যা লাভজনক তেমন প্রচারের স্বাধীনতা, আর সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ভাবনা, ধর্ম, তমসবাদ, শোষকদের সমর্থন ইত্যাদির প্রচারই তার কাছে লাভজনক।

আশা করা যাক, সংগ্রামী বস্তুবাদের মুখপত্র হতে চায় যে পত্রিকা, তা আমাদের পাঠক সাধারণকে নিরীশ্বরবাদী সাহিত্যের সমীক্ষা দেবে, কোন কোন রচনা কী ধরনের পাঠক মহলের পক্ষে কোন দিক থেকে উপযোগী, তার হদিশ থাকবে, উল্লেখ থাকবে আমাদের দেশে কী কী প্রকাশিত হল (প্রকাশিত বলে ধরতে হবে কেবল চলনসই অনুবাদগুলোকে, সংখ্যায় তা বেশি নেই) এবং আরো কী প্রকাশ করা উচিত।

কমিউনিস্ট পার্টির অন্তর্ভুক্ত নয় এমন সঙ্গতিনিষ্ঠ বস্তুবাদীদের সঙ্গে মৈত্রী ছাড়াও সংগ্রামী বস্তুবাদের করণীয় কর্মের পক্ষে কর্ম গুরুত্বের নয়, হয়ত-বা বেশি গুরুত্বের কাজ হল আধুনিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সেইসব প্রতিনিধিদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন, যাঁদের প্রবণতা বস্তুবাদের দিকে , তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে ভাববাদ ও সংশয়বাদের দিকে ফ্যাশনচল দার্শনিক দোলায়মানতার যে প্রাধান্য রয়েছে তার বিরুদ্ধে যাঁরা সে বস্তুবাদকে সমর্থন ও প্রচার করতে ভয় পান না।

আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব বিষয়ে পদ্ জ্নামেনেম্ মার্কসিজ্মা-র প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় আ. তিমিরিয়াজেভ যে প্রবন্ধ লিখেছেন তাতে এই আশার সঞ্চার হয় যে, পত্রিকাটি ঐ দুই নম্বর মৈত্রী কার্যকরী করতেও সক্ষম হবে। সেদিকে অধিকতর মনোযোগ দেওয়া উচিত। মনে রাখা উচিত যে, আধুনিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যেসব তীক্ষ্ণ ওলটপালটের মধ্য দিয়ে চলেছে, ঠিক তার ফলেই ক্রমাগত প্রতিক্রিয়াশীল দার্শনিক গোষ্ঠী ও উপগোষ্ঠী, ধারা ও উপধারার উদ্ভব হচ্ছে। সুতরাং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক বিপ্লব থেকে উত্থি সমস্যাগুলিকে অনুসরণ করা এবং দার্শনিক পত্রিকার কাজে প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের টেনে আনা — এই হল কর্তব্য, তা সাধন না করলে সংগ্রামী বস্তুবাদ না হবে সংগ্রামী, না বস্তুবাদ। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায় তিমিরিয়াজেভ এই যে বলতে বাধ্য হয়েছেন যে,

তিমিরিয়াজেভের মতে আইনস্টাইন নিজে বস্তুবাদের বনিয়াদগুলির উপর কোনো সক্রিয় আক্রমণ না করলেও তাঁর তত্ত্বকে ইতিমধ্যেই সব দেশের বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের এক বিপুলসংখ্যক প্রতিনিধি লুফে নিয়েছে, সে কথা শুধু আইনস্টাইন সম্পর্কেই প্রযোজ্য নয়, উনিশ শতকের শেষ থেকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বড়ো বড়ো সংস্কারকদের অধিকাংশের ক্ষেত্রে না হলেও পুরো একসারি লোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

এবং এই ঘটনাটির প্রতি আমাদেরমনোভাব যাতে জ্ঞানহীনের মতো না হয়, সেজন্য একথা বুঝতে হবে যে, একটা দৃঢ় দার্শনিক ভিত্তি ছাড়া বুর্জোয়া ভাবাদর্শের আক্রমণ ও বুর্জোয়া বিশ্বদৃষ্টিরপুনরাবির্ভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কোনো প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, কোনো বস্তুবাদই দাঁড়াতে পারবে না। সে সংগ্রামে টিকে থাকা ও পরিপূর্ণ বিজয়ে সেটা শেষ পর্যন্ত চালানোর জন্য প্রকৃতিবিজ্ঞানীকে হতে হবে এক আধুনিক বস্তুবাদী, মার্কস যার প্রতিনিধি সেই বস্তুবাদের সচেতন অনুগামী, অর্থাৎ তাঁকে হতে হবে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী। সে লক্ষ্য সাধনের জন্য 'পদ্ জ্নামেনেম্ মার্কসিজ্মা'র লেখকদের উচিত বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে হেগেলীয় দ্বন্দ্বতত্ত্বের ধারাবাহিক অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা, অর্থাৎ যে দ্বন্দ্বতত্ত্ব মার্কস তাঁর পুঁজি গ্রন্থে এবং ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক রচনায় ব্যবহারিকভাবে প্রয়োগ করেছিলেন এবং এমন সফলভাবে প্রয়োগ করেছিলেন যে বর্তমানে প্রচ্যে (জাপানে, ভারতে, চীনে) জীবন ও সংগ্রামের মধ্যে নতুন নতুন শ্রেণীর জেগে ওঠার প্রত্যেকটি দিনই — অর্থাৎ কোটি কোটি সেই মানুষের জেগে ওঠা যারা বিশ্বজনের অধিকাংশ এবং যাদের ঐতিহাসিক নিষ্ক্রিয়তা ও ঐতিহাসিক তন্দ্রার অবস্থাই এতদিন ইউরোপের বহু অগ্রসর দেশের অচলায়তন ও অবক্ষয়ের হেতু হয়ে এসেছে, — নতুন নতুন জাতি ও নতুন নতুন শ্রেণীর জীবনের মধ্যে জেগে ওঠার এই প্রত্যেকটা দিনই ক্রমাগত মার্কসবাদ প্রমাণ করছে। বলাই বাহুল্য, হেগেলীয় দ্বন্দ্বতত্ত্বের এরূপ অধ্যয়ন, এরূপ ব্যাখ্যান ও এরূপ প্রচার খুবই দুরূহ, এবং সন্দেহ নেই যে তার প্রথম পরীক্ষাগুলোর সঙ্গে ভুলভ্রান্তি জড়িয়ে থাকবে। কিন্তু ভুল করে না কেবল সে-ই যে কিছুই করে না। বস্তুবাদীভাবে গৃহীত হেগেলীয় দ্বন্দ্বতত্ত্বকে মার্কস যেভাবে প্রয়োগ করেছিলেন তার ওপর ভিত্তি করে আমরা এ দ্বন্দ্বতত্তকে তার সব দিক দিয়ে পরিবিকশিত করতে পারি ও করা উচিত, হেগেলের প্রধান প্রধান রচনার উদ্ধৃতি ছাপাতে পারি পত্রিকায়, বস্তুবাদীর মতো তার ব্যাখ্যা করতে পারি, মার্কস যেভাবে দ্বন্দ্বতত্ত্ব প্রয়োগ করেছিলেন তার নিদর্শন নিয়ে সেইসঙ্গে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আধুনিক ইতিহাস থেকে, বিশেষ করে সাম্প্রতিক সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও বিপ্লব থেকে দ্বান্দ্বিকতার যে অজস্র নমুনা মিলছে তার সাহায্যে টীকা যোগ করতে পারি। 'পদ্ জ্নামেনেম্ মার্কসিজ্মা' পত্রিকার সম্পাদক ও লেখক গোষ্ঠীর হওয়া উচিত আমার মতে, একধরনের হেগেলীয় দ্বন্দ্বতত্ত্বের বস্তুবাদী বন্ধু সমাজ। প্রকৃতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিপ্লব যেসব দার্শনিক প্রশ্ন তুলছে এবং যার সামনে বুর্জোয়া ফ্যাশনের বুদ্ধিজীবী ভক্তরা প্রতিক্রিয়ায় পদস্খলিত হচ্ছেন, তেমন সব দার্শনিক প্রশ্নের একগুচ্ছ জবাব আধুনিক প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা পাবেন হেগেলীয় দ্বন্দ্বতত্ত্বের বস্তুবাদী ব্যাখ্যানের মধ্যে (যদি তাঁরা অবশ্য সন্ধান করতে পারেন এবং আমরা তাঁদের সাহায্য করতে শিখি)।

এরূপ কর্তব্য গ্রহণ ও নিয়মিতভাবে তা পালন না করলে বস্তুবাদ সংগ্রামী বস্তুবাদ হয়ে উঠতে পারে না। শ্যেদ্রিনের উক্তি ব্যবহার করে বলা যায়, তা থেকে যাবে আক্রমণকারী ততটা নয়, যতটা আক্রান্ত। এছাড়া বড়ো বড়ো প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা এতদিনকার মতোই বারম্বার নিজেদের দার্শনিক সিদ্ধান্ত ও সাধারণীকরণে অসহায় হয়ে পড়বেন। কেননা প্রকৃতিবিজ্ঞান এত দ্রুত এগুচ্ছে, এবং তার সমস্ত ক্ষেত্রে এমন গভীর বৈপ্লবিক ওলটপালটের পর্ব অতিক্রম করছে যে দার্শনিক সিদ্ধান্ত না টেনে প্রকৃতিবিজ্ঞান পারে না।

উপসংহারে একটি দৃষ্টান্ত দেব যা দর্শনের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাহলেও অন্তত সামাজিক সমস্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যার প্রতি 'পদ্ জ্নামেনেম্ মার্কসিজ্মা' পত্রিকাটিও মনোযোগ দিতে চায়।

তথাকথিত আধুনিক বিজ্ঞান কী ভাবে আসলে অতি কদর্য ও জঘন্য প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গির বাহক হয়, এটি তারই একটি নিদর্শন।

কিছুদিন আগে রুশ টেকনিকাল সমিতির একাদশ বিভাগ থেকে প্রকাশিত ইকনমিস্ট পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি (১৯২২ সাল) আমায় পাঠানো হয়। এ পত্রিকা আমায় পাঠায় যে তরুণ কমিউনিস্ট (পত্রিকার বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হবার সময় তার ছিল না বলেই মনে হয়), সে অসতর্কে পত্রিকাটির প্রতি অসাধারণ সহানুভূতি প্রকাশ করে। আসলে এ পত্রিকা হল, কতটা সচেতনভাবে জানি না, আধুনিক ভূমিদাস-মালিকদের মুখপত্র, তবে অবশ্যই বৈজ্ঞানিকতা, গণতান্ত্রিকতা ইত্যাদির আবরণে আড়াল নেওয়া।

এ পত্রিকার যুদ্ধের প্রভাব প্রসঙ্গে জনৈক শ্রী প. আর. সরোকিনের বিস্তৃত এক তথাকথিত সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা স্থান পেয়েছে। পণ্ডিতী প্রবন্ধটি লেখকের এবং তাঁর অসংক্য বৈদেশিক গুরু ও সহকর্মীদের সমাজতাত্ত্বিক রচনা থেকে পণ্ডিতী উদ্ধৃতিতে কণ্টকিত। কী রকম তাঁর পাণ্ডিত্য দেখুন :

৮৩ পৃষ্ঠায় পড়ি :

'পেত্রগ্রাদে বর্তমানে ১০,০০০ বিবাহের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে ৯২.২টি ক্ষেত্রে — সংখ্যাটা অকল্পনীয়, তদুপরি ১০০টি বিবাহভঙ্গের মধ্যে ৫১.১টি বিবাহ স্থায়ী হয় এক বছরেরও কম, ১১% এক মাসের কম, ২২% দুমাসের কম, ৪১% ৩-৬ মাসের কম, এবং কেবল ২৬% — ৬ মাসের বেশি। এই সব সংখ্যা থেকে প্রমাণ হয় যে, আধুনিক আইনী বিবাহ হল কেবল একটা ঠাট, যাতে আসলে বিবাহ-বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক আড়াল পাচ্ছে এবং ফল পিয়াসীদের আনিসঙ্গতভাবে ক্ষুধাতৃপ্তির সুযোগ মেলছে (ইকনমিস্ট, ১ম সংখ্যা, ৮৩ পৃঃ)।

কোনো সন্দেহ নেই যে, এই ভদ্রলোক এবং যে রুশ টেকনিকাল সমিতি পত্রিকা প্রকাশ করেন ও তাতে এই ধরনের আলোচনা ছাপান তাঁরা নিজেদের গণতন্ত্রপন্থী বলে মনে করেন এবং খুব অপমানিত বোধ করবেন যদি তাঁরা আসলে যা সেই নামে ডাকা যায় : অর্থাৎ ভূমিদাস-মালিক, প্রতিক্রিয়াশীল, 'পাদ্রীতন্ত্রের ডিপ্লোমা-পাওয়া চাপরাশী'।

বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ ও বিবাহ-বহির্ভূত সন্তান এবং সেইসঙ্গে এক্ষেত্রে বাস্তব পরিস্থিতির বিষয়ে বুর্জোয়া দেশের অঅইনবিধির সঙ্গে সামান্য মাত্র পরিচয় থাকলে এ সম্পর্কে আগ্রহী যে-কোনো ব্যক্তিই দেখবেন যে, আধুনিক বুর্জোয়া গণতন্ত্র এমনকি সর্বাধিক গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রও এই ব্যাপারে মেয়েদের প্রতি এবং বিবাহ-বহির্ভূত সন্তানদের প্রতি আচরণে ঠিক ভূমিদাস-মালিক রূপেই নিজেকে জাহির করে।

তাতে অবশ্যই গণতন্ত্র এবং বলশেভিকগণ কর্তৃক গণতন্ত্র লঙ্ঘনের চিৎকার চালাতে মেনশেভিক, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি, নৈরাজ্যবাদীদের একাংশের এবং পশ্চিমের অনুরূপ সব পার্টির পক্ষে কোনো অসুবিধা হয় না। অথচ আসলে বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, বিবাহ-বহির্ভূত সন্তানদের অবস্থা প্রভৃতি প্রশ্নের ক্ষেত্রে বলশেভিক বিপ্লবই হল একমাত্র সুসঙ্গত রূপে গণতান্ত্রিক বিপ্লব। আর এ প্রশ্ন যে-কোনো দেশের অর্ধেকের বেশি জনসংখ্যার স্বার্থের সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট। বলশেভিক বিপ্লবের আগে বিপুল সংখ্যক বুর্জোয়া বিপ্লব ঘটলেও ও নিজেদের তারা গণতান্ত্রিক বিপ্লব নামে অভিহিত করলেও কেবল বলশেভিক বিপ্লবই উল্লিখিত ক্ষেত্রে যেমন প্রতিক্রিয়াশীলতা ও ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে তেমনি শাসক ও সম্পত্তিধারী শ্রেণীদের চলতি ভণ্ডামির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রাম চালিয়েছে।

১০,০০০ বিবাহের মধ্যে ৯২টি বিবাহবিচ্ছেদ যদি শ্রী. সরোকিনের কাছে অকল্পনীয় লাগে, তাহলে এই অনুমানই করতে হয় যে, হয় লেখকের বসবাস ও শিক্ষাদীক্ষা হয়েছে জীবন থেকে এমনই বিচ্ছিন্ন এক মঠে যার অস্তিত্বে আদৌ বিশ্বাস করাই কঠিন, নতুবা লেখক প্রতিক্রিয়া ও বুর্জোয়ার স্বার্থে সত্য বিকৃত করছেন। বুর্জোয়া দেশের সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে এতটুকু পরিচয় যার আছে, এমন সমস্ত লোকই জানে যে, সেখানে সত্যকার বিবাহবিচ্ছেদের (গির্জা ও আইন দ্বারা অবশ্যই

অনুমোদিত নয়) সত্যকার সংখ্যা সর্বত্রই অতুলনীয় রকমের বেশি। এ ব্যাপারে অন্য দেশ থেকে রাশিয়ার পার্থক্য কেবল এইখানে যে, তার আইন ভণ্ডামিকে এবং নারী ও তার সন্তানদের অধিকারহীন অবস্থাকে পূত-পবিত্র করে তোলে না, বরং খোলাখুলি এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার নামে সর্বপ্রকার ভণ্ডামি ও সর্বপ্রকার অসাম্যের বিরুদ্ধে নিয়মিত যুদ্ধ ঘোষণা করে।

এই ধরনের আধুনিক ‘সুশিক্ষিত’ ভূমিদাস-মালিকদের বিরুদ্ধেও লড়াই চালাতে হবে মার্কসবাদী পত্রিকাকে। নিশ্চয় এদের বৃহৎ একটা অংশ এমনকি আমাদেরই রাষ্ট্রের টাকা পায় ও তরুণদের জ্ঞানদানের রাষ্ট্রীয় চাকুরিতে বহাল আছে, যদিও সে কাজে তাদের যোগ্যতা নাবালক-বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে খাঁটি এক লম্পটের যোগ্যতার চেয়ে বেশি নয়।

রাশিয়ায় শ্রমিক শ্রেণী ক্ষমতা জয় করতে পেরেছে, কিন্তু তা ব্যবহার করতে এখনো শেখে নি, নইলে সে এই ধরনের অধ্যাপক ও বিদ্বৎসমাজের সভ্যদের অনেক আগেই সৌজন্য সহকারে পাঠিয়ে দিত বুর্জোয়া গণতন্ত্রের দেশে। এই ধরনের ভূমিদাস-মালিকদের আসল জায়গা সেখানেই।

ইচ্ছে থাকলেই শেখা যায়।

১২.৩.১৯২২

টীকা

(১) ১৯০৫-১৯০৭ সালের প্রথম রুশ বিপ্লবের সময়ে প্রবন্ধটি লেখা হয়। পৃঃ ৯

(২) দিদ্‌রো, হলবাক, হেলভেশিয়াস এবং অন্যান্য ফরাসী বস্তুবাদী দার্শনিকদের সম্বন্ধে (ড্রুস্দ্গঁ%ম্মা-ক্লস্প্রত্রস্ত্র) (দেশান্তরী সাহিত্য)-শীর্ষক প্রবন্ধের কথা বলা হচ্ছে। এই প্রবন্ধে এঙ্গেলস বলেন, ‘পূর্ববর্তী শতাব্দীর চমৎকার ফরাসী বস্তুবাদী সাহিত্য শ্রমিক-সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্যে যত্নবান হওয়া দরকার, ঐ সাহিত্য এখনও রূপ আর মর্মবস্তু উভয়ত ফরাসীমানসের মহত্তম সাধনসাফল্য, আর তখনকার বিজ্ঞানের মান বিবেচনায় থাকলে সেটার মর্মবস্তু অদ্যাবধি রয়েছে বিপুল উচ্চ স্তরে, আর সেটার রূপ রয়ে গেছে অতুলনীয়’। পৃঃ ১০

(৩) কৃষ্ণশতক — বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে লড়ার জন্যে জারের পুলিশ থেকে গড়া রাজতান্ত্রিক গুণ্ডাদল। তারা বিপ্লবীদের খুন করত, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের উপর হামলা চালাত, ইহুদিবিরোধী দাঙ্গা সংগঠিত করত। পৃঃ ১১

(৪) ‘রেচ্’ (‘কথা’) — নিয়মতান্ত্রিক-গণতান্ত্রিক পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র। পৃঃ ১৪

(৫) কাদেত-রা — রাশিয়ায় উদারপন্থী-রাজতন্ত্রী বুর্জোয়াদের প্রধান পার্টি, নিয়মতান্ত্রিক-গণতান্ত্রিক পার্টির সদস্যরা, অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়ের পরে সোভিয়েত রাজের বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়া আর ভূস্বামীদের সশস্ত্র সংগ্রাম সংগঠিত করায় তারা আনুকূল্য করেছিল। পৃঃ ১৪

(৬) বালালাইকিন্ — সালতিকথ-শ্যেদ্রিন-এর ‘একটি আধুনিক গোষ্ঠগীতি’-র একটি চরিত্র, একজন উদারপন্থী বাচাল ভাগ্যান্বেষী মিথ্যুক। পৃঃ ১৪

(৭) ন. আ. নেক্রাসভ-এর ‘রাশিয়ায় ভাল থাকে কে’ কবিতা থেকে। পৃঃ ১৫

(৮) ত্রুদোভিক-রা — নারোদনিক বুদ্ধিজীবী এবং কৃষকদের মধ্য থেকে গড়া পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের ত্রুদোভিক গ্রুপ — দুমা-য় ডেপুটিরা। পৃঃ ১৭

(৯) নারোদ্‌নায়া ভলিয়া (জনগণের ইচ্ছা) — স্বৈরতন্ত্র উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে ১৮৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত নারোদনিক সন্ত্রাসবাদীদের পার্টি। এটা টিকে ছিল উনিশ শতকের নবম দশকের মাঝামাঝি সময় অবধি। পৃঃ ১৭

(১০) রাষ্ট্রীয় দুমা — ১৯০৫ সালের বৈপ্লবিক ঘটনাবলির ফলে বাধ্য হয়ে জার সরকারের আহূত প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা। আনুষ্ঠানিকভাবে এটা ছিল বিধানিক সংস্থা, কিন্তু সত্যিকারের কোন

কর্তৃত্ব এটার ছিল না। নির্বাচন ছিল পরোক্ষ, অসম, আর তাও ছিল না সর্বজনীন। মেহনতী শ্রেণীগুলি এবং রাশিয়ায় অধিবাসী অ-রুশ জাতিগুলির ভোটাধিকার ছিল অত্যন্ত সংকুচিত, শ্রমিক আর কৃষকদের বেশ একটা অংশের ভোট ছিলই না আদৌ। ১৯০৫ সালের ১১(২৪) ডিসেম্বরের নির্বাচনী আইন অনুসারে একজন ভূস্বামী ভোট ছিল শহুরে বুর্জোয়াদের ৩ ভোট, কৃষকদের ২৫ ভোট এবং শ্রমিকদের ৪৫ ভোটের সমান।

প্রথম দুমা (১৯০৬ সালের এপ্রিল-জুলাই) এবং দ্বিতীয় দুমা (১৯০৭ সালের ফেব্রুয়ারি-জুন) ভেঙে দিয়েছিল জার সরকার। ১৯০৭ সালে ৩ জুনের কূদেতা-র পরে সরকার জারি করে নতুন নির্বাচনী আইন, তাতে আরও সংকুচিত করা হয় শ্রমিক, কৃষক আর শহুরে পেটি বুর্জোয়াদের ভোটাধিকার, আর তৃতীয় (১৯০৭-১৯১২) এবং চতুর্থ (১৯১২-১৯১৭) দুমা-য় ভূস্বামী আর বৃহৎ পুঁজিপতিদের প্রতিক্রিয়াশীল কৃষ্ণশতক জোটের আধিপত্য নিশ্চিত করা হয়। পৃঃ ২০

(১১) সিনোদ — জার-শাসিত রাশিয়ায় অর্থোডক্স যাজনতন্ত্রের পরিচালন সংস্থা। পৃঃ ২০

(১২) এঙ্গেলসের ল্যুডভিগ ফয়েরবাখ এবং ক্ল্যাসিকাল জার্মান দর্শনের অবসান-এর (১৮৮৮) কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ২০

(১৩) দ্রষ্টব্য — ক. মার্কস, হেগেলের অধিকার দর্শনের পর্যালোচনা প্রবন্ধ ভূমিকা। মার্কস এবং এঙ্গেলস, ধর্ম প্রসঙ্গে, মস্কো, ১৯৫৭, ৪২ পৃঃ। পৃঃ ২০

(১৪) ব্লাঙ্কিপন্থীরা — লুই অগ্যুস্ত ব্লাঙ্কি-র অনুগামী ফরাসী সমাজতন্ত্রীরা। প্রলেতারিয়ান শ্রেণীসংগ্রাম দিয়ে নয়, বুদ্ধিজীবীদের ক্ষুদ্র সংখ্যালঘুর ফাঁদা চক্রান্তের সাহায্যে মানবজাতি মজুরি-দাসত্ব থেকে মুক্ত হবে বলে তারা মনে করত (লেনিন)। পৃঃ ২১

(১৫) দ্রষ্টব্য — ফ. এঙ্গেলস, [illegible] পৃঃ ২১

(১৬) এরফুর্ট কর্মসূচি — ১৮৯১ সালে অক্টোবর মাসে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির এরফুর্ট কংগ্রেসে গৃহীত কর্মসূচি। পৃঃ ২২

(১৭) ক. মার্কসের 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' পুস্তিকায় (দ্রষ্টব্য — মার্কস এবং এঙ্গেলস নির্বাচিত রচনাবলি, ১ম খণ্ড, মস্কো, ১৯৬২, ৪৭৯ পৃঃ) এঙ্গেলসের ভূমিকার কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ২২

(১৮) ভগবান-গঠন, ভগবান-সন্ধান — মার্কসবাদের বিরুদ্ধে একটা ভাবাদর্শগত ধারা, যা ১৯০৫-১৯০৭ সালের বিপ্লবের পরাজয়ের পরে দেখা দিয়েছিল বলশেভিক পার্টিতে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একাংশে। একটা নতুন, সমাজতান্ত্রিক ধর্ম সৃষ্টি করার ওকালতি করতেন এই ভগবান-গঠনকারীরা। পৃঃ ২৭

(১৯) ভেখি (সীমার নিশানা) — ১৯০৯ সালে একদল প্রতিবিপ্লবী কাদেতদের প্রকাশিত প্রবন্ধ-সংগ্রহ। এইসব প্রবন্ধে লেখকেরা রাশিয়ায় মুক্তি-আন্দোলনের বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে অপদস্থ করতে চেষ্টা করেছিলেন, আর জার সরকারের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছিলেন ১৯০৫-১৯০৭ সালের বিপ্লব দমন করার ন্যে। পৃঃ ২৮

(২০) প্রলেতারি (প্রলেতারিয়ান) — ১৯০৬ থেকে ১৯০৯ সাল অবধি প্রকাশিত বেআইনী বলশেভিক সংবাদপত্র। পৃঃ ৩০

(২১) সনাতনী-ধর্মবিশ্বাসীরা — ১৭ শতকে রুশী অর্থোডক্স যাজনতন্ত্র থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল যেসব ভিন্নমতাবলম্বী। পৃঃ ৩২

(২২) অক্টোবরিয়া — সতরই অক্টোবরের সংঘ-র সদস্যরা, বৃহৎ পুঁজিপতিদের এই নামে রাজতান্ত্রিক পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯০৫ সালের নভেম্বর মাসে। জারের ১৯০৫ সালের ১৭ অক্টোবরের ইস্তাহারের প্রতি সমর্থন সূচিত হয় নামটায়, রাশিয়ায় ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি ছিল এই ইস্তাহারে। অক্টোবরিদের সমস্ত ক্রিয়াকলাপই ছিল জনবিরোধী, বৃহৎ পুঁজিপতিদের এবং

পুঁজিতান্ত্রিক ধারায় যারা মহল চালাত সেইসব ভূস্বামীর স্বার্থ সুরক্ষিত করতে খিদমত করত এই ক্রিয়াকলাপ। জার সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল স্বরাষ্ট্র এবং পররাষ্ট্র নীতি সমর্থন করতে অক্টোবরিরা। অক্টোবর বিপ্লবের পরে অক্টোবরিরা কাদেত পার্টির সঙ্গে মিলে এবং বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্যে সশস্ত্র সংগ্রাম সংগঠিত করেছিল সোভিয়েত রাজের বিরুদ্ধে। পৃঃ ৩৩

(২৩) প্রগতিবাদীরা — রুশী উদারপন্থী-রাজতন্ত্রী বুর্জোয়াদের একটা গ্রুপ, অক্টোবরি আর কাদেতদের মাঝামাঝি জায়গায় ছিল এদের অবস্থান। পৃঃ ৩৩

(২৪) শান্তিপূর্ণ নবীকরণ পার্টি — বাণিজ্য আর শিল্প ক্ষেত্রের বৃহৎ বুর্জোয়া এবং বৃহৎ বূস্বামীদের একটা পার্টি। পৃঃ ৩৩

(২৫) ১৯০৭ সালে ৩(১৬) জুন জার সরকার একটা কূদেতা ঘটায়, তাতে দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় দুমা ভেঙে দেওয়া হল এবং পরিবর্তিত করা হয় দুমা নির্বাচনের আইন। তৃতীয় দুমা বসেছিল ১৯০৭ সালে নভেম্বর মাসে। শ্রমিক আর কৃষকদের প্রতিনিধিত্ব আগেই ছিল সামান্য, সেটা আরও অনেকটা কমে যায় নতুন আইনে। দুমা-য় আধিপত্য ছিল কৃষ্ণশতক আর কাদেতদের। পৃঃ ৩৩

(২৬) সেন্ট পিটার্সবুর্গের কল-কারখানার শ্রমিকেরা তাদের স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে শোভাযাত্রা করে শীত প্রাসাদে গিয়েছিল ১৯০৫ সালের ৯ জানুয়ারি, তাদের পদদলিত দশা এবং ষোলআনা অধীকারহীনতার বিবরণ-দেওয়া আবেদনপত্র তারা পেশ করতে চেয়েছিল জারের কাছে। জারের হুকুমে সৈন্যরা গুলি চালায় এই শান্তিপূর্ণ নিরস্ত্র মিছিলের উপর, মানুষ নিহত হয়েছিল এক হাজারের বেশি, আর আহত হয়েছিল আরও প্রায় পাঁচ হাজার। এই পাবিক কাণ্ডের জবাবে 'স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক' স্লোগান তুলে বিক্ষোভপ্রদর্শন আর ধর্মঘটের স্রোত বয়ে গিয়েছিল সারা দেশে। শুরু হল প্রথম রুশ বিপ্লব। পৃঃ ৩৬

(২৭) সারা-রাশিয়া রাজনীতিক ধর্মঘট হয়েছিল ১৯০৫ সালে অক্টোবর মাসে, ১৯০৫ সালে ডিসেম্বর মাসে মস্কোয় হয়েছিল একটা সশস্ত্র অভ্যুত্থান। পৃঃ ৩৬

(২৮) সম্মিলিত অভিজাত পরিষদ — সামন্ত ভূস্বামীদের একটা প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠন, প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯০৬ সালে। পৃঃ ৩৬

(২৯) বিপ্লবের ফলে আতঙ্কিত জারের একখানা ইস্তাহার প্রচারিত হয় ১৯০৫ সালের ১৭ অক্টোবর, তাতে সংবিধান এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি ছিল। এটা ছিল শ্রমিকদের ভাঁওতা দেবার জন্যে রাজনীতিক চাতুরি ছাড়া কিছুই নয়। পৃঃ ৩৭

(৩০) সিনোদ-এর মহা-অভিশংসক ছিলেন সংস্থাটার প্রধান। পৃঃ ৩৭

(৩১) রুশী জনসংঘ — রাজতান্ত্রিক কৃষ্ণশতক সংগঠন। পৃঃ ৪০

(৩২) দস্তয়েভ্স্কি-র প্রতিক্রিয়াশীল উপন্যাস দানবেরা মস্কো আর্ট থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়েছিল, তাতে আ. ম. গোর্কি সংবাদপত্রে যে-প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন সেই কথা বলছেন লেনিন। পৃঃ ৪৩

(৩৩) রুস্কায়া মিস্ল (রুশী চিন্তা) — কাদেত দক্ষিণ তরফের একটা পত্রিকা। পৃঃ ৪৬

(৩৪) বাম সুবিধাবাদের মতাবস্থানে চলে গিয়েছিলেন প্রাক্তন বলশেভিক বগদানভ আর আলেক্সিন্স্কি, তাঁরা ১৯০৯ সালে গড়েছিলেন ভ্পেরিওদ গ্রুপ। এই গ্রুপের মধ্যে ছিল অৎজোভিস্ত-রা (রুশ অতোজ্ভাৎ মানে প্রত্যাহ্বান), এরা বৈধ সংগঠনে পার্টি কাজের বিরোধিতা করে দুমা থেকে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ডেপুটিদের প্রত্যাহ্বান করার দাবি করেছিল, এই গ্রুপে ছিল ভগবান-গঠনকারীরাও (১৮ নং টীকা দ্রষ্টব্য)। রাশিয়ার শ্রমিকদের মধ্যে ভ্পেরিওদ গ্রুপের কোন সমর্থক ছিল না, গ্রুপটা লোপ পেয়ে গিয়েছিল ১৯১৩ সাল নাগাদ। পৃঃ ৪৮

(৩৫) নারী-শ্রমিকদের প্রথম সারা রুশ কংগ্রেস মস্কোয় অনুষ্ঠিত হয় ১৯১৮ সালের ১৬-২১ নভেম্বর, এই কংগ্রেস ডেকেছিল রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর কেন্দ্রীয় কমিটি। কল-

কারখানা শ্রমিক এবং গরিব কৃষকদের মধ্য থেকে ১১৪৭ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন এই কংগ্রেসে। পৃঃ ৫২

(৩৬) ১৯১৯ সালে ১৮-২৩ মে রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর কংগ্রেসে পার্টির নতুন কর্মসূচি গৃহীত হয়। পৃঃ ৫৫

(৩৭) রাশিয়ার যুব কমিউনিস্ট লীগের তৃতীয় সারা-রাশিয়া কংগ্রেস হয় মস্কোয় ১৯২০ সালে ২-১০ অক্টোবর। এই কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন প্রায় ৬০০ প্রতিনিধি। পৃঃ ৫৬

(৩৮) কমিউনিস্ট সুব্বোৎনিক হল সমাজকল্যাণের জন্যে মানুষের অবসরসময়ে বিনা পারিশ্রমিকে স্বেচ্ছায় শ্রমদান (শনিবার বিকেল, রবিবার)। পৃঃ ৭৩

(৩৯) 'পদ্ জ্নামেনেম্ মার্কসিজ্মা' (মার্কসবাদের পতাকাতলে) — ১৯২২ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯৪৪ সালের জুন মাস অবধি মস্কোয় প্রকাশিত দার্শনিক এবং সামাজিক-আর্থনীতিক মাসিক পত্রিকা। পৃঃ ৭৫

নামের সূচি

আ

আ. ম. — গোর্কি, আ. ম. দ্রষ্টব্য।

আইনস্টাইন খ্ঁচ্মাস্প্লঁঙ্ক আলবার্ট (১৮৭৯-১৯৫৫) — পণ্ডিত, পদার্থবিৎ। — ৭৬, ৮০

ই

ইজ্‌গোয়েভ (লান্দে), আলেক্সান্দর সলমোনভিচ — কাদেতী পার্টির ভাবাদর্শী। — ৪৬

উ

উভারভ, আ. আ. — বড় জমিদার, অক্টোবরি পার্টির সভ্য, তৃতীয় দুমা-র ডেপুটি। — ৩৭

এ

এঙ্গেলস খ্ঁচ%প্রদক্মাঙ, ফ্রিডরিখ (১৮২০-১৮৯৫) — ১০, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৯, ৩০, ৭৭, ৭৮

ক

কলচাক, আলেক্সান্দর ভাসিলিয়েভিচ (১৮৭৩-১৯২০) — জারতান্ত্রিক অ্যাডমিরাল। আঁতাঁতের সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থনপুষ্ট হয়ে ১৯১৮ সালে উরাল অঞ্চলে (সাইবেরিয়া) এবং দূর প্রাচ্য অঞ্চলে বুর্জোয়া-ভূস্বামী সামরিক একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯১৯ সালের বসন্তকালে কলচাকের বাহিনী সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে আক্রমণ চালিয়ে পৌঁছেছিল বড়জোর ভলগার কাছাকাছি, তবে লাল ফৌজ সেগুলোকে পরাস্ত করেছিল ১৯২০ সালের গোড়ার দিকে। — ৭০

কাপুস্তিন, ম. ইয়া. (১৮৪৭-১৯২০) — অক্টোবরি পার্টির সভ্য, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দুমা-র ডেপুটি। — ৩৭

কামেন্‌স্কি, প. ব. — বড় ভূস্বামী, অক্টোবরি পার্টির সভ্য, তৃতীয় দুমা-র ডেপুটি। — ৩৭

কারাউলভ, ভ. আ. (১৮৫৪-১৯১০) — কাদেত, তৃতীয় দুমা-র ডেপুটি। — ৩৮, ৩৯

ক্যাথারিন, দ্বিতীয় (১৭২৯-১৭৯৬) — রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী (১৭৬২-১৭৯৬)। — ৩৪

গ

গাসেন্দি ল্মক্মক্ষপ্পঁঞ্জ পিয়ের (১৫৯২-১৬৫৫) — ফরাসী বস্তুবাদী দার্শনিক, পদার্থবিজ্ঞানী, গণিতবেত্তা। — ৫১
গেপেৎস্কি, ন. এ. — ভূস্বামী, ধর্মযাজক। তৃতীয় ও চতুর্থ দুমা-র ডেপুটি। — ৩৪
গোর্কি (পেশ্কভ), আলেক্সেই মাক্সিমভিচ (১৮৬৮-১৯৩৬) — রুশ লেখক। — ৪৩, ৪৮

চ
চের্নিশেভ্স্কি, নিকোলাই গাভ্রিলভিচ (১৮২৮-১৮৮৯) — বিশিষ্ট রুশ বিজ্ঞানী, সমালোচক, প্রবন্ধকার, বিপ্লবকী গণতন্ত্রী, বস্তুবাদী দার্শনিক। — ৭৬

ড
ডিট্স্গেন থ্তৃপ্রস্ঞ্ঝ%প্রঁঞ্জ ইয়োসেফ ১৮২৮-১৮৮৮) — জার্মান শ্রমিক, সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, বস্তুবাদী দার্শনিক। — ৭৬
ডিট্স্গেন থ্তৃপ্রস্ঞ্ঝ%প্রঁঞ্জ ওগেন (১৮৬২-১৯৩০) — ই. ডিট্স্গেনের ছেলে ও তাঁর রচনাবলির প্রকাশক। — ৭৬
ড্যুরিং থ্তুৃত্রঁ%ঞ্জ ওগেন (১৮৩৩-১৯২১) — জার্মান অর্বাচীন বস্তুবাদী আর দৃষ্টবাদী। — ২০, ২১, ২২, ২৮
ড্রেভস থ্তৃত্রপ্রন্ডক্ষঞ্জ আর্টুর (১৮৬৫-১৯৩৫) — গোড়ার দিককার খ্রীষ্টীয় কালপর্যায় সম্বন্ধে জার্মান ইতিহাসকার। — ৭৯

ত
তলস্তয়, লেভ নিকোলায়েভিচ (১৮২৮-১৯১০) — মহান রুশ লেখক। — ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮
তিমিরিয়াজেভ, আর্কাদি ক্লিমেন্তয়েভিচ (১৮৮০-১৯৫৫) — পণ্ডিত, পদার্থবিৎ। — ৮০, ৮১
ত্রৎস্কি (ব্রনস্তেইন), লেভ দাভিদভিচ (১৮৭৯-১৯৪০) — সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের (১৯০৩) পর মেনশেভিক। ১৯০৫-১৯০৭ সালের বিপ্লব পরাজিত হবার পর লুপ্তিপন্থী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে (১৯১৪-১৯১৮) মধ্যপন্থী, যুদ্ধ, শান্তি আর বিপ্লবের প্রশ্নে লেনিনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালান। রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেসে বলশেভিক পার্টিতে গৃহীত হন। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর কয়েকটা দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন। পার্টির সাধারণ নীতি, সমাজতন্ত্র নির্মাণের লেনিনীয় নীতির বিরুদ্ধে তীব্র উপদলীয় সংগ্রাম চালান, সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের বিজয় অসম্ভব একথা প্রচার করেন। ১৯২৭ সালে ত্রৎস্কি পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন, ১৯২৯ সালে সোভিয়েত-বিরোধী কার্যকালাপের জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে নির্বাসিত হন। — ৭৫

দ
দস্তয়েভ্স্কি, ফিওদর মিখাইলভিচ (১৮২১-১৮৮১) — রুশ লেখক। ৪৩
দেকার্ত থ্তৃপ্রক্ষ্মত্রস্প্রক্ষ্মঞ্জ রেনে (১৫৯৬-১৬৫০) — ফরাসী দ্বৈতবাদী দার্শনিক, গণিতজ্ঞ, নিসর্গবেদী। — ৫১
দেনিকিন, আন্তন ইভানভিচ (১৮৭২-১৯৪৭) — রুশ জারের বাহিনীর জেনারেল। আঁতাঁতের সাহায্যে দেনিকিন ১৯১৯ সালে বুর্জোয়া ভূস্বামী সামরিক একনায়কত্ব কায়েম করেছিলেন দক্ষিণ রাশিয়ায়

আর ইউক্রেনে। ১৯১৯ সালে গ্রীষ্মে আর শরতে মস্কোর দিকে দেনিকিনের আক্রমণ-অভিযান চালিত হয়েছিল, সেটাকে লাল ফৌজ পরাস্ত করে ১৯২০ সালের গোড়ার দিকে। — ৭০

ন

নিকোলাই, দ্বিতীয় (১৮৬৮-১৯১৮) — রাশিয়ার শেষ সম্রাট (১৮৯৪-১৯১৭)। — ৪৯

প

পুরিশ্‌কেভিচ, ভ্লাদিমির মিত্রফানভিচ (১৮৭০-১৯২০) —মস্ত ভূস্বামী, উন্মত্ত প্রতিক্রিয়াশীল, রাজতন্ত্রী। — ৩৯, ৪৯

প্লেখানভ, গেওর্গি ভালেন্তিনভিচ (১৮৫৬-১৯১৮) — বিশিষ্ট রুশী মার্কসবাদী, মার্কসবাদের প্রচারক, রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের পরে মেনশেভিকদের একজন নেতা। — ৭৬

ফ

ফয়েরবাখ খ্প্রপ্রম্লুঞ্জ ল্যুডভিগ (১৮০৪-১৮৭২) — প্রাক্-মার্কসীয় কালের জার্মান বস্তুবাদী দার্শনিক। — ২০, ২৩, ২৮

ফিখ্‌টে খ্লুস্প্রঞ্জ ইয়োহান গট্‌লিব (১৭৬২-১৮১৪) — জার্মান দার্শনিক, বিষয়ীগত ভাববাদী। — ৫১

ব

বগদানভ (মালিনোভ্‌স্কি), আলেক্সান্দর আলেক্সান্দ্রভিচ (১৮৭৩-১৯২৮) — রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, ভাববাদী দার্শনিক, ১৯০৫-১৯০৭ সালের বিপ্লবের পরে অৎজোভিস্ত। — ৪৮, ৪৯

বিসমার্ক খব্ল্কক্ষাঁক্রুঞ্জ অট্টো এডুয়ার্ড (১৮১৫-১৮৯৮) — প্রাশিয়ার রাজতন্ত্রী রাষ্ট্রপুরুষ, জার্মান সাম্রাজ্যের প্রথম চ্যান্সেলার (১৮৭১-১৮৯০)। — ২১, ২২, ২৯

বেলোউসভ, তেরেন্তি অসিপভিচ — সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, তৃতীয় দুমা-র ডেপুটি। — ৩০, ৩৯

ব্লাঙ্কি খব্দদাঁভ্লঞ্জ লুই অগ্যুস্ত (১৮০৫-১৮৮১) — বিশিষ্ট ফরাসী বিপ্লবী, ইউটোপিয়ান কমিউনিস্ট। — ২০, ২৮

ভ

ভ. ই. — লেনিন, ভ. ই. দ্রষ্টব্য।

ভিপ্‌পার, রবার্ট ইউর্‌য়েভিচ (১৮৫৯-১৯৫৪) — ইতিহাসবিদ, মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। — ৭৯

ম

মস্ট খ্ন=ক্ষস্ঞ্জ ইয়োহান (১৮৪৬-১৯০৬) — জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, ড্যুরিং-এর ইতর বস্তুবাদের দর্শন সমর্থন করতেন, পরে নৈরাজ্যবাদী। — ২৮

মার্কস খ্লাত্রশঞ্জ কার্ল (১৮১৮-১৮৮৩) — ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ৭৮, ৮১, ৮২

মিলিউকভ, পাভেল নিকোলায়েভিচ (১৮৫৯-১৯৪৩) — কাদেতী পার্টির নেতা, ইতিহাসকার, অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে (১৯১৭) সোভিয়েত রাজের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে লড়েন। — ৪০, ৪১

মেইয়েনদোর্ফ, আ. ফ. — অক্টোবরি পার্টির সভ্য, তৃতীয় ও দ্বিতীয় দুমা-র ডেপুটি। — ৪১

র

রঝ্‌কোভ, গ. এ. — কৃষক, তৃতীয় দুমা-র ডেপুটি। — ৪০, ৪১
রোজানভ, ন. স. — চিকিৎসক, তৃতীয় দুমা-র ডেপুটি। — ৪১

ল

লুনাচারস্কি, আনাতোলি ভাসিলিয়েভিচ (১৮৭৫-১৯৩৩) — রুশী পণ্ডিতব্যক্তি, সোশ্যাল-ডেমোক্রাট। রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের পরে বলশেভিক। ১৯০৫-১৯০৭ সালের বিপ্লবের পরাজয়ের পরে পার্টি-বিরোধী ভ্‌পেরিওদ গ্রুপে শামিল হন, ভগবান-গঠনের প্রচার চালান। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে শিক্ষা জন-কমিসার। — ২৭, ৪৮
লেনিন, ভ. ই. (উলিয়ানভ, ভ্লাদিমির ইলিচ) — ৪৬, ৪৭, ৫১

স

সরোকিন, পিতিরিম আলেক্সান্দ্রভিচ (১৮৮৯-১৯৬৮) — সমাজতাত্ত্বিক, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি, পেত্রগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। — ৮৩, ৮৪
সালতিকভ-শ্যেদ্রিন, মিখাইল ইয়েভগ্রাফভিচ (শ্যেদ্রিন) (১৮২৬-১৮৮৯) — রুশ লেখক, স্যাটায়ারিস্ট। — ৮২
সুর্কোভ, প. ই. (১৮৭৬-১৯৪৬) — সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, তৃতীয় দুমা-র ডেপুটি। — ২০, ৩০, ৩১, ৩৪, ৩৭, ৪২
স্তলিপিন, পিওতর আর্কাদিয়েভিচ (১৮৬২-১৯১১) — মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি (১৯০৬-১৯১১), চরম প্রতিক্রিয়াশীল। ১৯০৫-১৯০৭ সালের বিপ্লব দমন করার ঘটনা এবং তৎপরবর্তী কালপর্যায়ের সঙ্গে স্তলিপিনের নামটা সংশ্লিষ্ট। — ১৭, ১৮
স্ত্রুভে, পিওতর বের্নগার্দভিচ (১৮৭০-১৯৪৪) — উনিশ শতকের শেষ দশকে বৈধ মার্কসবাদ-এর অগ্রণী প্রবক্তা, পরে কাদেতী পার্টির অন্যতম নেতা, অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে প্রতিবিপ্লবী দেশান্তরী। — ৪০, ৪৯, ৫০

হ

হেগেল ঋপ্র%প্রদঞ্জ গেওর্গ ভিলহেল্ম) ফ্রিডরিখ (১৭৭০-১৮৩১) — মহান জার্মান ভাববাদী দার্শনিক। ভাববাদী দ্বন্দ্বতত্ত্ব গড়ে তোলেন। — ৫১, ৮১, ৮২